নিবিড় পরিবীক্ষণ সমীক্ষার প্রতিবেদন

‘রিচিং আউট অব স্কুল চিলড্রেন-২য় পর্যায় (রস্ক- ২) সংশোধিত’

শিক্ষা ও সামাজিক সেক্টর

বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ (আইএমইডি)
পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

জুন, ২০১৭

‘রিচিং আউট অব স্কুল চিলড্রেন-২য় পর্যায় (রস্ক- ২) সংশোধিত’ ■ জুন, ২০১৭

নির্বাহী সারসংক্ষেপ

দেশের অনগ্রসর, সুবিধাবঞ্চিত ও দুর্গম গ্রামাঞ্চল এবং শহর এলাকার বস্তিতে বসবাসরত দুঃস্থ ও দরিদ্র পরিবারের স্কুলবহির্ভূত শিশুদেরকে প্রাথমিক শিক্ষা প্রদান করার লক্ষ্যে প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর কর্তৃক 'রিচিং আউট অব স্কুল চিলড্রেন প্রকল্প-২য় পর্যায় (সংশোধিত)' শীর্ষক প্রকল্পটি ৫১টি জেলার ১৪৮টি উপজেলা ও ১০টি সিটি কর্পোরেশন এলাকায় বাস্তবায়িত হচ্ছে। প্রকল্পের সংশোধিত অনুমোদিত মোট ব্যয় ১০৮৫.২৫৭৬ কোটি টাকা যার মধ্যে আইডিএ সহায়তা ১০২৭.১৭২৩ কোটি টাকা এবং জিওবি ৫৮.০৮৫৩ কোটি টাকা। প্রকল্পের আওতায় প্রায় ৫০% মেয়ে শিশুসহ ৭.২ লক্ষ শিশুকে প্রাথমিক শিক্ষা প্রদান করার লক্ষ্য নির্ধারণ করা হয়েছে। পাশাপশি প্রাথমিক শিক্ষা সম্পন্নকারী ১৫ বছরের অধিক বয়সী স্কুলবহির্ভূত ২৫,০০০ শিশুকে প্রি-ভোকেশনাল প্রশিক্ষণের মাধ্যমে জীবনমান ভিত্তিক শিক্ষা, দক্ষতা বৃদ্ধি ও কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। কর্মসূচিতে শিখন কার্যক্রমের আওতায় ২১,৬৩২ জন বেকার যুব ও যুব মহিলার কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হবে।

প্রকল্পের আওতায় ২০,৩১৮টি শিখন কেন্দ্রের মাধ্যমে মোট ৬৯০,৬৭৪ (লক্ষ্যমাত্রার ৯৬%) শিক্ষার্থীকে অন্তর্ভুক্ত করা হয় যার মধ্যে রস্ক ১ম পর্যায় হতে স্থানান্তরিত ২৯% শিক্ষার্থী রেয়েছে। প্রকল্পের আওতায় মোট ৩৩৬,৩৫৫ মেয়ে শিক্ষার্থী অন্তর্ভুক্ত হয় যা মোট শিক্ষার্থীর ৪৯% এবং লক্ষ্যমাত্রার বিবেচনায় ৯৩.৪%। শিক্ষার্থীর অভিভাবকের অর্থনৈতিক ও জীবনযাত্রার মানের বিবেচনায় শিখন কেন্দ্রে ভর্তি হওয়া ১০০% শিক্ষার্থী দরিদ্র পরিবারের সন্তান যায় মধ্যে ৯২% শিক্ষার্থীর পরিবার দিনমজুরী ও কৃষিকাজ করে জীবিকা নির্বাহ করে। উপজেলা পর্যায়ে অধিকাংশ শিখন কেন্দ্রের ঘর, দরজা-জানালা, মেঝের অবস্থা; শ্রেণিকক্ষের আয়তন, পরিবেশ, শ্রেণিকক্ষে বসার ব্যবস্থা, কেন্দ্রের অন্যান্য সুযোগ-সুবিধার সাপেক্ষে শিখন কেন্দ্রসমূহকে নিম্ন থেকে মধ্যম মানের বিবেচনা করা যায়। সার্বিক বিবেচনায় ৬৪% শিখন কেন্দ্র শিখন কার্যক্রম চালানোর উপযোগী। উপজেলা ও সিটি কর্পোরেশন এলাকায় প্রতিষ্ঠিত কেন্দ্রের মধ্যে বর্তমানে ৭৮.৬৮% সচল রয়েছে। কেন্দ্রে প্রয়োজনীয় সংখ্যক শিক্ষার্থী না থাকায় আবার ক্ষেত্রবিশেষে শিক্ষক সংকটের কারণে ২য় পর্যায়ের আওতায় প্রতিষ্ঠিত শিখন কেন্দ্রের মধ্যে উপজেলা পর্যায়ের প্রায় ২২% শিখন কেন্দ্র বন্ধ হয়ে যায়। সিটি কর্পোরেশন এলাকায় সব শিখন কেন্দ্রে বসার জন্য বেঞ্চ থাকলেও প্রায় ৭৫% শিখন কেন্দ্রে বিশুদ্ধ পানি পান করার ব্যবস্থা নাই। ভর্তিকৃত শিক্ষার্থীদের মধ্যে ৫১.৬% শিক্ষার্থী টিকে রয়েছে যার মধ্যে উপজেলা পর্যায়ে ৫১.৪৫% এবং সিটি কর্পোরেশন এলাকায় ৭২.৯৫%। উপজেলা পর্যায়ে ৩য় শেণিতে শিক্ষার্থী টিকে থাকার হার সবচেয়ে বেশী (৭০.৮২%) এবং ৫ম শ্রেণিতে সবচেয়ে কম (৩৯.২৪%)। অঞ্চল ভিত্তিক বিবেচনায় সমতল এলাকায় শিক্ষার্থীদের টিকে থাকার হার সর্বোচ্চ ৬৩% এবং পাহাড়ী এলাকায় সর্বনিম্ন ৩৮.৯%। বর্তমানে শিখন কেন্দ্রে শিক্ষার্থীর গড় উপস্থিতি মাসে ১৬ দিন। আর্থিক অস্বচ্ছলতার কারণে অনেক শিক্ষার্থীর আয়মূলক কাজে সম্পৃক্ত হওয়ায় শিখন কেন্দ্রে শিক্ষার্থীদের উপস্থিতি কমে যাচ্ছে। সিটি কর্পোরেশন এলাকায় শিক্ষার্থীর পরিবারের মাইগ্রেশনের কারণে কেন্দ্রে শিক্ষার্থীদের সংখ্যা কমে যাচ্ছে। প্রকল্পের শিখন কার্যক্রমের আওতায় প্রাথমিক শিক্ষা প্রদান করার ক্ষেত্রে অগ্রগতির হার ৪৩%। রস্ক ১ম পর্যায় হতে স্থানান্তরিত শিক্ষার্থীর মধ্যে ২৮.৩৩% শিক্ষার্থী সমাপনী পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করে যার মধ্যে ২০১৪ সালে ৩০.৫৬% এবং ২০১৫ সালে ২৬.১৭%। অংশগ্রহণকারী শিক্ষার্থীর মধ্যে মোট ৮১.১৮% উত্তীর্ণ হয় যেখানে ২০১৪ এবং ২০১৫ সালে পাশের হার যথাক্রমে ৭১.৭৪% ও ৯১.৮৫%। প্রকল্পের আওতায় শিখন কেন্দ্রের শিক্ষক হিসেবে ১০,১৩৫ জন যুবক পুরুষ ও মহিলার কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে যার মধ্যে মহিলা ও পুরুষের হার যথাক্রমে ৮০% ও ২০%। শিক্ষক প্রশিক্ষণ কার্যক্রমের আওতায় ২০১৩-২০১৫ সালের মধ্যে ৭১% ও ৩২% শিক্ষককে যথাক্রমে মৌলিক ও রিফ্রেশার প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। নিয়োগপ্রাপ্ত শিক্ষকদের মধ্যে মাত্র ২৯% শিক্ষককে মৌলিক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয় যেখানে ১৩% কর্মরত শিক্ষক কোন

ধরণের প্রশিক্ষণ পায় নাই। শিক্ষক প্রশিক্ষণ কার্যক্রমের মাধ্যমে শিক্ষকের দক্ষতা বৃদ্ধি ও শিখন পদ্ধতির উন্নয়ন সাধিত হয়েছে। প্রশিক্ষণ কার্যক্রমের ফলে শিক্ষকের দক্ষতা ও পাঠদান পদ্ধতির উল্লেখযোগ্য উন্নয়ন হলেও শিশুবান্ধব শিখন পদ্ধতি প্রয়োগের ক্ষেত্রে এবং ৪র্থ ও ৫ম শ্রেণির ইংরেজী ও গণিত বিষয়ে পাঠদানের ক্ষেত্রে অনেক শিক্ষক যথেষ্ট দক্ষ নয়। কিছু সংখ্যক শিক্ষকের যোগ্যতা কাঙ্খিত মাত্রায় না হওয়ায় মানসম্মত শিক্ষা নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে ঝুঁকি রয়েছে। উপজেলা ও সিটি কর্পোরেশন এলাকার শিখন কেন্দ্রে অধ্যয়নরত সকল শিক্ষার্থী নিয়মিতভাবে শিক্ষাভাতা পেয়ে থাকে। বিস্তারিত অনুসন্ধান সাপেক্ষে জানা যায় উপজেলা পর্যায়ে কয়েকটি শিখন কেন্দ্রে কিছু শিক্ষার্থীর দ্বৈত ছাত্রত্ব রয়েছে। শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর সাক্ষাতের ভিত্তিতে বলা যায় যে ০.৫২% - ৩.৫% শিক্ষার্থী একই সাথে রস্ক স্কুল ও প্রাইমারী স্কুলে অধ্যয়নরত রয়েছে। সিটি কর্পোরেশন এলাকায় কোন শিক্ষার্থীর দ্বৈত ছাত্রত্ব নাই। শিখন কেন্দ্রের ব্যবস্থাপনা মান ও শিক্ষার গুণগতমান নিশ্চিতকরণের ক্ষেত্রে উপজেলা শিক্ষা অফিসার, প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক, টিসি ও শিখন কেন্দ্রের শিক্ষকের মধ্যে সমন্বয়ের অভাব রয়েছে। এক্ষেত্রে সিএমসি'র সক্রিয় ভূমিকা পালন ও শিক্ষার্থীর অভিভাবকদের সচেতনার অভাব রয়েছে। ষ্টাডিকালীন সময়ের মধ্যে প্রি-ভোকেশনাল প্রশিক্ষণ কার্যক্রম শুরু হয় নাই বিধায় কর্মকান্ড সম্পর্কে মতামত প্রদান করা হলো না।

প্রকল্পের পরিকল্পনা প্রণয়ন এবং কার্যক্রম বাস্তবায়ন সম্পর্কিত দিক বিবেচনায় সবল ও দুর্বল দিক এবং সুযোগ ও ঝুঁকি (SWOT) বিশ্লেষণ সাপেক্ষে বলা যায় প্রকল্পটি অনগ্রসর ও দুর্গম এলাকার দুঃস্থ, সুবিধাবঞ্চিত ও গরীব পরিবারের স্কুলবহির্ভূত শিশুদের শিক্ষার সুযোগ সৃষ্টি করার পাশাপাশি বিনা খরচে প্রাথমিক শিক্ষা সম্পন্ন করে মাধ্যমিক স্তরে প্রবেশের পথ সুগম করেছে। আরডিপিপি অনুমোদনে বিলম্ব হওয়ায় কিছু কার্যক্রম নির্দিষ্ট সময়ে শুরু করা যায়নি ফলে উক্ত কার্যক্রম নির্দিষ্ট সময়ে সম্পন্ন করা ও লক্ষ্য অর্জনের ক্ষেত্রে ঝুঁকির সম্ভাবনা রয়েছে। সরকারী-বেসরকারী অংশিদারিত্ব প্রকল্পে বহুমাত্রিক অভিজ্ঞতার সমন্বয় হওয়ার সুযোগ সৃষ্টি ও প্রকল্পের কার্যক্রম বাস্তবায়নের পথ সুগম করেছে। সমন্বিত পরিকল্পনা এবং বাস্তবায়নে যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ করার মাধ্যমে প্রকল্পের সফল বাস্তবায়ন ও লক্ষ্য অর্জন করা সম্ভব।

পরিবীক্ষণ তথ্য পর্যালোচনা ও সার্বিক প্রেক্ষাপট বিবেচনায় প্রকল্পের সফল বাস্তবায়ন ও লক্ষ্য অর্জনে পরামর্শকদলের সুপারিশসমূহঃ

১. প্রকল্পের শিখন কার্যক্রমের আওতায় যে সকল কেন্দ্রে শিক্ষার্থীরা তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণিতে অধ্যয়ন করছে সেসব কেন্দ্রে শিখন কার্যক্রম অব্যহত রাখার ব্যবস্থা গ্রহণ করা;
২. শিখন কেন্দ্রের ঘর ভাড়ার টাকা ও অন্যান্য অনুদান যৌক্তিকহারে বৃদ্ধি করা;
৩. শিখন কেন্দ্রে শিক্ষার্থীদের মৌলিক সুযোগ-সুবিধা নিশ্চিতকরণে যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ করা;
৪. শিখন কেন্দ্রে একাধিক শিক্ষক নিয়োগ করার বিষয় বিবেচনা করা;
৫. পাঠ্যবইয়ে যুক্তাক্ষরের মাত্রাতিরিক্ত ব্যবহার কমানোর বিষয়ে মন্ত্রণালয়ের অধীনে বিশেষ কমিটি গঠন করা যেতে পারে;
৬. তুলনামূলকভাবে পাঠদানে কম দক্ষতাসম্পন্ন শিক্ষকদেরকে স্থানীয় পর্যায়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা;
৭. সরকারী-বেসরকারী সংস্থার মধ্যে সমন্বয় আরও জোরদার ও কার্যকরী করা;
৮. পাঠ কারিকুলামে জীবনমানের উন্নয়ন সম্পর্কিত বিষয় সংযোজন করা;
৯. 'শিক্ষায় ২য় সুযোগ' বিভাগের সাথে রস্ক ২য় পর্যায় প্রকল্পের সমন্বয় প্রতিষ্ঠা করা;
১০. সিএমসিকে আরও সক্রিয় করতে কৌশলগত পরিকল্পনা গ্রহণ করা;
১১. সমধর্মী নতুন প্রকল্প প্রণয়নে নিবিড় পরিবীক্ষণের সুপারিশসমূহ বিবেচনায় রাখা;
১২. নিবিড় পরিবীক্ষণের ফাইন্ডিংসসমূহ পর্যালোচনা ও প্রতিপালন করার জন্য বাস্তবায়নকারী সংস্থা ও মন্ত্রণালয়কে আইএমইডি'র পক্ষ থেকে ফলোআপ করার জন্য পদক্ষেপ করা।

নিবিড় পরিবীক্ষণ কার্যক্রমের পটভূমি

বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (ADP) এর আওতায় বাস্তবায়নাধীন ও বাস্তবায়িত প্রকল্পের প্রকৃত অবস্থা জানা ও সুস্পষ্ট ধারণা পাওয়ার লক্ষ্যে আইএমইডি পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে। আইএমইডি'র নিজস্ব জনবল এবং আউটসোর্সিং এর মাধ্যমে ব্যক্তি পরামর্শক/পরামর্শক ফার্মের সহায়তায় পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন করা হয়। পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়নের ফলাফল সুনির্দিষ্ট সুপারিশসহ আইএমইডির প্রতিবেদনের মাধ্যমে তা সংশ্লিষ্ট বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষকে অবহিত করা হয় যা প্রকল্পের সফল বাস্তবায়ন এবং ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা ও কর্মপদ্ধতি নির্ধারণে কার্যকর অবদান রাখতে সহায়তা করে। বর্তমানে বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ও সংস্থা কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পের মধ্যে অপেক্ষাকৃত গুরুত্বপূর্ণ প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীনে প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়িত 'রিচিং আউট অব স্কুল চিলড্রেন-২য় পর্যায় (সংশোধিত)' প্রকল্পটির বাস্তবায়ন অগ্রগতি ও গুণগতমান, বাস্তবায়ন সম্পর্কিত সমস্যা-ত্রুটি-বিচ্যুতি চিহ্নিতকরণ ও সমাধান এবং ভবিষ্যৎ করণীয় সম্পর্কে বাস্তবায়নকারী প্রতিষ্ঠানকে সঠিক পরামর্শ প্রদান করার মাধ্যমে প্রকল্পের সফল বাস্তবায়নে সহযোগিতা করার লক্ষ্যে আইএমইডি'র শিক্ষা ও সামাজিক সেক্টর প্রকল্পটির নিবিড় পরিবীক্ষণের উদ্যোগ গ্রহণ করে। এপ্রেক্ষিতে ২০১৬-১৭ অর্থ বছরের রাজস্ব বাজেটের আওতায় 'রিচিং আউট অব স্কুল চিলড্রেন-২য় পর্যায় (সংশোধিত)' প্রকল্পের নিবিড় পরিবীক্ষণ কার্যক্রম সম্পাদনের জন্য 'স্বাবলম্বী সমাজ উন্নয়ন সংস্থা (SSUS)'কে পরামর্শক প্রতিষ্ঠান হিসাবে নিয়োগ দেয়া হয়।

অধ্যায় ১
প্রকল্পের বিবরণ

১.১ পটভূমি

প্রাথমিক শিক্ষায় সকল শিশুর প্রবেশাধিকার এবং অন্তর্ভুক্তি সকলক্ষেত্রে সমানভাবে বিস্তৃত নয়। দেশের অনগ্রসর, দুর্গম ও শহর এলাকায় বস্তিতে বসবাসরত স্কুলে যাওয়ার উপযোগী গরীব পরিবারের শিশুরা শিক্ষার সুযোগ থেকে বঞ্চিত। সবার জন্য শিক্ষা নিশ্চিত করতে স্কুলে যাওয়ার উপযোগী বিশেষকরে ৮-১৪ বছরের সকল শিশুদেরকে প্রাথমিক শিক্ষার আওতায় নিয়ে আসা এবং তাদের জীবনমান উন্নয়নের সুযোগ করে দেয়ার প্রত্যয়ে সরকার প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা পদ্ধতির মাধ্যমে স্কুলবহির্ভূত শিশুদের (আউট অব স্কুল চিলড্রেন) প্রাথমিক শিক্ষার সুযোগ প্রসারিত করার লক্ষ্যে ২০০৪ সালে 'রিচিং আউট অব স্কুল চিলড্রেন (রস্ক)' প্রকল্প পরীক্ষামূলকভাবে শুরু করা হয়। স্কুলবহির্ভূত শিশুদের প্রাথমিক শিক্ষায় অন্তর্ভুক্তি ও শিক্ষা সমাপনের মাধ্যমে মাধ্যমিক শিক্ষায় ভর্তি হওয়ার সুযোগ সৃষ্টি করতে প্রকল্পটি সমর্থ হয়েছে। সাফল্যের ধারাবহিকতায় শিক্ষার গুণগতমান বৃদ্ধি ও শিক্ষা ব্যবস্থাপনা শক্তিশালীকরণ করাসহ কমপক্ষে ৫০% মেয়ে শিশুর অন্তর্ভুক্তি নিশ্চিত করে ৭.২ লক্ষ স্কুলবহির্ভূত শিশুদের প্রাথমিক শিক্ষা লাভের সুযোগ প্রদান করার লক্ষ্যে ২০১৩ সালে রস্ক ২য় পর্যায় প্রকল্পের কার্যক্রম শুরু হয়। প্রকল্পটির সফল বাস্তবায়নের মাধ্যমে দেশের সুবিধাবঞ্চিত ও গরীব পরিবারের শিশুদের প্রাথমিক শিক্ষা সম্পন্ন করার সুযোগ সৃষ্টি হবে। পাশাপাশি লক্ষ্যভুক্ত শিশুদেরকে কারিগরী প্রশিক্ষণ প্রদান করে কর্মক্ষম শক্তিতে পরিণত করে আত্মকর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি ও জীবনমানের উন্নয়নে ভূমিকা রাখতে সক্ষম হবে।

১.২ প্রকল্প পরিচিতি

১) প্রকল্পের নামঃ 'রিচিং আউট অব স্কুল চিলড্রেন -২য় পর্যায়' (সংশোধিত)

২) উদ্যোগী মন্ত্রণালয়ঃ প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়

৩) বাস্তবায়নকারী সংস্থাঃ প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর

৪) প্রকল্পের অর্থায়নঃ জিওবি ও আইডিএ সহায়তা

৫) প্রকল্পের ব্যয়ঃ (লক্ষ টাকায়)

	মূল অনুমোদন	সংশোধিত	বৃদ্ধি/ (হ্রাস) (%)
মোট	১১৪০২৫.৭৬	১০৮৫২৫.৭৬	৫৫০০.০০ (-৪.৮২%)
আইডিএ সহায়তা	১০৮২১৭.২৩	১০২৭১৭.২৩	৫৫০০.০০ (-৫.০৮%)
জিওবি	৫৮০৮.৫৩	৫৮০৮.৫৩	-

৬) প্রকল্প এলাকাঃ ৮ বিভাগ; ৫১ জেলা; ১৪৮ উপজেলা ও ১০ সিটি কর্পোরেশন
প্রকল্প এলাকা নির্বাচনের ক্ষেত্রে দরিদ্রপীড়িত, অনগ্রসর বিশেষকরে দুর্গম পাহাড়ী, চর, হাওড়/বাওড় ও উপকূলীয় ঝুঁকিপ্রবণ এলাকাসমূহকে প্রধান্য দেয়া হয়েছে।

৭) প্রকল্প বাস্তবায়ন কালঃ জানুয়ারি ২০১৩ হতে ডিসেম্বর ২০১৭

১.৩ প্রকল্পের উদ্দেশ্য

সার্বিক উদ্দেশ্যঃ পিছিয়ে পড়া অনগ্রসর এলাকার সুবিধাবঞ্চিত ও গরীব পরিবারের স্কুলবহির্ভূত ৭.২ লক্ষ শিশুর শিক্ষার সমান সুযোগ সৃষ্টি, ভর্তিকৃত শিক্ষার্থীদের শিখন কেন্দ্রে ধরে রাখা ও মানসম্মত প্রাথমিক শিক্ষাচক্র সম্পন্ন করার মাধ্যমে নির্বাচিত এলাকায় স্কুলবহির্ভূত শিশুদের সংখ্যা কমিয়ে আনা।

সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্যসমূহঃ

১) শিক্ষার্থীদের জন্য শিক্ষাভাতা এবং শিখন কেন্দ্র পরিচালনার জন্য অনুদান প্রদানের মাধ্যমে বিদ্যালয়ে শিশুদের গম্যতা বৃদ্ধি, ধরে রাখা এবং পাঠচক্র সম্পন্ন করতে সহায়তা করা;

২) প্রাথমিক শিক্ষা সম্পন্ন করা ১৫ বছরের অধিক বয়সের স্কুলবহির্ভূত শিশুদেরকে জীবন দক্ষতা ও জীবিকা অর্জন সহায়ক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা;

৩) শিখন কেন্দ্র ব্যবস্থাপনায় পাবলিক-প্রাইভেট পার্টনারশিপ বৃদ্ধি করার মাধ্যমে প্রাথমিক শিক্ষার গুণগত মান বৃদ্ধি করা;

৪) শিখন কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা ও ব্যবস্থাপনায় নারীর অংশগ্রহণ বৃদ্ধি ও সিদ্ধান্ত গ্রহণে তাঁদের ক্ষমতায়ন;

৫) রস্ক প্রকল্পের কার্যক্রমে স্থানীয় সমাজের অংশগ্রহণের মাধ্যমে প্রাথমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে স্থানীয় পর্যায়ে পরিকল্পনা, ব্যবস্থাপনা ও পরিবীক্ষণ দক্ষতা বৃদ্ধি করা;

৬) শিক্ষকদের পেশাদারি দক্ষতা বৃদ্ধি ও শিক্ষাদান পদ্ধতি উন্নতির লক্ষ্যে শিক্ষক প্রশিক্ষণ নিবিড় করা এবং

৭) শিক্ষা প্রদানে একাডেমিক সুপারভিশন বৃদ্ধি করা ও প্রাতিষ্ঠানিক সহায়তা শক্তিশালী করা।

১.৪ প্রকল্পের অনুমোদন ও সংশোধন

"রিচিং আউট অব স্কুল চিলড্রেন -২য় পর্যায়" প্রকল্পটি ২০১৩ সালের ২১ জানুয়ারী অনুমোদিত হয়। পরবর্তীতে ২০১৬ সালের ২৩ নভেম্বর সংশোধিত আকারে অনুমোদিত হয়। আরবান স্লাম চিলড্রেন এডুকেশন প্রোগ্রাম (ইউসেপ); প্রাক ভোকেশনাল ট্রেনিং কার্যক্রমের ক্ষেত্রে এলাকা সম্প্রসারণ এবং ব্যয় হ্রাস ও আইটেমওয়ারী ব্যয় সমন্বয় করার লক্ষ্যে প্রকল্পের সংশোধন করা হয়। "রিচিং আউট অব স্কুল চিলড্রেন -২য় পর্যায়" প্রকল্পের সংশোধিত অনুমোদিত মোট ব্যয় ১০৮৫.২৫৭৬ কোটি টাকা যার মধ্যে জিওবি ৫৮.০৮৫৩ কোটি টাকা এবং প্রকল্প সহায়তা ১০২৭.১৭২৩ কোটি টাকা।

১.৫ প্রকল্পের কার্যক্রম

"রিচিং আউট অব স্কুল চিলড্রেন -২য় পর্যায়" (সংশোধিত) প্রকল্পের উদ্দেশ্য অর্জনের নিমিত্তে অনুমোদিত কার্যক্রম সমূহ হলোঃ

১.৫.১ শিখন কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনাঃ ৮ বিভাগের ৫১টি জেলার মোট ১৪৮টি উপজেলা এবং ১১ টি সিটি কর্পোরেশন এলাকায় শিখন কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনা কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা;

১.৫.২ প্রাক ভোকেশনাল ট্রেনিং কার্যক্রমঃ আটটি বিভাগের ৪০টি জেলার মোট ৯০টি উপজেলায় (রস্ক ১ এর উপজেলা) প্রাক ভোকেশনাল ট্রেনিং কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা;

১.৫.৩ শিশু গৃহকর্মী শিক্ষা কার্যক্রমঃ ঢাকা উত্তর ও দক্ষিন সিটি কর্পোরেশন এলাকায় শিশু গৃহকর্মী শিক্ষা কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা;

১.৫.৪ রিডিং দক্ষতা উন্নয়ন কার্যক্রমঃ আটটি বিভাগের ৪০টি জেলার মোট ৮০টি উপজেলা এবং ১১ টি সিটি কর্পোরেশন এলাকায় রিডিং দক্ষতা উন্নয়ন কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা।

নিবিড় পরিবীক্ষণের মাধ্যমে জানা যায় রস্ক ২য় পর্যায় প্রকল্পের আওতায় ৮ বিভাগের ৫১টি জেলার মোট ১৪৮টি উপজেলা ও ১০ টি সিটি কর্পোরেশন এলাকায় শিখন কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনা এবং প্রাক ভোকেশনাল ট্রেনিং কার্যক্রম ব্যতীত অন্য কোন কার্যক্রম বাস্তবায়িত হচ্ছে না। কুমিল্লা সিটি কর্পোরেশন এলাকায় কোন বস্তি না থাকায় সেখানে শিখন কার্যক্রম বাস্তবায়িত হচ্ছে না।

১.৬ প্রকল্পের প্রধান অঙ্গসমূহ

১) শিখন কার্যক্রম পরিচালনা করা

- ২১,৬৩২টি শিখন কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করার মাধ্যমে পিছিয়ে পড়া অনগ্রসর অঞ্চলের সুবিধাবঞ্চিত ও গরীব পরিবারের ৭.২ লক্ষ শিক্ষার্থীর আনুষ্ঠানিক শিক্ষার সুযোগ সৃষ্টি;
- সুবিধাবঞ্চিত শিক্ষার্থীর অনুকূলে শিক্ষাভাতা ও অনুদান বিতরনের মাধ্যমে সামাজিক নিরাপত্তা বলয় গড়ে তোলা;

২) শিক্ষিত বেকার যুব ও যুব মহিলাদের শিখন কেন্দ্রের শিক্ষক হিসাবে নিয়োগ প্রদানের মাধ্যমে প্রায় ২১,৬৩২ জন বেকার যুব ও যুব মহিলার চাকুরির সুযোগ সৃষ্টি;

- শিখন কেন্দ্রের শিক্ষকদের পেশাগত দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য প্রশিক্ষণ প্রদান;

৩) প্রাক ভোকেশনাল প্রশিক্ষণ কার্যক্রম

- প্রাথমিক শিক্ষা সম্পন্ন করা ১৫ বছরের অধিক বয়সসের স্কুল বহির্ভূত শিশুদেরকে কারিগরী প্রশিক্ষণ প্রদান;

৪) শিশু গৃহকর্মীদের শিক্ষা প্রদান

- শহর অঞ্চলে বস্তিতে বসবাসরত শিশুদের শিক্ষার সুযোগ সৃষ্টি;

৫) সরকারী-বেসরকারী অংশিদারিত্ব সৃষ্টি

- শিক্ষার গুনগতমান বৃদ্ধির জন্য সরকারী-বেসরকারী অংশিদারিত্ব সৃষ্টি

৬) মহিলাদের ক্ষমতায়ন

- শিখন কেন্দ্র পরিচালনায় মহিলাদের সম্পৃক্ত করার মাধ্যমে গ্রামীণ মহিলাদের ক্ষমতায়ন।

১.৭ প্রকল্পের অঙ্গভিত্তিক লক্ষ্যমাত্রা

লক্ষ্যসমুহ	বাস্তবায়ন শেষে অর্জন লক্ষ্যমাত্রা
১. স্কুলবহির্ভূত শিশুদের অন্তর্ভুক্তি ও প্রাথমিক শিক্ষা প্রদান	৭,২০,০০০
২. মেয়ে শিক্ষার্থীদের অন্তর্ভুক্তি হার	৫০%
৩. অনগ্রসর পরিবারের শিক্ষার্থীদের হার	৮৫%
৪. শ্রেণী ভিত্তিক স্কুলে টিকে থাকার হার	৭১-৭৫%
৫. শিখন কেন্দ্রের শিক্ষার্থীদের শিক্ষা সম্পাদনের হার	৭৫%

অধ্যায় ২
নিবিড় পরিবীক্ষণ কার্যক্রমের কর্মপদ্ধতি

প্রকল্পের লক্ষ্য, উদ্দেশ্য ও লজিক্যাল ফ্রেমে বর্ণিত বিভিন্ন নির্দেশকসমূহ বিবেচনায় রেখে অংশগ্রহণমূলক পদ্ধতিতে প্রাইমারী ও সেকেন্ডারী উৎস থেকে পরিমাণগত ও গুণগত তথ্য সংগ্রহ করা হয়। প্রাপ্ত তথ্যাদি প্রকল্পের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের আলোকে পর্যালোচনা ও বিশ্লেষণ করে অর্জন ও সমস্যা নিরুপন এবং সে আলোকে প্রয়োজনীয় সুপারিশসহ প্রতিবেদন প্রণয়ন করা হয়।

২.১ নিবিড় পরিবীক্ষণ কাজে পরামর্শক প্রতিষ্ঠানের কর্মপরিধি (TOR)

কর্মপরিধি ১. প্রকল্পের পটভূমি, উদ্দেশ্য, অনুমোদন/সংশোধন, প্রকল্প ব্যয়, বাস্তবায়নকাল, ডিপিপি অনুযায়ী বছর ভিত্তিক বরাদ্দ, বরাদ্দ অনুযায়ী ব্যয়সহ প্রাসংগিক সকল তথ্য পর্যবেক্ষণ ও পর্যালোচনা;

কর্মপরিধি ২. প্রকল্পের অংগভিত্তিক বাস্তব ও আর্থিক অগ্রগতি উপস্থাপন ও বিশ্লেষণ;

কর্মপরিধি ৩. প্রকল্পের উদ্দেশ্য অর্জনের পথে অগ্রগতি পর্যবেক্ষণ ও পর্যালোচনা এবং ফলপ্রসু করার জন্য গৃহীত কার্যাবলী প্রকল্পের উদ্দেশ্যের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ কিনা তা পর্যালোচনা ও মতামত প্রদান;

কর্মপরিধি ৪. প্রকল্পের আওতায় সম্পাদিত/চলমান বিভিন্ন পণ্য, কার্য ও সেবা সংগ্রহের ক্ষেত্রে প্রচলিত সংগ্রহ আইন ও বিধিমালা (পিপিআর, উন্নয়ন সহযোগীর গাইডলাইন ইত্যাদি) প্রতিপালন করা হয়েছে/হচ্ছে কিনা সে বিষয়ে পর্যালোচনা ও পর্যবেক্ষণ;

কর্মপরিধি ৫. প্রকল্পের আওতায় সংগৃহীতব্য পণ্য ও সেবা পরিচালনা এবং প্রয়োজনীয় জনবলসহ আনুষঙ্গিক বিষয়াদি পর্যালোচনা ও পর্যবেক্ষণ;

কর্মপরিধি ৬. প্রকল্পের বাস্তবায়ন সম্পর্কিত বিভিন্ন সমস্যাবলী যেমন- অর্থায়নে বিলম্ব, পণ্য ও সেবা সংগ্রহের ক্ষেত্রে বিলম্ব, প্রকল্প ব্যবস্থাপনার মান এবং প্রকল্পের মেয়াদ ও ব্যয় বৃদ্ধিসহ বিভিন্ন দিক পর্যবেক্ষণ ও পর্যালোচনা;

কর্মপরিধি ৭. বিদ্যালয় বহির্ভুত শিক্ষার্থীদেরকে প্রকল্পের আওতায় শিখণ প্রণালীর পর্যবেক্ষণ ও কার্যকারিতা নিরুপণ এবং বিশেষ সফলতা যদি থাকে সে বিষয়ে আলোকপাত;

কর্মপরিধি ৮. প্রকল্পের আওতায় স্থাপিত শিখন কেন্দ্রসমূহের অবস্থান, কার্যকারিতা ও উপযোগিতা পর্যালোচনা;

কর্মপরিধি ৯. প্রকল্প বাস্তবায়নে এনজিও, স্থানীয় প্রশাসন এলজিইডি, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আইইআর এবং প্রকল্প জনবলের মধ্যকার সমন্বয় এবং পারফরম্যান্স পর্যালোচনা;

কর্মপরিধি ১০. শিখণ পদ্ধতি উন্নয়ন ও পেশাগত দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে শিক্ষক প্রশিক্ষণ কর্মসূচির কার্যকারিতা পর্যালোচনা;

কর্মপরিধি ১১. প্রাইমারী স্কুলের কোন শিক্ষার্থী রস্ক শিখন কেন্দ্রে আছে কিনা তা অনুসন্ধান করা;

কর্মপরিধি ১২. প্রাক বৃত্তিমূলক দক্ষতা প্রশিক্ষণের অর্জন সম্পর্কে পর্যবেক্ষণ ও পর্যালোচনা;

কর্মপরিধি ১৩. প্রকল্পের সবল ও দুর্বল দিক এবং সুযোগ ও ঝুঁকি (SWOT) বিশ্লেষণ এবং যথোপযুক্ত সুপারিশ প্রণয়ন;

কর্মপরিধি ১৪. প্রকল্পের সম্ভাব্য বহির্গমন পরিকল্পনা (Exit Plan) সম্পর্কে পর্যালোচনা ও মতামত প্রদান।

২.২ নিবিড় পরিবীক্ষণের কর্মপদ্ধতি

নিবিড় পরিবীক্ষণ কার্যক্রমের উদ্দেশ্যকে বিবেচনায় রেখে আইএমইডির সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের সাথে আলোচনা ও পরামর্শক্রমে প্রয়োজনীয় প্রশ্নপত্র ও চেকলিষ্ট/গাইড লাইন তৈরি করা হয়। প্রশ্নপত্র ও চেকলিষ্ট/গাইড ব্যবহার করে সরেজমিন পরিদর্শন, ব্যক্তিগত সাক্ষাতকার, দলীয় আলোচনা ও নিবিড় সাক্ষাতকারের মাধ্যমে নির্ধারিত উৎস থেকে গুণগত ও পরিমাণগত তথ্য সংগ্রহ করা হয়।

নিবিড় পরিবীক্ষণ কার্যক্রম বাস্তবায়নের ধাপসমূহঃ

ধাপ ১ঃ পরিকল্পনা প্রণয়ন

নিবিড় পরিবীক্ষণ কার্যক্রমে পরিকল্পনা প্রণয়নের অংশ হিসেবে গৃহীত পদক্ষেপসমুহ-

১.১ **সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের সাথে সভা করাঃ** আইএমইডি ও রস্ক ২য় পর্যায় প্রকল্পের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের সাথে সভা করে প্রকল্প এবং নিবিড় পরিবীক্ষণ কার্যক্রম সম্পর্কে সম্যক ধারণা অর্জন করা হয়।

১.২ **প্রকল্প সম্পর্কিত ডকুমন্টে সংগ্রহ করাঃ** রস্ক ২য় পর্যায় প্রকল্প সম্পর্কিত প্রয়োজনীয় ডকুমন্টে যেমন- সংশোধিত প্রকল্প (আরডিপিপি), বাস্তবায়ন সম্পর্কিত বিভিন্ন গাইডলাইন, প্রকল্পের বিভিন্ন প্রতিবেদন সংগ্রহ ও বিশ্লেষণ করা হয়।

১.৩ **তথ্যের ধরণ ও উৎস নির্ধারণঃ** তথ্যের ধরণ হিসেবে গুণগত ও পরিমাণগত তথ্যকে এবং তথ্যের মূল উৎস হিসেবে প্রাইমারী ও সেকেন্ডারী উৎসকে নির্ধারণ করা হয়।

- তথ্যের সেকেন্ডারী উৎসঃ তথ্যের সেকেন্ডারী উৎস হিসাবে রস্ক প্রকল্প-২ এর ডিপিপি প্রকল্পের উপর প্রণীত সকল প্রতিবেদন ও অন্যান্য সংশ্লিষ্ট ডকুমেন্টকে বিবেচনা করা হয়।
- তথ্যের প্রাইমারী উৎসঃ আইএমইডি ও প্রকল্প বাস্তবায়নের সাথে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের সাথে আলোচনা সাপেক্ষে তথ্যের প্রাইমারী উৎস নির্ধারণ করা হয়। প্রকল্প বাস্তবায়নের সাথে সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তা, বিভিন্ন ষ্টেকহোল্ডার ও উপকারভোগীদেরকে প্রাইমারী উৎস হিসেবে বিবেচনা করা হয়।

১.৪ **তথ্য সংগ্রহের টুলস তৈরী ও চূড়ান্তকরণঃ** নির্ধারিত উৎস হতে তথ্য সংগ্রহ করার উদ্দেশ্যে সুগঠিত প্রশ্নপত্র ও চেকলিস্ট প্রস্তুত করা হয়। প্রশ্নপত্র ও চেকলিস্টসমুহ প্রকল্পের উদ্দেশ্য, প্রকল্পের বিভিন্ন অংগ ও লজিক্যাল ফ্রেমওয়ার্কে বর্ণিত নির্ণায়ক এর ভিত্তিতে প্রস্তুত করা হয়। প্রস্তুতকৃত প্রশ্নমালা ও চেকলিস্টসমুহ প্রি-টেস্টিং/ডামি টেষ্ট করা হয় এবং প্রি-টেস্টিং/ডামি টেষ্ট এর ভিত্তিতে সংশোধন করা হয় । পরবর্তীতে প্রশ্নপত্র ও চেকলিস্টসমুহ আইএমইডি ও সংশ্লিষ্ট প্রকল্প কর্মকর্তাদের সাথে আলোচনা সাপেক্ষে চূড়ান্ত করা হয়।

১.৫ **গুণগত ও পরিমাণগত তথ্য সংগ্রহ পদ্ধতিঃ** পরিমাণগত ও গুণগত তথ্য সংগ্রহ করার ক্ষেত্রে ভিন্ন ভিন্ন পদ্ধতি ও কৌশল প্রয়োগ করা হয়। পরিমাণগত তথ্য সংগ্রহ করা গুণগত তথ্য সংগ্রহ করা অপেক্ষা তুলনামূলকভাবে সহজতর। সরেজমিন পর্যবেক্ষণ এবং সাক্ষাতকারের মাধ্যমে নির্ধারিত প্রাইমারী ও সেকেন্ডারী উৎস থেকে সুনির্দিষ্ট প্রশ্নপত্র ব্যবহার করে পরিমাণগত তথ্যসমূহ সংগ্রহ করা হয়। কিন্তু গুণগত তথ্য সংগ্রহের ক্ষেত্রে কৌশলী পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়। সুনির্দিষ্ট বিষয় ও উদ্দেশ্যকে বিবেচনায় রেখে অনুসন্ধানী পদ্ধতিতে নির্ধারিত উৎস হতে গুণগত তথ্য সংগ্রহ করা হয়। এক্ষেত্রে সেমি ষ্ট্রাকচার চেকলিষ্ট/গাইড লাইন অনুসরণ করে নির্বাচিত রেসপনডেন্টকে প্রশ্ন করে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে বিস্তারিত তথ্য সংগ্রহ করা হয় এবং প্রযোজ্য ক্ষেত্রে প্রদত্ত উত্তরের সাপেক্ষে সম্পুরক প্রশ্ন করে তথ্যের সঠিকতা/সত্যতা

নিশ্চিত করা হয়। নিবিড় পরিবীক্ষণে শিক্ষার্থী, অভিভাবক, শিক্ষকদের মধ্যে থেকে তথ্য সংগ্রহের ক্ষেত্রে প্রশ্নপত্র ব্যবহার এবং নিবিড় সাক্ষাতকার (KII) ও দলীয় আলোচনার (FGD) জন্য সেমি ষ্ট্রাকচার চকেলিষ্ট/গাইড লাইন অনুসরণ করে অনুসন্ধানী পদ্ধতিতে পরিমাণগত তথ্য ও গুণগত তথ্য সংগ্রহ করা হয়।

১.৬ **নমুনায়ন (Sampling) পদ্ধতিঃ** নিবিড় পরিবীক্ষণ কার্যক্রমের নমুনা নির্ধারণের ক্ষেত্রে দৈবচয়ণ ভিত্তিক নমুনায়ন কৌশল গ্রহণ করা হয়। নমুনা হিসেবে শিক্ষক, শিক্ষার্থী, শিক্ষার্থীর অভিভাবক ও সংশ্লিষ্ট স্টেকহোল্ডারদের বিবেচনা করা হয় এবং নমুনা সংখ্যা দৈবচয়ণের ভিত্তিতে নির্ধারণ করা হয়। শিক্ষার্থীকে নমুনার একক হিসেবে বিবেচনা করা হয়। প্রতিনিধিত্বমূলক সংখ্যা নির্ধারণের সূত্র ব্যবহার করার মাধ্যমে শিক্ষার্থীর সংখ্যা নির্ধারণ করা হয়।

প্রতিনিধিত্বমূলক সংখ্যা নির্ধারণের সূত্রঃ $n = \frac{z^2 q}{r^2 p}$ X design effect

Where:

- n= sample size;
- z = value (wich is 1.96 considering 5% level of significane for 95% confidence level)
- p = estimated proportion of population (0.5 used for sample size calculation)
- q = 1-p   r = Relative precision (0.1)   Design effect = 2

১.৭ **নমুনা সংখ্যা নির্ধারণঃ** উপরোক্ত সূত্র ব্যবহার করে নির্বাচিত নমুনার প্রতিনিধিত্বমূলক সংখ্যা নির্ধারণ করা হয়।

১.৭.১ **শিক্ষার্থী সংখ্যাঃ** সূত্রমতে মোট ৭৬৮ জন শিক্ষার্থীকে নমুনা সংখ্যা হিসাবে নির্ধারণ করা হয় যেখানে উপজেলা পর্যায় থেকে ৭২০ এবং সিটি কর্পোরেশন এলাকা হতে ৪৮টি নমুনা নির্ধারণ করা হয়।

১.৭.২ **শিক্ষার্থীর অভিভাবকদের সংখ্যাঃ** কৌশলগত পদ্ধতি অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট শিক্ষার্থীর অভিভাবকদের সাক্ষাতকার গ্রহণ করা হয়। অভিভাবকদের ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীর নমুনা সংখ্যা নির্ধারণ করার সূত্র অনুসরণ করা হয়। সে হিসেবে মোট অভিভাবকদের নমুনা সংখ্যা ৭৬৮ নির্ধারণ করা হয় যেখানে উপজেলা পর্যায় থেকে ৭২০ এবং সিটি কর্পোরেশন এলাকা হতে ৪৮টি নমুনা নির্ধারণ করা হয়।

১.৭.৩ **শিখন কেন্দ্রের সংখ্যাঃ** মোট ৪৫টি উপজেলা হতে শিখন কেন্দ্রের নমুনা সংখ্যা নির্ধারণ করা হয়। প্রতি ৪ জন শিক্ষার্থীর বিপরীতে ১টি শিখন কেন্দ্র বিবেচনায় রেখে শিখন কেন্দ্রের সংখ্যা নির্ধারণ করা হয়। যেহেতু শিক্ষার্থীর মোট নমুনা সংখ্যা ৭২০ নির্ধারিত হয়েছে, সে হিসেবে উপজেলা পর্যায় থেকে ৭২০/৪=১৮০টি শিখন কেন্দ্র এবং সিটি কর্পোরেশন এলাকা থেকে ১২টি কেন্দ্র নমুনা হিসেবে নির্ধারণ করা হয়।

১.৭.৪ **শিক্ষক সংখ্যাঃ** প্রতিটি নমুনা শিখন কেন্দ্র হতে ১ জন শিক্ষক বিবেচনায় উপজেলা পর্যায় থেকে মোট ১৮০ জন এবং সিটি কর্পোরেশন এলাকা হতে ১২ জন শিক্ষককে নমুনা সংখ্যা হিসাবে নির্ধারণ করা হয়।

১.৭.৫ **তথ্য সংগ্রহকারী নিয়োগ ও প্রশিক্ষণঃ** মাঠ পর্যায়ে তথ্য সংগ্রহের জন্য দক্ষ ও অভিজ্ঞতা সম্পন্ন ব্যক্তিবর্গকে তথ্য সংগ্রহকারী হিসেবে নিয়োগ এবং প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষ করে তথ্য সংগ্রহের কাজে নিয়োজিত করা হয়।

১.৭.৬ **নমুনা এলাকাঃ** ভৌগলিক অঞ্চল (সমতল, হাওড়-বাওড়, পাহাড়ী ও উপকূলীয়), টপোগ্রাফিক বৈচিত্র ও ভিন্নতা বিবেচনায় উপজেলা ও শহর এলাকার বস্তিকে অর্ন্তভুক্ত করে নমুনা এলাকা নির্বাচন করা হয়।

সারণী ২.১ঃ নিবিড় পরিবীক্ষন কার্যক্রমের নমুনা এলাকা

<table>
<tr><td colspan="6">নমুনা এলাকাঃ উপজেলা</td></tr>
<tr><td rowspan="2">ভৌগলিক অঞ্চল</td><td rowspan="2">জেলা</td><td>ইউনিট</td><td colspan="3">মোট রেসপনডেন্ট সংখ্যা</td></tr>
<tr><td>উপজেলা</td><td>শিক্ষক</td><td>শিক্ষার্থী</td><td>অভিভাবক</td></tr>
<tr><td rowspan="15">সমতল</td><td>নরসিংদি</td><td>১. নরসিংদি সদর</td><td rowspan="15">৮০</td><td rowspan="15">৩২০</td><td rowspan="15">৩২০</td></tr>
<tr><td>গাজীপুর</td><td>১. কালীগঞ্জ; ২. কালিয়াকৈর</td></tr>
<tr><td>নড়াইল</td><td>১. লোহাগড়া</td></tr>
<tr><td>কুষ্টিয়া</td><td>কুষ্টিয়া সদর</td></tr>
<tr><td>চুয়াডাঙ্গা</td><td>জীবন নগর</td></tr>
<tr><td>বগুড়া</td><td>১. শিবগঞ্জ; ২. ধনুট</td></tr>
<tr><td>নাটোর</td><td>সিংরা</td></tr>
<tr><td rowspan="3">কুমিল্লা</td><td>১. সদর দক্ষিণ</td></tr>
<tr><td>২. চৌদ্দগ্রাম</td></tr>
<tr><td>৩. নাঙ্গলকোট</td></tr>
<tr><td>রংপুর</td><td>১. গঙ্গাচড়া; ২. বদরগঞ্জ</td></tr>
<tr><td>লালমনিরহাট</td><td>১. সদর; ২. কালিগঞ্জ</td></tr>
<tr><td>ময়মনসিংহ</td><td>১. মুক্তাগাছা; ২. গৌরীপুর</td></tr>
<tr><td>জামালপুর</td><td>সরিষাবাড়ি</td></tr>
<tr><td>নেত্রকোনা</td><td>কেন্দুয়া</td></tr>
<tr><td rowspan="3">পাহাড়ী</td><td>বান্দরবান</td><td>১. আলীকদম; ২. রুমা</td><td rowspan="3">২৪</td><td rowspan="3">৯৬</td><td rowspan="3">৯৬</td></tr>
<tr><td>চট্টগ্রাম</td><td>১. আনোয়ারা; ২. ফটিকছড়ি</td></tr>
<tr><td>মৌলভীবাজার</td><td>১. শ্রীমঙ্গল; ২. জুরি</td></tr>
<tr><td rowspan="7">উপকূলীয়</td><td>কক্সবাজার</td><td>১. পেকুয়া</td><td rowspan="7">৩২</td><td rowspan="7">১২৮</td><td rowspan="7">১২৮</td></tr>
<tr><td>নোয়াখালী</td><td>১. সুবর্ণচর; ২. কবিরহাট</td></tr>
<tr><td>ফেণী</td><td>ছাগলনাইয়া</td></tr>
<tr><td rowspan="3">ভোলা</td><td>১. বোরহানউদ্দিন</td></tr>
<tr><td>২. লালমোহন</td></tr>
<tr><td>৩. দৌলতখান</td></tr>
<tr><td>বরিশাল</td><td>মেহেন্দীগঞ্জ</td></tr>
<tr><td rowspan="7">হাওড়/বাওড়</td><td rowspan="3">কিশোরগঞ্জ</td><td>১. কিশোরগঞ্জ সদর</td><td rowspan="7">২৮</td><td rowspan="7">১১২</td><td rowspan="7">১১২</td></tr>
<tr><td>২. ইটনা</td></tr>
<tr><td>৩. অষ্টোগ্রাম</td></tr>
<tr><td>নেত্রকোনা</td><td>মদন</td></tr>
<tr><td rowspan="3">হবিগঞ্জ</td><td>১. চুনারুঘাট</td></tr>
<tr><td>২. বানিয়াচং</td></tr>
<tr><td>৩. মাধবপুর</td></tr>
<tr><td rowspan="2">চর</td><td>সিরাজগঞ্জ</td><td>১. তাড়াস; ২. রায়গঞ্জ</td><td rowspan="2">১৬</td><td rowspan="2">৬৪</td><td rowspan="2">৬৪</td></tr>
<tr><td>গাইবান্ধা</td><td>১. সাঘাটা; ২. সুন্দরগঞ্জ</td></tr>
<tr><td>মোট</td><td>২৬</td><td>৪৫</td><td>১৮০</td><td>৭২০</td><td>৭২০</td></tr>
<tr><td colspan="6">নমুনা এলাকাঃ সিটি কর্পোরেশন</td></tr>
<tr><td rowspan="2">জেলা</td><td colspan="2">ইউনিট</td><td colspan="3">মোট রেসপনডেন্ট সংখ্যা</td></tr>
<tr><td colspan="2">সিটি কর্পোরেশন</td><td>শিক্ষক</td><td>শিক্ষার্থী</td><td>অভিভাবক</td></tr>
<tr><td>ঢাকা</td><td colspan="2">ঢাকা উত্তর ও দক্ষিণ</td><td>১২</td><td>৪৮</td><td>৪৮</td></tr>
</table>

ধাপ ২ঃ তথ্য সংগ্রহ

নিবিড় পরিবীক্ষণ কার্যক্রম বাস্তবায়নের লক্ষ্যে উপজেলা ও সিটি কর্পোরেশন এলাকায় কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়। এপ্রিল মাসের ৩ তারিখ থেকে ২২ তারিখ পর্যন্ত নির্বাচিত নমুনা এলাকা থেকে সুগঠিত প্রশ্নপত্র ও সেমি স্ট্রাকচার চেকলিষ্ট/গাইড লাইন ব্যবহার করে প্রাইমারী ও সেকেন্ডারী উৎস থেকে ব্যক্তিগত সাক্ষাতকার, দলীয় আলোচনা, নিবিড় সাক্ষাতকার গ্রহণের মাধ্যমে পরিমাণগত ও গুণগত তথ্য সংগ্রহ করা হয়।

১.১ **প্রাইমারী উৎস থেকে তথ্য সংগ্রহঃ** নিবিড় পরিবীক্ষণ কার্যক্রম সফলভাবে সম্পন্ন করার লক্ষ্যে সরেজমিন পরিদর্শন, ব্যক্তিগত সাক্ষাতকার, দলীয় আলোচনা (FGD) ও নিবিড় সাক্ষাতকার (KII) পদ্ধতির মাধ্যমে নির্ধারিত প্রাইমারী উৎস থেকে গুণগত ও পরিমাণগত তথ্য সংগ্রহ করা হয়।

২.১.১ **রস্ক শিখন কেন্দ্র পরিদর্শন ও শিক্ষকের সাক্ষাতকারঃ** উপজেলা ও সিটি কর্পোরেশন এলাকায় অবস্থিত ১৯২টি (উপজেলাঃ ১৮০ সিটি কর্পোরেশনঃ ১২) শিখন কেন্দ্র সরেজমিন পরিদর্শনের মাধ্যমে গুণগত ও পরিমাণগত উভয় ধরণের তথ্য সংগ্রহ করা হয়। শিখন কেন্দ্রের ভৌত কাঠামো; শিখন কেন্দ্রের বিদ্যমান সুযোগ-সুবিধা (পানি পানের ব্যবস্থা, স্বাস্থ্যসম্মত টয়লেটের ব্যবস্থা); শিখন কেন্দ্রের অবস্থান; শিখন কেন্দ্রের যোগাযোগ অবস্থা; শিখন কেন্দ্রের পরিবেশ; শ্রেণীকক্ষে বসার ব্যবস্থা; শ্রেণীকক্ষের পরিবেশ; শিখন কেন্দ্রের খেলার মাঠ ইত্যাদি সম্পর্কিত তথ্য সংগ্রহ করা হয়। সুগঠিত প্রশ্নপত্র ব্যবহার করে সংশ্লিষ্ট শিখন কেন্দ্রের শিক্ষকের সাক্ষাতকার গ্রহণ করে গুণগত ও পরিমাণগত তথ্য সংগ্রহ করা হয়। এক্ষেত্রে শিক্ষা ও শিখন সম্পর্কিত তথ্য, শিক্ষকের অভিজ্ঞতা ও দক্ষতা, পাঠদান পদ্ধতি, কেন্দ্র পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনা সম্পর্কিত তথ্যসহ রস্ক শিখন কেন্দ্রের সার্বিক তথ্য সংগ্রহ করা হয়।

২.১.২ **রস্ক শিখন কেন্দ্রের শিক্ষার্থীর সাক্ষাতকারঃ** সুগঠিত প্রশ্নপত্র ব্যবহার করে উপজেলা ও সিটি কর্পোরেশন এলাকার ৭৬৮ জন (উপজেলাঃ ৭২০ সিটি কর্পোরেশনঃ ৪৮) জন শিক্ষার্থীর ব্যক্তিগত সাক্ষাতকার গ্রহণ করে শিক্ষার্থীর জ্ঞান ও শিখন সম্পর্কিত তথ্যসহ বিভিন্ন গুণগত ও পরিমাণগত তথ্য সংগ্রহ করা হয়।

২.১.৩ **শিক্ষার্থীর অভিভাবকের সাক্ষাতকারঃ** সুগঠিত প্রশ্নপত্র ব্যবহার করে উপজেলা ও সিটি কর্পোরেশন এলাকার ৭৬৮ জন (উপজেলাঃ ৭২০ সিটি কর্পোরেশনঃ ৪৮) জন শিক্ষার্থীর অভিভাবকের সাক্ষাতকার গ্রহণ করে শিক্ষার্থীর পারিবারিক তথ্য, অভিভাবকের আর্থ-সামাজিক অবস্থা, রস্ক শিখন কেন্দ্রে অধ্যয়নরত সন্তান সম্পর্কে প্রয়োজনীয় তথ্য, সন্তানের শিক্ষা সংক্রান্ত তথ্য, রস্ক শিখন কেন্দ্রের লেখাড়পা সম্পর্কে অভিভাবকের জ্ঞান ও ধারণা সম্পর্কিত গুণগত ও পরিমাণগত তথ্য সংগ্রহ করা হয়।

২.১.৪ **দলীয় আলোচনা (FGD)ঃ** সেমি স্ট্রাকচার চেকলিষ্ট/গাইড লাইন অনুসরণ করে উপজেলা ও সিটি কর্পোরেশন এলাকায় মোট ১৬টি (উপজেলাঃ ১৩ সিটি কর্পোরেশনঃ ৩) দলীয় আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়। এক্ষেত্রে শিখন কেন্দ্র পরিচালনা; শিখন কেন্দ্রে শিক্ষার্থীর উপস্থিতি বৃদ্ধি ও ধরে রাখা; শিখন কেন্দ্রে মেয়ে শিক্ষার্থীর উপস্থিতি; শিক্ষার্থীর সংখ্যা কমে যাওয়ার কারণ ও রোধকল্পের করণীয়; শিক্ষার পরিবেশ ও শিশুবান্ধব শিখন পদ্ধতি; প্রকল্পের সবল ও দূর্বল দিক, সম্ভাবনা ও ঝুঁকি এবং প্রকল্পকে অধিক ফলপ্রসু করার সুপারিশ সম্পর্কিত তথ্য সংগ্রহ করা হয়। উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা/প্রতিনিধি; উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা/সহকারী শিক্ষা অফিসার; স্থানীয় শিক্ষাবিদ; সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক; ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান/ প্রতিনিধি; উপজেলা ট্রেনিং কো-অর্ডিনেটর; স্থানীয় এনজিও প্রতিনিধি; সিএমসি সভাপতি/সদস্য; রস্ক শিখন কেন্দ্রের শিক্ষক; সাংবাদিক দলীয় আলোচনায় অংশ গ্রহণ করে।

২.১.৫ **নিবিড় সাক্ষাতকার (KII)ঃ** সেমি স্ট্রাকচার প্রশ্নপত্র/চেকলিষ্ট ব্যবহার করে প্রকল্প বাস্তায়নে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তা, ষ্টেকহোল্ডার ও উপকারভোগীদের নিবিড় সাক্ষাতকার নিবিড় সাক্ষাতকার (KII) গ্রহণ করা হয়। নিবিড় সাক্ষাতকার (KII) গ্রহণের জন্য প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা; প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা; রস্ক ২য় পর্যায় প্রকল্পের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা; আইএমইডি'র সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা; আইইআর-ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা; এমআইএস-এলজিইডি'র সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা; সোনালী ব্যংকের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা; উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা/সহকারী শিক্ষা অফিসার; উপজেলা ট্রেনিং কো-অর্ডিনেটর; সিএমসি সভাপতি/সদস্য; শিক্ষার্থীদেরকে নির্বাচন করা হয়। পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন পদ্ধতি; বাস্তবায়নের প্রধান চ্যালেঞ্জ সমুহ; প্রকল্পের অর্জন; প্রকল্পের উল্লেখযোগ্য শিক্ষণীয় দিকসমূহ; প্রকল্পের ক্রয় ও সেবা সম্পর্কিত বিভিন্ন তথ্য; শিখন কেন্দ্র ও শিক্ষার্থী সম্পর্কিত; শিক্ষার্থীর উপস্থিতি বৃদ্ধি ও ধরে রাখা; শিক্ষার্থীর সংখ্যা কমে যাওয়ার কারণ; শিক্ষার পরিবেশ ও শিশুবান্ধব শিখন পদ্ধতি; মানসম্মত প্রাথমিক শিক্ষা; শিখন কেন্দ্র পরিচালনা; প্রকল্পের সবল ও দূর্বল দিক, সম্ভাবনা ও ঝুঁকি এবং প্রকল্পকে অধিক ফলপ্রসু করার সুপারিশ সম্পর্কিত বিভিন্ন গুণগত তথ্য সংগ্রহ করা হয়।

সারণী ২.২ঃ নিবিড় পরিবীক্ষনের কার্যক্রম ভিত্তিক নমুনা সংখ্যা

কার্যক্রম	নমুনা সংখ্যা
১. শিখন কেন্দ্র পরিদর্শন	১৯২
২. সাক্ষাতকার	
২.১ শিখন কেন্দ্রের শিক্ষকের সাক্ষাতকার	১৯২
২.২ রস্ক শিখন কেন্দ্রের শিক্ষার্থীর সাক্ষাতকার	৭৬৮
২.৩ শিখন শিক্ষার্থীর অভিভাবকের সাক্ষাতকার	৭৬৮
৩. দলীয় আলোচনা (FGD)	১৬
৪. নিবিড় সাক্ষাতকার (KII)	৫৪
৫. প্রকল্পের সবল ও দূর্বল দিক এবং সুযোগ ও ঝুঁকি বিশ্লেষণ (SWOT Analysis)	১

২.১.৬ **প্রকল্পের সবল ও দূর্বল দিক এবং সুযোগ ও ঝুঁকি বিশ্লেষণ (SWOT Analysis)ঃ** প্রকল্পের সবল ও দূর্বল দিক; সুযোগ ও ঝুঁকি এবং প্রকল্পের ভবিষ্যৎ উন্নয়নের করণীয় সম্পর্কে সুপারিশসমূহ চুড়ান্ত করার লক্ষ্যে মাঠ পর্যায় থেকে এ সম্পর্কিত বিষয়ে সংগৃহিত তথ্যসমূহ পর্যালোচনার জন্য ৩ মে ২০১৭ তারিখ কুমিল্লা বিভাগের কুমিল্লা সদর দক্ষিণ উপজেলায় কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। প্রকল্প বাস্তবায়নে পরিকল্পনা প্রণয়ন; প্রকল্পের কার্যক্রম; বাস্তবায়ন পদ্ধতি ও কৌশল; সরকারী-বেসরকারী অংশিদারিত্ব; প্রকল্পের ব্যয় ও সেবা এবং প্রাসঙ্গিক বিষয়ের আলোকে অংশগ্রহণকারীগণ চারটি গ্রুপে বিভক্ত হয়ে মাঠ পর্যায়ের তথ্যসমূহ পর্যালোচনা এবং যাচাই-বাছাই সাপেক্ষে প্রকল্পের সবল ও দূর্বল দিক; সুযোগ ও ঝুঁকি এবং প্রকল্পের ভবিষ্যৎ উন্নয়নের করণীয় বিষয়সমূহ সুপারিশ আকারে তৈরী করা হয়। বিস্তারিত পর্যালোচনা ও বাস্তবতার নিরিখে সকল অংশগ্রহণকারীগণের সম্মতিক্রমে প্রকল্পের সবল ও দূর্বল দিক; সুযোগ ও ঝুঁকি এবং প্রকল্পের ভবিষ্যৎ উন্নয়নের করণীয় সম্পর্কে সুপারিশসমূহ চূড়ান্ত করা হয়। আইএমইডি, রস্ক ২য় পর্যায় প্রকল্পের কর্মকর্তা, উপজেলা নির্বাহী অফিসার, স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তরের নির্বাহী প্রকৌশলী, উপজেলা পরিষদের প্রতিনিধি, স্থানীয় সরকারের প্রতিনিধি, জেলা ও উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার, শিক্ষানুরাগী, স্থানীয় এনজিও প্রতিনিধি, সাংবাদিক, প্রাইমারী স্কুলের শিক্ষক, ট্রেনিং কো-অর্ডিনেটর, সিএমসি সভাপতি ও সদস্য, রস্ক শিখন কেন্দ্রের শিক্ষক ও শিক্ষার্থী এবং শিক্ষার্থীর অভিভাবক সহ মোট ৫০ জন কর্মশালায় অংশগ্রহণ করেন।

২.২ **সেকেন্ডারী উৎস থেকে তথ্য সংগ্রহঃ** রস্ক ২য় পর্যায় প্রকল্প অফিস থেকে প্রকল্প সম্পর্কিত বিভিন্ন ডকুমেন্ট সংগ্রহ করা হয় যার মাধ্যমে প্রকল্পের পরিমাণগত ও গুণগত তথ্য বিশ্লেষণ করতে সহায়তা করে।

২.৩ **ষ্টাডি ব্যবস্থাপনা ও মান নিয়ন্ত্রণঃ** যথাযথ ষ্টাডি ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে মাঠ পর্যায় ও অন্যান্য উৎস থেকে তথ্য সংগ্রহ করার ক্ষেত্রে তথ্যের গুনগতমান নিয়ন্তণ ও নিশ্চিত করতে নিম্নোক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়-

- মাঠ পর্যাায়ে গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনার ক্ষেত্রে দক্ষ, অভিজ্ঞ ও প্রশিক্ষিত মাঠ গবেষক নিয়োগ করা হয়;
- সঠিক ও নির্ভূল তথ্য সংগ্রহের পদ্ধতি ও কৌশল সম্পর্কে মাঠ গবেষকদেরকে হাতে-কলমে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়;
- মাঠ পর্যায়ে তথ্য সংগ্রহ কাজ নিবিড়ভাবে মনিটরিং এবং প্রয়োজনীয় ফিডব্যাক প্রদান করা হয়;
- দ্বৈবচয়ণের ভিত্তিতে সুপারভাইজার কর্তৃক সংগৃহীত তথ্য চেক করে তথ্যের নির্ভূলতা নিশ্চিত করা হয়;
- সংগৃহীত তথ্য সংশ্লিষ্ট পরামর্শক কর্তৃক ক্রস চেক করে তথ্যের সঠিকতা যাচাই করা হয়;
- ষ্টাডি টীমের সকল পরামর্শক র‌্যানডম ভিত্তিতে মাঠ পর্যায়ে তথ্য সংগ্রহের কাজে সরাসরি সম্পৃক্ত হন।

২.৪ **ডাটা সম্পাদনাঃ** মাঠ পর্যায় থেকে সংগৃহীত ডাটায় কোন ভুল বা অসঙ্গতি আছে কিনা তা এড়াতে প্রতিটি পূরণকৃত প্রশ্ন মাঠ পর্যায়ে সুপারভাইজার এবং পরবর্তীতে ডাটা অপারেটর ও এনালিষ্ট কর্তৃক সম্পাদনা করা হয়।

২.৫ **ট্রায়াঙ্গুলেশনঃ** বিভিন্ন উৎস থেকে সংগৃহীত ডাটার সামঞ্জস্যতা নিশ্চিত করতে ট্রায়াঙ্গুলেশন পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়।

ধাপ ৩- তথ্য প্রক্রিয়াকরণ ও বিশ্লেষণ

প্রাইমারী ও সেকেন্ডারী উৎস থেকে প্রাপ্ত তথ্য যথাযথ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে প্রক্রিয়াকরণ ও বিশ্লেষণ করা হয়। নিবিড় পরিবীক্ষণ কার্যক্রমে প্রাপ্ত তথ্যের যথাযথ প্রক্রিয়াকরণ ও বিশ্লেষণ করার ক্ষেত্রে নিম্নোক্ত ধাপ অনুসরণ করা হয়ঃ

৩.১ **ডাটা ক্লিনিং ও এডিটিংঃ** কম্পিউটারে নির্ধারিত প্রোগ্রামে ডাটা এন্ট্রি করার আগে তথ্যের সঠিকতা ও নির্ভূলতা নিশ্চিত করা হয়।

৩.২ **ডাটা স্ক্যানিং ও কোডিংঃ** ডাটা ক্লিনিং ও এডিটিং করার পর কোন তথ্য অপূরণকৃত আছে কিনা কিংবা কোন তথ্য অসংগতিপূর্ণ কিনা তা চেক করা হয়। তারপর যথাযথ ব্যবস্থাপনার জন্য প্রতিটি ডাটাকে আইডি নম্বর দেয়া হয়।

৩.৩ **কম্পিউটারে ডাটা এন্ট্রি ও কম্পাইলেশনঃ** ডাটা ক্লিনিং, এডিটিং, স্ক্যানিং ও কোডিং করার পর অভিজ্ঞ ডাটা এন্ট্রি অপারেটর কর্তৃক কম্পিউটারে নির্ধারিত প্রোগ্রামে ডাটা এন্ট্রি করা হয়। কিছু সংখ্যক ডাটার সামঞ্জস্যতা পরীক্ষা করার মাধ্যমে ডাটা এন্ট্রির নির্ভূলতা যাচাই করা হয়।

৩.৪ **ডাটা বিশ্লেষণ ও ট্যাবুলেশন/আউটপুট টেবিল তৈরীঃ** SPSS প্রোগ্রামের সাহায্যে ডাটা বিশ্লেষণ করা হয়। রস্ক ২য় পর্যায় প্রকল্পের উদ্দেশ্যের আলোকে আউটপুট টেবিলের রুপরেখা তৈরী করা হয় এবং সে অনুযায়ী ডাটা এনালিষ্ট কর্তৃক বিশ্লেষণমূলক ফলাফল বের করা হয়।

ধাপ ৪- প্রতিবেদন প্রণয়ন

নিবিড় পরিবীক্ষণ কার্যক্রমে প্রাপ্ত তথ্যের যথাযথ প্রক্রিয়াকরণ ও বিশ্লেষণ করে প্রতিবেদন প্রণয়নকরণ।

৪.১ **খসড়া প্রতিবেদনঃ** নিবিড় পরিবীক্ষণ কার্যক্রমে প্রকল্প বিষয়ক সংগৃহীত তথ্যাদি বিশ্লেষণ সাপেক্ষে ফলাফল পর্যালোচনা ও সুপারিশসহ প্রথম খসড়া প্রতিবেদন প্রস্তুত করা হয়। প্রথম খসড়া প্রতিবেদনে টেকনিক্যাল কমিটির সদস্যদের মতামত সংযোজন করে দ্বিতীয় খসড়া প্রতিবেদন প্রস্তুত করা হয়। দ্বিতীয় খসড়া প্রতিবেদনে ষ্টিয়ারিং কমিটির সদস্যদের মতামত সংযোজন করে চূড়ান্ত খসড়া প্রতিবেদন প্রস্তুত করা হয়।

৪.২ **চূড়ান্ত প্রতিবেদনঃ** চূড়ান্ত খসড়া প্রতিবেদন পর্যালোচনা করার জন্য একটি কর্মশালায় উপস্থাপন করা হয়। কর্মশালায় অংশগ্রহণকারী প্রতিনিধিদের মতামত সংযোজন করে এবং নিবিড় পরিবীক্ষণ কার্যক্রমের বিস্তারিত তথ্যাদি যথাযথ বিশ্লেষণ সাপেক্ষে বিস্তারিত ফলাফল পর্যালোচনা, ফাইন্ডিংস ও সুপারিশসহ চূড়ান্ত প্রতিবেদন প্রস্তুত করা হয়।

অধ্যায় ৩
ফলাফল পর্যালোচনা

নিবিড় পরিবীক্ষণের গবেষণার নির্ধারিত কর্মপরিধি (TOR) ভিত্তিতে প্রাপ্ত পরিমাণগত ও গুণগত তথ্য বিশ্লেষণ সাপেক্ষে ফলাফল পর্যালোচনা করা হলোঃ

৩.১ কর্মপরিধি ১ঃ ”রিচিং আউট অব স্কুল চিলড্রেন-২য় পর্যায়” প্রকল্পের পটভূমি, উদ্দেশ্য, অনুমোদন/সংশোধন, বরাদ্দ ও ব্যয় পর্যালোচনা

প্রকল্পের পটভূমি, উদ্দেশ্য, অনুমোদন/সংশোধন, প্রকল্প ব্যয়, বাস্তবায়নকাল, ডিপিপি অনুযায়ী বছর ভিত্তিক বরাদ্দ, বরাদ্দ অনুযায়ী ব্যয় পৃষ্ঠা ১ ও ২; অনুচ্ছেদ ১.১ থেকে ১.৪ এ বর্ণনা করা হয়ছে।

শিখন কার্যক্রম পরিচালনা করার ফলে পিছিয়ে পড়া অনগ্রসর অঞ্চলের দুঃস্থ ও শিক্ষার সুযোগবঞ্চিত গরীব পরিবারের ৬,৯০,৬৭৪ শিশুর শিক্ষা গ্রহণের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। প্রকল্পের শিখন কার্যক্রমের আওতায় ৩,৩৭,৯০৫ মেয়ে শিশু শিক্ষা গ্রহণ করছে যা মেয়েদের শিক্ষার হার বৃদ্ধিতে যথেষ্ট অবদান রাখছে। রস্ক শিখন কেন্দ্রে অধ্যয়নরত শিক্ষার্থীর অনুকূলে শিক্ষাভাতা প্রদান শিক্ষা নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে সহায়তা করছে। শিখন কার্যক্রম বাস্তবায়নের মাধ্যমে স্থানীয় শিক্ষিত বেকার যুবক বিশেষকরে যুব মহিলাদের শিখন কেন্দ্রের শিক্ষক হিসাবে চাকুরির সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে যা মহিলাদের আত্মপ্রত্যয়ী করাসহ ক্ষমতায়নে অবদান রাখছে। কুমিল্লা সিটি কর্পোরেশন এলাকায় কোন বস্তি না থাকায় সেখানে কার্যক্রম বাস্তবায়িত হচ্ছে না।

রস্ক ১ম পর্যায়ে বাস্তবায়িত ৯০টি উপজেলার মধ্যে ৩০টি উপজেলায় প্রাক ভোকেশনাল ট্রেনিং কার্যক্রম শুরু হয়েছে। কার্যক্রমটি প্রাথমিক শিক্ষা সম্পন্ন করা ১৫ বছরের অধিক বয়সের স্কুলবহির্ভূত শিশুদেরকে কারিগরী প্রশিক্ষণ প্রদান করার মাধ্যমে আত্মকর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করতে কার্যকরী ভূমিকা রাখতে সক্ষম হবে।

নিবিড় পরিবীক্ষণের মাধ্যমে জানা যায় রস্ক ২য় পর্যায় প্রকল্পের আওতায় শিখন কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনা এবং প্রাক ভোকেশনাল প্রশিক্ষণ কার্যক্রম ব্যতীত অন্য কোন কার্যক্রম বাস্তবায়িত হচ্ছে না।

”রিচিং আউট অব স্কুল চিলড্রেন -২য় পর্যায়” প্রকল্পের সংশোধিত অনুমোদিত মোট ব্যয় ১০৮৫.২৫৭৬ কোটি টাকা নির্ধারণ করা হয়েছে। দেখা যাচ্ছে প্রকল্প সহায়তা ডিপিপি'র ১০৮২.১৭২৩ কোটি টাকা থেকে ৫৫ কোটি (৫.০৮%) টাকা কমিয়ে ১০২৭.১৭২৩ কোটি টাকা নির্ধারিত হয়েছে এবং জিওবি ৫৮.০৮৫৩ কোটি টাকা অপরিবর্তিত রয়েছে।

মন্তব্য ৩.১ঃ অনুমোদিত আরডিপিপি অনুযায়ী ২০১৭ সালের ডিসেম্বর মাসে প্রকাল্পটির মেয়াদ শেষ হয়ে যাবে। এমতাবস্থায় উপজেলার কিছু এবং সিটি কর্পোরেশন এলাকায় প্রতিষ্ঠিত বস্তির স্কুলসূহে ভর্তিকৃত শিক্ষার্থীদের প্রাথমিক শিক্ষাচক্র সম্পন্ন করার ক্ষেত্রে ঝুঁকির সম্ভাবনা রয়েছে। তাছড়া আরডিপিপি অনুমোদনে বিলম্ব হওয়ায় প্রকল্পের নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে প্রকল্পের কিছু কার্যক্রম শুরু করা সম্ভব হয় নাই ফলে উক্ত কার্যক্রম ডিসেম্বর ২০১৭ সালের মধ্যে সম্পূর্ণরুপে বাস্তবায়ন করার ক্ষেত্রেও অনিশ্চয়তা রয়েছে। বর্ণিত প্রেক্ষাপটে রস্ক ২য় পর্যায় প্রকল্পের অসমাপ্ত শিখন কার্যক্রম প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের অধীন প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন কর্মসূচির শিক্ষার ২য় সুযোগ সৃষ্টি বিভাগের আওতায় বাস্তবায়নের পদক্ষেপ গ্রহণ করা যেতে পারে।

৩.২ কর্মপরিধি ২ঃ প্রকল্পের অংগভিত্তিক বাস্তবায়ন ও বাস্তব অগ্রগতি উপস্থাপন ও বিশ্লেষণ

৩.২.১ শিখন কার্যক্রম পরিচালনা

পিছিয়ে পড়া অনগ্রসর গ্রাম ও শহর এলাকার বস্তিতে বসবাসকারী সুবিধাবঞ্চিত ও গরীব পরিবারের ৭.২ লক্ষ শিশুকে মানসম্মত প্রাথমিক শিক্ষা প্রদান করার উদ্দেশ্যে রস্ক ২য় পর্যায় প্রকল্পের আওতায় উপজেলার গ্রামাঞ্চলে ও সিটি কর্পোরেশনের বস্তি এলাকায় শিখন কেন্দ্র প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে শিখন কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। ২০১০-১১ সালে প্রতিষ্ঠিত শিখন কেন্দ্রসমূহে অধ্যয়নরত শিক্ষার্থীদেরকে রস্ক ২য় পর্যায় প্রকল্পের আওতায় শিক্ষা প্রদান করা হচ্ছে।

৩.২.১.১ উপজেলা পর্যায় শিখন কার্যক্রম পরিচালনা

শিখন কেন্দ্র প্রতিষ্ঠাঃ নিবিড় পরিবীক্ষণে প্রাপ্ত তথ্য বিশ্লেষণ থেকে জানা যায় ২০১৩ সালে আনুষ্ঠানিকভাবে উপজেলা পর্যায়ে শিখন কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা কার্যক্রম শুরু করা হয় এবং ২০১৫ সাল পর্যন্ত ধারবিাহিকভাবে চলতে থাকে। প্রকল্পের আওতায় ২০১৫ সাল পর্যন্ত প্রামাঞ্চলে মোট ১২,৮৮০টি শিখন কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করা হয় (সূত্রঃ রস্ক প্রকল্প ও এমআইএম সেল-এলজিইডি)। নিবিড় পরিবীক্ষণের ফলাফল থেকে জানা যায় আবেদন করার ১ মাস থেকে ৩ মাসের মধ্যে যথাযথ পদ্ধতি অনুসরণ ও অনুমমোদন সাপেক্ষে শিখন কেন্দ্র প্রতিষ্ঠার কাজ সম্পন্ন করা হয়। জানা যায় ২০১০ ও ২০১১ সালে প্রতিষ্ঠিত রস্ক ১ম পর্যায়ের ৭,৩৫৯টি শিখন কেন্দ্র ২য় পর্যায় প্রকল্পের অধীভুক্ত করা হয়। এমতাবস্থায় রস্ক ২য় পর্যায় প্রকল্পের আওতায় শিখন কেন্দ্রের মোট সংখ্যা ২০,২৩৯ যেখানে ১ম পর্যায় থেকে স্থানান্তরিত শিখন কেন্দ্রের হার ২৯%। প্রকল্প অফিস ও এমআইএম সেল-এলজিইডি থেকে প্রাপ্ত তথ্যমতে জানা যায় রস্ক ২য় পর্যায় প্রকল্পের শিখন কার্যক্রমের আওতায় চলমান শিখন কেন্দ্রের মধ্যে বিভিন্ন কারণে ও সময়ে ১০,১৮৩টি শিখন কেন্দ্র বন্ধ হয়ে যায়। দেখা যায় বন্ধ হয়ে যাওয়া মোট শিখন কেন্দ্রের হার ৫০.৩৩%। বিভিন্ন উৎস থেকে প্রাপ্ত তথ্য পর্যালোচনা সাপেক্ষে জানা যায় শিখন কেন্দ্র বন্ধ হওয়ার প্রধান কারণ হলো- প্রকল্পের বাস্তবায়ন নীতি অনুযায়ী শিখন কেন্দ্রে প্রয়োজনীয় সংখ্যক শিক্ষার্থী না থাকা; শিখন কেন্দ্রের সংশ্লিষ্ট শিক্ষক চাকরী ছেড়ে দেয়ার ফলে এবং পরবর্তীতে যোগ্য শিক্ষক না পাওয়ার কারণে সৃষ্ট শিক্ষক সংকট; কেন্দ্র পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনায় নিয়ম-নীতি অনুসরণ না করা; দুর্গম এলকা বিশেষকরে হাওড় ও পাহাড়ী এলাকায় বর্ষা মৌসুমে যোগাযোগ ব্যবস্থা খুব খারাপ হয়ে যাওয়ায় শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর পক্ষে যাতায়াত করা সম্ভব না হওয়ায় কিছু সংখ্যক শিখন কেন্দ্র বন্ধ হয়ে যায়। এছাড়া ২০১০-২০১১ সালের রস্ক-১ এর স্থানান্তরিত শিখন কেন্দ্রসমূহের কার্যক্রম যথাক্রমে ২০১৪ ও ২০১৫ সালে শিক্ষার্থীদের সমাপনী পরীক্ষায় অংশগ্রহণের মাধ্যমে নিয়মমাফিক বন্ধ হয়ে যায়।

সারণী ৩.১ঃ উপজেলা পর্যায়ে প্রতিষ্ঠিত ও সচল শিখন কেন্দ্রের বিন্যাস

লক্ষ্যমাত্রা	প্রতিষ্ঠিত শিখন কেন্দ্র		বন্ধ হয়ে যাওয়া কেন্দ্র		বর্তমানে সচল	
		সংখ্যা	সংখ্যা	%	সংখ্যা	%
২১,৬৩২	রস্ক ১ম পর্যায় থেকে স্থানান্তর	৭,৩৫৯	৭,৩৫৯	১০০	১০,০৫৬	৭৮
	রস্ক ২য় পর্যায়ের আওতায়	১২,৮৮০	২,৮২৪	২২		
	মোট	২০,২৩৯	১০,১৮৩	৫০.৩৩		

(সূত্রঃ রস্ক প্রকল্প অফিস ও এমআইএম সেল-এলজিইডি)

শিক্ষার্থী অন্তর্ভুক্তিঃ সেকেন্ডারী উৎস থেকে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে দেখা যায় রস্ক ২য় পর্যায় প্রকল্পের আওতায় মোট ৬৮৭,৫১৪ শিক্ষার্থীকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে যেখানে রস্ক ১ম পর্যায়ে ৩য় ও ৪র্থ শ্রেণিতে অধ্যয়নরত ২০০,৮৫৫ জন শিক্ষার্থীকে রস্ক ২য় পর্যায় প্রকল্পের অধীনে স্থানান্তর করা হয় এবং রস্ক ২য় পর্যায় প্রকল্পের আওতায় ২০১৩ থেকে ২০১৫ সালের মধ্যে মোট ৪৮৬,৬৫৯ জন শিক্ষার্থী অন্তর্ভুক্ত করা হয় (সূত্রঃ এমআইএম সেল-এলজিইডি)। সারণী ৩.২ পর্যালোচনা করে বলা যায় রস্ক ২য় পর্যায় প্রকল্পের আওতায় লক্ষ্যমাত্রা বিবেচনায় শিক্ষার্থী অন্তর্ভুক্তির ক্ষেত্রে অর্জনের হার ৯৫.৪৯% যার মধ্যে ২৯.২% শিক্ষার্থী রস্ক ১ম পর্যায় থেকে স্থানান্তরিত হয়েছে। বিস্তারিত পর্যালোচনা করে জানা যায় মোট অন্তর্ভুক্ত শিক্ষার্থীর মধ্যে ৪৯% মেয়ে শিক্ষার্থী এবং ৫১% ছেলে শিক্ষার্থী। ফলাফল থেকে দেখা যায় রস্ক ২য় পর্যায় প্রকল্পের আওতায় লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের ক্ষেত্রে মেয়ে ও ছেলে শিক্ষার্থীর অন্তর্ভুক্তির হার যথাক্রমে ৯৩.৪% ও ৯৭.৫%। ফলাফল পর্যালোচনা সাপেক্ষে বলা যায় রস্ক ২য় পর্যায় প্রকল্পের আওতায় অন্তর্ভুক্ত শিক্ষার্থীর সংখ্যা লক্ষ্যমাত্রার প্রায় কাছাকাছি।

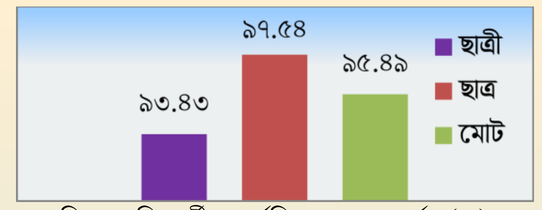

লেখচিত্র ১ঃ শিক্ষার্থী অন্তর্ভক্তির ক্ষেত্রে অর্জন (%)

সারণী ৩.২ঃ রস্ক ২য় পর্যায় প্রকল্পর আওতায় অন্তর্ভুক্ত শিক্ষার্থীর বিন্যাস

লক্ষ্যমাত্রা	শিক্ষার্থীর অন্তর্ভুক্তি	অন্তর্ভুক্ত শিক্ষার্থীর সংখ্যা						অর্জন (%)		
		ছাত্র		ছাত্রী		মোট				
		সংখ্যা	%	সংখ্যা	%	সংখ্যা	%	মোট	ছাত্র	ছাত্রী
৭২০,০০০	রস্ক ১ম পর্যায় থেকে স্থানান্তর	৯৮,৭৬০	৪৯	১০২,০৯৫	৫১	২০০,৮৫৫	২৯.২	৯৫.৫	৯৭.৫	৯৩.৪
	রস্ক ২য় পর্যায়ের আওতায়	২৫২,৩৯৯	৫২	২৩৪,২৬০	৪৮	৪৮৬,৬৫৯	৭০.৮			
	মোট	৩৫১,১৫৯	৫১	৩৩৬,৩৫৫	৪৯	৬৮৭,৫১৪				

(সূত্রঃ রস্ক প্রকল্প অফিস ও এমআইএম সেল-এলজিইডি)

নিবিড় পরিবীক্ষণ তথ্য পর্যালোচনা করে জানা যায় শিখন কেন্দ্রে ভর্তিকৃত শিক্ষার্থীদের গড় বয়স ৮-১২ বছরের মধ্যে যেখানে শিক্ষার্থীদের গড় বয়স ছিল ৯.৪৬ বছর। দেখা যায় মেয়ে ও ছেলে শিক্ষার্থীদের গড় বয়স খুব কাছাকাছি যেখানে মেয়ে ও ছেলে শিক্ষার্থীদের গড় বয়স যথাক্রমে ৯.৪৮ বছর ও ৯.৪৪ বছর। ফলাফল পর্যালোচনা সাপেক্ষে জানা যায় ভর্তিকৃত শিক্ষার্থীদের মধ্যে ৯-১০ বছর বয়সের শিক্ষার্থীর সংখ্যা মোট শিক্ষার্থীর ৬৬%।

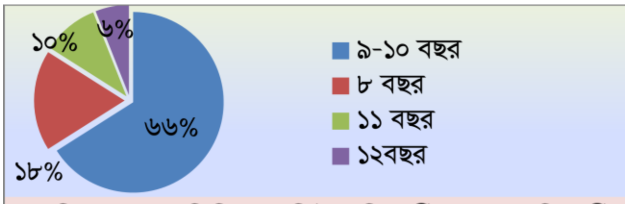

লেখচিত্র ২ঃ বয়স ভিত্তিতে ভর্তিকৃত শিক্ষার্থীর হার (% শিক্ষার্থী)

অনগ্রসর পরিবারের শিক্ষার্থীঃ শিক্ষার্থীর অভিভাবকের শিক্ষাগত যোগ্যতা, পেশা, আয়ের উৎস ও আয়, সংসার খরচ, অর্থনৈতিক অবস্থা পর্যালোচনা সাপেক্ষে দেখা যায় শিখন কেন্দ্রে ভর্তি হওয়া ১০০% শিক্ষার্থী অনগ্রসর ও দরিদ্র পরিবারের সন্তান। ফলাফল থেকে জানা যায় অধিকাংশ শিক্ষার্থীর অভিভাবক কৃষিকাজ, শ্রমজীবি বা অন্যান্য নিম্ন আয়ের পেশায় নিয়োজিত। শিক্ষার্থীর পরিবারের জীবনযাত্রা পর্যালোচনা করে দেখা যায় ৯২% শিক্ষার্থীর পরিবারের জীবিকা দিনমজুরী ও কৃষিকাজের ওপর নির্ভরশীল। অনুসন্ধানে জানা যায় মাত্র ১.৫% পরিবার ক্ষুদ্র ব্যবসার সাথে জড়িত রয়েছে। তথ্য বিশ্লেষণ সাপেক্ষে জানা যায় প্রায় ৮৫% শিক্ষার্থীর পরিবারে শুধুমাত্র অভিভাবকই একমাত্র আয়যোগ্য সদস্য এবং বাৎসরিক আয় এক লাখ টাকার কম (আনুমানিক ৮৫,০০০ টাকা)। দেখা যায় প্রায় ৪০% শিক্ষার্থীর পরিবারকে সংসার খরচ চালানোর জন্য আয়ের পাশাপাশি ধার বা লোন করে আবার কখনও সম্পদ বা ফসল বিক্রি করতে হয়।

সারণী ৩.৩ঃ পেশা ও শিক্ষাগত যোগ্যতার ভিত্তিতে অভিভাবকের বিন্যাস

অভিভাবকের পেশা	% অভিভাবক	অভিভাবকের শিক্ষাগত যোগ্যতা	% অভিভাবক
নিজ বাড়িতে কাজ (মা অভিভাবক)	৫০	এসএসসি/ দাখিল পাশ	১.৮
দিনমজুর ও কৃষিকাজ (মা অভিভাবক)	৪৫	প্রাথমিক শিক্ষা সম্পন্ন করেছেন	৫২
দিনমজুর ও কৃষিকাজ (বাবা)	৬২	স্বাক্ষর জ্ঞান	৪৩
দিনমজুর (বাবা)	৩০		

ফলাফল থেকে জানা যায় শিখন কেন্দ্রে অধ্যয়নরত ৫৮% শিক্ষার্থীর অভিভাবক মা এবং ৪২% শিক্ষার্থীর অভিভাবক বাবা। অনুসন্ধান করে জানা যায় মহিলা অভিভাবকদের প্রায় ৫০% গৃহকর্মের পাশাপাশি বিভিন্ন আয়মূলক কাজ করে থাকে যার মধ্যে ৪৫% দিনমজুর ও কৃষিকাজ করে। অনুসন্ধান প্রতিবেদন বলছে প্রায় ৫২% অভিভাবক প্রাথমিক শিক্ষা সম্পন্ন করেছেন। এসএসসি/ দাখিল পাশ করা অভিভাবকের সংখ্যা মাত্র ১.৮%। আনুমানিক ৪৩% অভিভাবক শুধু নিজের নাম লিখতে পারে এবং প্রায় ৪% অভিভাবক একেবারেই নিরক্ষর যাদের মধ্যে পুরুষের সংখ্যা বেশী (৬৫%)।

শিক্ষার্থীর টিকে থাকার হারঃ পরিবীক্ষণ তথ্য পর্যালোচনা করে দেখা যায় ২০১৩ থেকে ২০১৫ সাল পর্যন্ত মোট ৪,৮৬,৬৫৯ শিক্ষার্থী শিখন কেন্দ্রে ভর্তি হয়। পর্যালোচনা সাপেক্ষে বলা যায় ২০১৩, ২০১৪ ও ২০১৫ সালে ভর্তিকৃত শিক্ষার্থীরা বর্তমানে ৫ম, ৪র্থ ও ৩য় শ্রেণিতে অধ্যয়ন করছে। ফলাফল বিশ্লেষণ করে দেখা যায় ভর্তি সময়ের বিবেচনায় শিক্ষার্থীর সংখ্যা কমেছে এবং বর্তমান সময়ের তথ্য অনুযায়ী ভর্তিকৃত শিক্ষার্থীদের মধ্যে টিকে থাকার গড় হার ৫১.৪৫% যার মধ্যে ৩য় শ্রেণিতে সর্বোচ্চ ৭০.৮২% এবং সর্বনিম্ন ৫ম শ্রেণিতে ৩৯.২৪% (লেখচিত্র ৩)। সারণী ৩.৪ পর্যালোচনা করে দেখা যায় নিবিড় পরিবীক্ষণ কার্যক্রম চলাকালীন সময়ে (এপ্রিল ২০১৭) লেখাপড়া চালিয়ে যাওয়া ছেলে ও মেয়ে শিক্ষার্থীর গড় হার যথাক্রমে ৫১.১৮% ও ৪৮.৮২%। তুলনামূলক পর্যালোচনা করে দেখা যাচ্ছে ছেলে শিক্ষার্থীদের টিকে থাকার হার মেয়ে শিক্ষার্থীদের থেকে বেশী। শিখন কেন্দ্র থেকে শিক্ষার্থীদের ঝরে যাওয়ার কারণ খুঁজে বের করার ক্ষেত্রে উপজেলা রস্ক বাস্তবায়ন কমিটি কিংবা রস্ক প্রকল্পের উপজেলা সমন্বয় কমিটি থেকে কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয় নাই। অনুসন্ধান করে দেখা গেছে দুর্গম এলাকায় অল্প বয়সে মেয়েদের বিয়ে হয়ে যাওয়া; পারিবারিক কাজে নিয়োজিত হওয়া এবং আয়ের জন্য ছেলে সন্তানদের অতিমাত্রায় শ্রমমূলক কাজে সম্পৃক্ততার ফলে শিখন কেন্দ্র থেকে শিক্ষার্থীদের হার ক্রমান্বয়ে কমে যাচ্ছে।

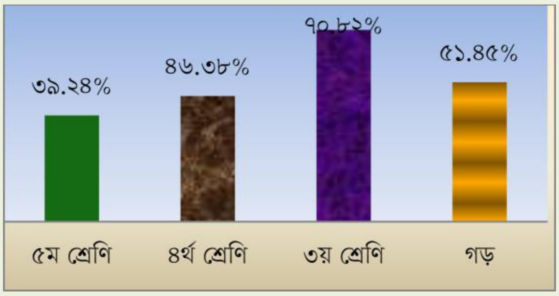

লেখচিত্র ৩ঃ শ্রেণিভিত্তিক শিক্ষার্থী টিকে থাকার গড় হার

সারণী ৩.৪ঃ টিকে থাকা ভিত্তিতে শ্রেণিভিত্তিক শিক্ষার্থী বিন্যাস (২০১৩-২০১৫ সালে ভর্তিকৃত)

অধ্যয়নরত শ্রেণি	পরিবীক্ষণ তথ্যের ভিত্তিতে শিখন কেন্দ্রের শিক্ষার্থী					টিকে থাকার হার		
	গড় ভর্তিকৃত	ভর্তিকৃত মোট	বর্তমান শিক্ষার্থী					
			মোট	ছেলে	মেয়ে	মোট	ছেলে	মেয়ে
৫ম শেণি	৩৭.০০	৬,৬৬০	২,৬১৪	১,২৯২	১,৩২১	৩৯.২৪	৪৯.৪৫	৫০.৫৫
৪র্থ শেণি	৩৭.০০	৬,৬৬০	৩,০৮৯	১,৫৭১	১,৫১৮	৪৬.৩৮	৫০.৮৭	৪৯.১৩
৩য় শেণি	৩৩.০০	৫,৯৪০	৪,২০৭	২,১৭৬	২,০৩১	৭০.৮২	৫১.৭৩	৪৮.২৭
গড় সংখ্যা/হার	৩৫.৬৭	৬,৪২০	৩,৩০৩	১,৬৯০	১,৬১৩	৫১.৪৫	৫১.১৮	৪৮.৮২

পরিবীক্ষণ তথ্যের অঞ্চলভিত্তিক ডাটা বিশ্লেষণ করে দেখা যায় শিক্ষার্থীর টিকে থাকার সর্বোচ্চ এবং সর্বনিম্ন হার যথাক্রমে সমতল ও পাহাড়ী এলাকায়। পরিমাণগত তথ্যের হিসেবে সমতল এলাকায় শিক্ষার্থীর টিকে থাকার ৭৩% এবং পাহাড়ী এলাকায় এই হার ৩৯%। চর, হাওড় ও উপকূলীয় অঞ্চলে শিক্ষার্থীর টিকে থাকার হার যথাক্রমে ৫৫%, ৪৯% ও ৪১%।

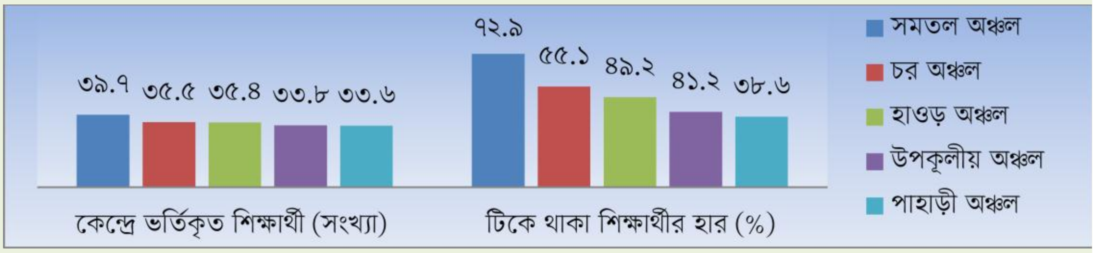

লেখচিত্র ৪ঃ অঞ্চলভিত্তিক শিক্ষার্থীর অন্তর্ভুক্তি ও টিকে থাকার হার (%)

প্রকল্পের সাথে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা, ষ্টেকহোল্ডার, উপকারভোগীদের সাথে ব্যক্তিগত সাক্ষাতকার, নিবিড় সাক্ষাতকার (KII), দলীয় আলোচনার (FGD) মাধ্যমে প্রাপ্ত তথ্যের যথাযথ পর্যালোচনা করে যে সব বিষয়সমূহকে শিখন কেন্দ্রে শিক্ষার্থীর সংখ্যা কমে যাওয়ার উল্লেখযোগ্য কারণসূহ হলোঃ (১) আর্থিক অস্বচ্ছলতার কারণে পরিবারের জীবিকার প্রয়োজনে আয়মূলক কাজে সম্পৃক্ত হওয়া; (২) অতিরিক্ত পারিবারিক কাজ; (৩) পড়া বুঝতে না পরা; (৪) পাহাড়ী ও হাওড় এলাকায় বর্ষাকালে দুর্গম যোগাযোগ ব্যবস্থা; (৫) অন্যত্র চলে যাওয়া/মাইগ্রেশন এবং (৬) দুর্গম এলাকায় অল্প বয়সে মেয়েদের বিয়ে হওয়া। উল্লেখ্য শিখন কেন্দ্রে ছেলে শিক্ষার্থীর সংখ্যা কমে যাওয়ার কারণসমূহের মধ্যে প্রধান কারণ হিসাবে ৫৬.৩% শিক্ষক মনে করেন ছেলেদেরকে পরিবারের জন্য আয়মূলক কাজে নিয়োজিত করা হয় (বিস্তারিত পরিসংখ্যান সারণী ৩.৫)।

সারণী ৩.৫ঃ অগ্রাধিকার ভিত্তিতে শিক্ষার্থীর সংখ্যা কমে যাওয়ার কারণ

কারণ	অগ্রাধিকার ভিত্তিতে %
আয়মূলক কাজ করতে হয়	৫৬.৩
বাড়ির কাজ করতে হয়	৪৪.৪
পড়া বুঝতে না পরা	৩৩
পাহাড়ী ও হাওড় এলাকায় বর্ষাকালে দুর্গম যোগাযোগ ব্যবস্থা	১২.৮
অন্যত্র চলে যাওয়া/মাইগ্রেশন	৮.৫
দুর্গম এলাকায় অল্প বয়সে মেয়েদের বিয়ে হওয়া	৭.৬

শিখন কেন্দ্র পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনাঃ প্রতিটি রস্ক শিখন কেন্দ্র সুষ্ঠভাবে পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনার জন্য একটি কেন্দ্র ব্যবস্থাপনা কমিটি (সিএমসি) গঠন করা হয়েছে যেখানে শিক্ষার্থীর অভিভাবককে কমিটির চেয়ারপারসন করাসহ অধিক সংখ্যক অভিভাবককে কমিটিতে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। সিএমসি চেয়ারপারসন ও সদস্য সচিবের সুনির্দিষ্ট কিছু দায়িত্ব নিধারণ করা সাপেক্ষে শিখন কেন্দ্রসমূহ পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনার জন্য সিএমসিকে দায়িত্ব দেয়া হয়েছে। সুষ্ঠভাবে কেন্দ্র পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনা সম্পর্কিত বিষয়ে দক্ষতা বৃদ্ধি করার জন্য সিএমসি চেয়ারপারসন ও সদস্য সচিবকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। ব্যক্তিগত সাক্ষাতকার, দলীয় আলোচনা ও নিবিড় সাক্ষাতকারে প্রাপ্ত তথ্যের আলোকে বলা যেতে পারে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক সিএমসি চেয়ারপারসন নিজেদের দায়িত্ব-কর্তব্য সম্পর্কে সচেতন নয় এবং দেখা গেছে কেন্দ্র পরিচালনা সম্প র্কিত বিষয়ে সিএমসি'র অধিকাংশ

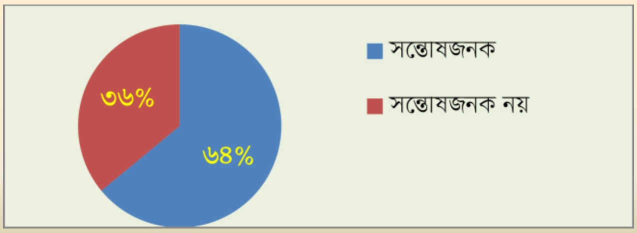

লেখচিত্র ৫ঃ আয়-ব্যয়ের হিসাব সংরক্ষণ ব্যবস্থা (%শিখন কেন্দ)

সদস্যের তেমন আগ্রহ নাই। কেন্দ্রসমূহ পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব পালনে সিএমসি সদস্যদের সক্রিয় করা এবং দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য উপজেলা শিক্ষা কমিটি ও উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিস থেকে কার্যকরী তেমন কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয় নাই। নিবিড় সাক্ষাতকার থেকে জানা যায় অধিকাংশ শিখন কেন্দ্রের শিক্ষক কেন্দ্রের যাবতীয় প্রশাসনিক কাজ ও আয়-ব্যয়ের হিসাব সংরক্ষণ করার কাজ যথাযথভাবে করতে পারে। শিখন কেন্দ্র পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা ও বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে নিয়মিতভাবে সিএমসি'র মিটিং করার কথা বলা হয়েছে। নিবিড় পরিবীক্ষণে বিভিন্ন উৎস থেকে প্রাপ্ত তথ্য বিশ্লেষণ করে জানা যায় সিএমসি'র মিটিং নিয়মিতভাবে অনুষ্ঠিত হয় না এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রে মিটিং প্রতিবেদন তৈরী ও সংরক্ষণ করা হয় না। শিক্ষক প্রদত্ত তথ্য এবং যায় সিএমসি'র সাক্ষাতকার পর্যালোচনা করে বলা যেতে পারে অনিয়মিতভাবে শিখন কেন্দ্রে সিএমসি'র মিটিং অনুষ্ঠিত হয়। কয়েকটি কেন্দ্রের মিটিং প্রতিবেদন পর্যবেক্ষণ ও পর্যালোচনার ভিত্তিতে বলা যায় প্রস্তুতকৃত প্রতিবেদনের মান সন্তোষজনক নয়। বিস্তারিত সাক্ষাতকার পর্যালোচনা করে জানা যায় উপজেলা ি রস্ক বাস্তবায়ন কমিটির সদস্যদের সাথে এবং উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসের কর্মকর্তাদের সাথে সিএমসি'র তেমন কোন যোগাযোগ হয় না। বলা যেতে পারে কেন্দ্র পরিচালনা ও কেন্দ্রের উন্নয়নে উপজেলা রস্ক বাস্তবায়ন কমিটি ও উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসের সাথে সিএমসি'র সমন্বয়ের যথেষ্ট ঘাটতি রয়েছে।

শিক্ষার্থীদের মাঝে সময়মত পাঠ্যবই বিতরণঃ পরিবীক্ষণ ফলাফল পর্যালোচনা করে জানা যায় প্রায় ৯৫% শিখন কেন্দ্রের শিক্ষার্থীদের মাঝে সময়মত পাঠ্যবই বিতরণ করা হয়ে থাকে। নিবিড় সাক্ষাতকারের ফলাফল থেকে জানা যায় পাঠ্যপুস্তক পরিবহনের জন্য বাজেট না থাকায় বই সংগ্রহের ক্ষেত্রে সমস্যা হয়।

কেন্দ্র পরিচালনার অনুদান ও আয়-ব্যয়ঃ নিবিড় পরিবীক্ষণে প্রাপ্ত তথ্য পর্যালোচনা সাপেক্ষে দেখাা যায় প্রায় ৯৩% শিখন কেন্দ্র নিয়মিতভাবে কেন্দ্র পরিচালনার অনুদান পেয়ে থাকে। মাত্র ৭% কেন্দ্রের ক্ষেত্রে এর ব্যতিক্রম হয় বলে গবেষণা ফলাফল থেকে জানা যায়। শিখন কেন্দ্রের আয়-ব্যয়ের হিসাব সংক্রান্ত বিষয়ে দেখা যায় ৬৪% কেন্দ্রে যথাযথভাবে সংরক্ষণ করা হচ্ছে এবং বাকি ৩৬% কেন্দ্রে সংরক্ষণ করা হচ্ছে না। এপ্রসঙ্গে শিক্ষকদের বক্তব্য থেকে জানা যায় কিছু শিক্ষক আয়-ব্যয়ের হিসাব সংরক্ষণ প্রক্রিয়া ঠিকমত জানে না। নিবিড় সাক্ষাতকার থেকে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে জানা যায় ট্রেনিং কো-অর্ডিনেটর ও পুল শিক্ষক কেন্দ্রের আয়-ব্যয়ের হিসাব সংরক্ষণ বিষয়ে সহায়তা করে থাকে। পরিবীক্ষণ তথ্য থেকে আরও জানা যায় সিএমসি ও পুল শিক্ষক কেন্দ্রের আয়-ব্যয়ের হিসাব সংরক্ষণ কাজে সহায়তা প্রদান করে থাকে।

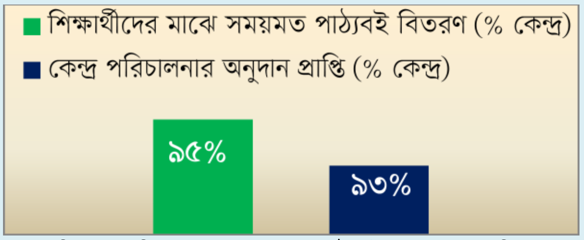

লেখচিত্র ৬ঃ শিখন কেন্দ্রসমূহে পাঠ্যবই ও অনুদান বিতরণ

শিখন কেন্দ্রের বার্ষিক কর্মপরিকল্পনাঃ সরেজমিন পরিদর্শন এবং ট্রেনিং কো-অর্ডিনেটর, শিক্ষক ও সিএমসি'র সাথে নিবিড় সাক্ষাতের ভিত্তিতে বলা যেতে পারে কোন শিখন কেন্দ্রেরই শিখন কেন্দ্র পরিচালনা সংক্রান্ত বার্ষিক কর্মপরিকল্পনা নাই। বলা যেতে পারে "বার্ষিক কর্মপরিকল্পনা" বিষয়টি সম্পর্কে অধিকাংশ শিক্ষক ও সিএমসি'র ধারণা নাই। এক্ষেত্রে সিএমসি ও শিক্ষকের পক্ষে বার্ষিক কর্মপরিকল্পনা তৈরী করার মত দক্ষতার যথেষ্ট ঘাটতি আছে বলে পরিবীক্ষণ কার্যক্রমে নিয়োজিত দলের সদস্যরা মনে করে।

শিখন কেন্দ্রে শিক্ষার্থীর উপস্থিতিঃ নিবিড় পরিবীক্ষণের ফলাফল থেকে দেখা যায় রস্ক শিখন কেন্দ্রে শিক্ষার্থীদের গড় উপস্থিতি মাসের ২৪-২৬ কর্মদিবসের মধ্যে ১৬ দিনের কাছাকাছি। দেখা যায় মেয়েদের গড় উপস্থিতি ছেলেদের তুলনায় বেশী যা মাসে যথাক্রমে ১৫.৪ ও ১৪.৯৪ দিন। ফলাফল পর্যালোচনা করে দেখা যায় ৬৫% শিক্ষার্থী মাসে ১৪-১৫ দিন ক্লাসে উপস্থিত থাকে।

মাসে ১৬-২০ দিন উপস্থিত শিক্ষার্থীর ৩২% এবং ২০ দিনের বেশী সংখ্যক দিন ক্লাসে উপস্থিত শিক্ষার্থীর হার ৩%। নিবিড় পরিবীক্ষণের তথ্য থেকে জানা যায় শিখন কেন্দ্রে শিক্ষার্থীর উপস্থিতি বৃদ্ধি এবং নিয়মিত করার ব্যাপারে সিএমসি বা শিক্ষকের পক্ষ থেকে তেমন কোন উদ্যোগ বা পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয় নাই। নিবিড় পরিবীক্ষণের ফলাফল আরও জানাচ্ছে যে মাঝে মধ্যে শিক্ষার্থী ক্লাসে অনুপস্থিত থাকলে সেটা তার অভিভাবককে জানানোর বিষয়টি তেমন গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করা হয়নি। তবে কোন শিক্ষার্থী দীর্ঘদিন ক্লাসে অনুপস্থিত থাকলে সে বিষয়ে অভিভাবককে অবহিত করা হয়।

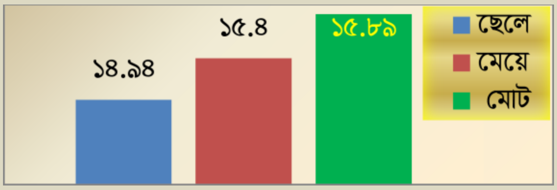

লেখচিত্র ৭ঃ কেন্দ্রে শিক্ষার্থীদের গড় উপস্থিতি (দিন/মাস)

৩.২.১.২ আরবান স্লাম চিলড্রেন এডুকেশন পাইলট প্রোগ্রাম

কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা ও শিখন কার্যক্রম পরিচালনা করাঃ পরিবীক্ষণ তথ্য পর্যালোচনা করে দেখা যায় ২০১৫ সালের জুন মাসে শিখন কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা ও শিক্ষার্থী অন্তর্ভুক্তির মাধ্যমে আনুষ্ঠানিকভাবে ঢাকা সিটি কর্পোরেশনের বস্তি এলাকায় পাইলট কার্যক্রম শুরু করা হয়। ঢাকা উত্তর ও দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের মোট ২১ কম্পাউন্ডে ৭৯ কেন্দ্র প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে ৩,১৬০ জন শিক্ষার্থীকে অন্তর্ভুক্ত করা হয় যেখানে ছেলে ও মেয়ে শিক্ষার্থীর সংখ্যা যথাক্রমে ১,৬১০ (৫১%) ও ১,৫৫০ (৪৯%)। কম্পাউন্ড ভেদে এসব কেন্দ্রের শিক্ষার্থীরা ৩য় ও ৪র্থ শ্রেণিতে অধ্যয়নরত।

সারণী ৩.৬ঃ আরবান স্লাম চিলড্রেন এডুকেশন পাইলট প্রোগ্রাম আওতায় শিক্ষার্থীর বিন্যাস

কার্যক্রম শুরুর সাল	কম্পাউন্ড			কেন্দ্র সংখ্যা	ছাত্র	ছাত্রী	মোট
	ঢাকা উত্তর	ঢাকা দক্ষিণ	মোট				
২০১৫	৬	৭	১৩	৫২	১,০৮৩	১,০৩২	২,১১৫
২০১৬	৫	৩	৮	২৭	৫২৭	৫১৮	১,০৪৫
মোট	১১	১০	২১	৭৯	১,৬১০ (৫১%)	১,৫৫০ (৪৯%)	৩,১৬০

নিবিড় পরিবীক্ষণ পরিচালনাকালীন সময়ের (এপ্রিল ২০১৭) তথ্য থেকে জানা যায় পরিবীক্ষণ আওতাধীন কেন্দ্রে ভর্তি হওয়া ৫৯৯ শিক্ষার্থীর মধ্যে বর্তমানে ৪৩৭ জন শিক্ষার্থী লেখাপড়া চালিয়ে যাচ্ছে। পর্যালোচনা সাপেক্ষে বলা যায় এপ্রিল ২০১৭ পর্যন্ত টিকে থাকার হার ৭২.৯৫% যেখানে ছেলে ও মেয়ে শিক্ষার্থীর হার যথাক্রমে ৭০.৪৭% ও ৭৫.৪২%। দেখা যায় মেয়ে শিক্ষার্থীর টিকে থাকার হার তুলনামূলকভাবে বেশী। বিস্তারিত অনুসন্ধান করে জানা যায় কেন্দ্রসমূহে এমন কোন শিক্ষার্থী পাওয়া যায় নাই যারা প্রাইমারী স্কুলে লেখাপড়া করছে।

সারণী ৩.৭ঃ ভর্তি ও শিখন কার্যক্রম চালিয়ে যাওয়া শিক্ষার্থীর বিন্যাস

পরিবীক্ষণ তথ্যের ভিত্তিতে শিক্ষার্থীর বিন্যাস												
ভর্তিকৃত মোট শিক্ষার্থী					বর্তমান শিক্ষার্থী					টিকে থাকার হার		
মোট	ছেলে	%	মেয়ে	%	মোট	ছেলে	%	মেয়ে	%	মোট	ছেলে	মেয়ে
৫৯৯	২৯৮	৪৯.৭৫	৩০১	৫০.২৫	৪৩৭	২১০	৪৮.০৫	২২৭	৫১.৯৫	৭২.৯৫	৭০.৪৭	৭৫.৪২

শিক্ষার্থীর পরিবারিক অবস্থাঃ কেন্দ্রের ১০০% শিক্ষার্থী বস্তিবাসী পরিবারের যাদের অভিভাবক শ্রমজীবি, রিক্সাচালক বা অন্যান্য কম আয়ের পেশায় নিয়োজিত। বেশীরভাগ শিক্ষার্থীর অভিভাবক বাবা। প্রায় ৯১% অভিভাবক প্রাথমিক শিক্ষা সম্পন্ন করে নাই। সংশ্লিষ্ট শিক্ষক, কর্মকর্তা, ষ্টেকহোল্ডার, উপকারভোগীদের সাথে ব্যক্তিগত সাক্ষাতকার পর্যালোচনা করে বলা যেতে পারে

শ্রমজীবি এসব পরিবার জীবিকার প্রয়োজনে অন্যত্র চলে যাওয়ার (মাইগ্রেশন) কারণে এবং অনেক শিক্ষার্থীকে আয়ের জন্য বিভিন্ন কাজে নিয়োজিত হওয়ার কারণে কেন্দ্রে শিক্ষার্থীর সংখ্যা কমে গেছে।

শিখন কেন্দ্রের অবস্থান, অবকাঠামো, পরিবেশ ও সুযোগসুবিধাঃশিখন কেন্দ্রের ঘরের মান ও শ্রেণিকক্ষের আয়তনের বিবেচনায় সিটি কর্পোরেশন এলাকায় অবস্থিত শিখন কেন্দ্রসমূহ উপজেলা পর্যায়ে অবস্থিত শিখন কেন্দ্র থেকে অনেক ভালো। ফলাফল থেকে জানা যায় ১০০% শিখন কেন্দ্রই দালানে অবস্থিত। শ্রেণিকক্ষের গড় আয়তন ২৫০-৩০০ বর্গফুটের মধ্যে। ১০০% শিখন কেন্দ্রের শিক্ষার্থীদের বসার জন্য বেঞ্চ আছে। সরেজমিন পরিদর্শনে দেখা যায় সিটি কর্পোরেশন এলাকায় অবস্থিত ৭৫% শিখন কেন্দ্রের শ্রেণিকক্ষ পর্যাপ্ত আলো-বাতাসযুক্ত। আলো-বাতাসের পর্যাপ্ততা, পরিস্কার পরিচ্ছনতা এবং শিখন কেন্দ্রের অভ্যন্তরীণ ও পার্শ্ববর্তী পরিবেশ বিবেচনায় অধিকাংশ শিখন কেন্দ্রের পরিবেশ সন্তোষজনক বলা যায়। পরিবীক্ষণ তথ্য পর্যালোচনা করে বলা যায় উপজেলা পর্যায়ে ৭৫% শিখন কেন্দ্রে শিক্ষার্থীদের জন্য পানি পানের জন্য ফিল্টার নাই এবং বিশুদ্ধ পানি পান করার

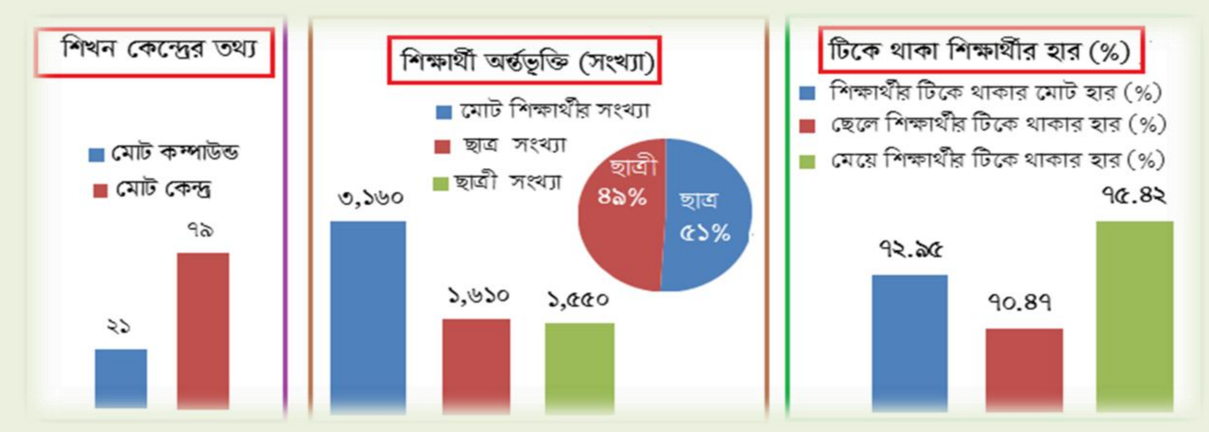

লেখচিত্র ৮ঃ আরবান স্লাম চিলড্রেন এডুকেশন পাইলট প্রোগ্রাম সম্পর্কিত তথ্য

বিকল্প কোন ব্যবস্থা নাই। দেখা যায় ১০০% শিখন কেন্দ্রে স্বাস্থ্যসম্মত পৃথক টয়লেট রয়েছে। সরেজমিন পরিদর্শনের ভিত্তিতে বলা যায় কোন শিখন কেন্দ্রে শিক্ষার্থীদের খেলাধুলা করার মত জায়গা নাই। শিখন কেন্দ্রসমূহে লেখার বোর্ড ব্যতিত আর কোন উপকরণ নাই যা পাঠদান করার সময় ব্যবহার করা যেতে পারে। নিবিড় পরিবীক্ষণ তথ্য পর্যালোচনা করে দেখা যায় ১০০% শিখন কেন্দ্র শিক্ষার্থীর বাসস্থান থেকে থেকে ১ কিলোমিটারের মধ্যে অবস্থিত এবং শিখন কেন্দ্রের সাথে ভালো যোগাযোগ সুবিধা রয়েছে। শিখন কেন্দ্রের ঘর, দরজা, জানালা মেঝের অবস্থা; শ্রেণিকক্ষের আয়তন, পরিবেশ, শ্রেণিকক্ষে বসার ব্যবস্থা, কেন্দ্রের অন্যান্য সুযোগ সুবিধা বিবেচনা সাপেক্ষে সার্বিকভাবে সিটি কর্পোরেশন এলাকার অধিকাংশ শিখন কেন্দ্রসমূহকে শিখন বান্ধব বলা যায়।

শিখন কেন্দ্র পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনাঃ প্রতিটি রস্ক শিখন কেন্দ্র সুষ্ঠভাবে পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনার জন্য একটি কেন্দ্র ব্যবস্থাপনা কমিটি (সিএমসি) গঠন করা হয়েছে। কেন্দ্রসমূহ পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনার দক্ষতা বৃদ্ধি করার জন্য সিএমসি চেয়ারপারসন ও সদস্য সচিবকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। জানা যায় কেন্দ্রের ব্যবস্থাপনা ও শিক্ষার মান উন্নয়নে সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক এবং উপজেলা শিক্ষা অফিসারের তেমন কোন সম্পৃক্ততা নাই।

শিক্ষাভাতাঃ ঢাকা উত্তর ও দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের বস্তিতে বসবাসরত গরীব পরিবারের স্কুলবর্হিভূত শিশুদেরকে শিখন কেন্দ্রের আওতায় শিখন কার্যক্রম চালিয়ে যাওয়ার মাধ্যমে প্রাথমিক শিক্ষা সম্পন্ন করতে সহায়তা করতে শিক্ষাভাতা প্রদান করা হয়। নির্ধারিত শর্ত পূরণকৃত সকল শিক্ষার্থী এই শিক্ষাভাতা পেয়ে থাকে। পরিবীক্ষণ তথ্যমতে শিখন কেন্দ্রে শিখন কার্যক্রম চালিয়ে যাওয়া ১০০% শিক্ষার্থী নিয়মিত শিক্ষাভাতা পেয়ে থাকে।

সারণী ৩.৮ঃ সিটি কর্পোরেশন এলাকায় শিক্ষাভাতা প্রাপ্ত শিক্ষার্থী বিন্যাস

কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা ও শিক্ষার্থী ভর্তির বছর	২০১৭ সালে শিক্ষার্থীর অধ্যয়ন	শিক্ষাভাতা প্রাপ্ত শিক্ষার্থী (%)
২০১৫	৪র্থ শেণি	১০০

জনা যায় পরিবীক্ষণ চলাকালীন সময়ে সিটি কর্পোরেশনের পাইলট কার্যক্রমের আওতায় বিভিন্ন কেন্দ্রে ভর্তিকৃত শিক্ষার্থীরা ৩য় ও ৪র্থ শ্রেণিতে অধ্যয়নরত। টিকে থাকা সকল শিক্ষার্থীর প্রাথমিক শিক্ষা সম্পন্ন নিশ্চিত করতে এস কেন্দ্রসমূহকে চালু রাখার জন্য যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ করা প্রয়োজন। শিখন কেন্দ্রসমূহ শিশুদের জন্য আকর্ষনীয় ও মৌলিক সুযোগ-সুবিধাসমূহ নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা প্রয়োজন। কেন্দ্রসমূহ সুষ্ঠভাবে পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে সিএমসি'র দক্ষতা বৃদ্ধির ক্ষেত্রে কৌশল গ্রহণ আবশ্যক। সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক এবং উপজেলা শিক্ষা অফিসারের সম্পৃক্ততা বৃদ্ধি শিখন কেন্দ্রের যথাযথ ব্যবস্থাপনা এবং মানসম্মত শিক্ষা নিশ্চিতকরণে সহায়ক ভূমিকা পালন করতে পারে।

৩.২.২ শিক্ষিত বেকার যুব ও যুব মহিলাদের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টিঃ রস্ক ২য় পর্যায় প্রকল্পের আওতায় ২১,৬৩২ জন শিক্ষিত বেকার যুবক পুরুষ ও মহিলাদের শিখন কেন্দ্রের শিক্ষক হিসেবে চাকুরিতে নিয়োগ প্রদানের মাধ্যমে যুবকদের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করতে প্রকল্প থেকে উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। রস্ক ২য় পর্যায় প্রকল্পের আওতায় ২১,৬৩২ জন শিক্ষিত বেকার যুবক পুরুষ ও মহিলাদের শিখন কেন্দ্রের শিক্ষক হিসেবে চাকুরিতে নিয়োগ প্রদানের মাধ্যমে কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হলেও দেখা যায় ২০১৫ সালের মধ্যে ২০,৩১৮ জন যুবক পুরুষ ও মহিলাদের শিখন কেন্দ্রের শিক্ষক হিসেবে চাকুরিতে নিয়োগ প্রদান করা হয়। নিবিড় পরিবীক্ষণের তথ্য পর্যালোচনা সাপেক্ষে বলা যেতে ২০১৫ সাল পর্যন্ত লক্ষ্যমাত্রা বিবেচনায় ৯৪% যুবক পুরুষ ও মহিলাদের কর্মসংস্থানের সুযোগ হয়। জানা যায় বাস্তবায়ন নীতি অনুযায়ী প্রতিষ্ঠিত শিখন কেন্দ্রের মধ্যে বিভিন্ন সময়ে ১০,১৮৩টি (৫০.১২%) শিখন কেন্দ্র বন্ধ হয়ে যায় যার মধ্যে ২০১০-২০১১ সালের রস্ক-১ এর স্থানান্তরিত ৭,৩৫৯টি শিখন কেন্দ্রসমূহের কার্যক্রম যথাক্রমে ২০১৪ ও ২০১৫ সালে শিক্ষার্থীদের সমাপনী পরীক্ষায় অংশগ্রহণের মাধ্যমে নিয়মমাফিক বন্ধ হয়ে যায়। ফলে বন্ধ হয়ে যাওয়া কেন্দ্রের শিক্ষকবৃন্দকে নিয়ম অনুযায়ী চাকরী হারাতে হয়। ফলাফল বিশ্লেষণ থেকে দেখা যাচ্ছে নিবিড় পরিবীক্ষণ কার্যক্রম চলাকালীন সময়ে (এপ্রিল ২০১৭) প্রকল্পের অধীনে মোট ১০,১৩৫ জন শিক্ষক কর্মরত রয়েছেন যেখানে মহিলা ও পুরুষ শিক্ষকের অনুপাত যথাক্রমে ২০% ও ৮০%। শিখন কেন্দ্রসমূহে কর্মরত শিক্ষকদের সংখ্যা পর্যালোচনা সাপেক্ষে বলা যায় লক্ষ্যমাত্রা বিবেচনায় প্রকল্পের আওতায় বর্তমানে কর্মসংস্থানের হার ৪৬.৮%।

সারণী ৩.৯ঃ প্রকল্পের আওতায় কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির পরিসংখ্যান

কর্মসংস্থান লক্ষ্যমাত্রা	২০১৫ সাল পর্যন্ত অর্জন		নিবিড় পরিবীক্ষণ কার্যক্রম চলাকালীন সময়ে (এপ্রিল ২০১৭) কর্মরত					
	সংখ্যা	%	সংখ্যা			%		
			মোট	মহিলা	পুরুষ	মোট	মহিলা	পুরুষ
২১,৬৩২	২০,৩১৮	৯৪	১০,১৩৫	৮,১০৮	২,০২৭	৪৬.৮	৮০	২০

৩.২.৩ প্রাক ভোকেশনাল প্রশিক্ষণ কার্যক্রমঃ শিক্ষার প্রাথমিক স্তর সম্পন্ন করা স্কুলবর্হিভূত ১৫ বা ততোর্ধ বয়সী শিশুদেরকে বিভিন্ন ট্রেডে প্রশিক্ষণ প্রদান করে কারিগরী দক্ষতা বৃদ্ধির মাধ্যমে তাদেরকে আয়মূলক কর্মকান্ডে সম্পৃক্ত ও আত্ম-কর্মসংস্থানের সুযোগ করে দেয়ার লক্ষ্যে এ ধরণের কার্যক্রম বাস্তবায়নের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়। ৯০টি উপজেলায় কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হবে যেখানে মোট ২৫,০০০ শিশুদেরকে বিভিন্ন বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হবে। রস্ক ২য় পর্যায় প্রকল্পের সংশ্লিষ্ট কর্মতর্কাদের সাথে নিবিড় সাক্ষাতকার পরিচালনার মাধ্যমে জানা যায় রস্ক ২য় পর্যায় প্রকল্পের আওতায় প্রাক ভোকেশনাল প্রশিক্ষণ কার্যক্রম প্রস্তাবিত ৯০টি উপজেলার মধ্যে ৩০টি উপজেলায় কার্যক্রম শুরু করার ক্ষেত্রে প্রাথমিক কর্মকান্ড সম্পন্ন করা হয়েছে। সাক্ষাতকার থেকে জানা যায় ৩০টি উপজেলায় ইতিমধ্যে মবিলাইজেশন কার্যক্রম সম্পন্ন করা হয়েছে; প্রশিক্ষণার্থী নির্বাচন করা

হয়েছে; সুপারভাইজার নিয়োগ দেয়া হয়েছে এবং বুথ অপারেশন কার্যক্রম চলমান রয়েছে। প্রকল্পের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের প্রদেয় তথ্যমতে ২০১৭ সালের মে মাসের ১ম বা ২য় সপ্তাহে প্রশিক্ষণার্থীদেরকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হবে। আলোচনা থেকে জানা যায় স্থানীয় চাহিদার ভিত্তিতে প্রশিক্ষণের ট্রেড নির্বাচন করা হবে।

৩.২.৪ সরকারী-বেসরকারী অংশিদারিত্ব সৃষ্টিঃ রস্ক ২য় পর্যায় প্রকল্পের সফল বাস্তবায়ন নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে সরকারী-বেসরকারী অংশিদারিত্ব সৃষ্টির মাধ্যমে প্রকল্পের কর্মসূচি বাস্তবায়ন করার পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। নিবিড় পরিবীক্ষণ তথ্য থেকে জানা যায় রস্ক ২য় পর্যায় প্রকল্পটি সরকারী-বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের যৌথ অংশগ্রহণের মাধ্যমে বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। এমআইএস-এলজিইডি; আইইআর-ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও সোনালী ব্যাংককে বাস্তবায়নকারী সংস্থা প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের সাথে প্রকল্পের ইম্প্লিমেন্টিং পার্টনার এবং উন্নয়ন সংস্থা সেভ দ্য চিলড্রেনকে স্পেশালাইজড এজেন্সি হিসেবে প্রকল্প বাস্তবায়নে সম্পৃক্ত করা হয়েছে। গবেষণায় জানা যায় স্পেশালাইজড এজেন্সি 'সেভ দ্য চিলড্রেন' এর কারিগরী সহায়তায় জাতীয় ও স্থানীয় পর্যায়ের কয়েকটি বেসরকারী সংস্থাও আরবান ও গ্রাম এলাকায় প্রকল্প বাস্তবায়নে সম্পৃক্ত হবে, এসব সংস্থাকে প্রকল্পের ইম্প্লিমেন্টিং এজেন্সি হিসেবে অভিহিত করা হবে। জানা যায় প্রকল্পের সফল বাস্তবায়ন ও স্থায়িত্বশীলতার জন্য সরকারী-বেসরকারী অংশিদারিত্ব সৃষ্টির মাধ্যমে প্রকল্পের কর্মসূচি বাস্তবায়ন করার এমন পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। বিভিন্ন সংস্থার সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের নিবিড় সাক্ষাতকারের প্রেক্ষিতে জানা যায় প্রতিটি সংস্থা চুক্তি অনুযায়ী অর্পিত দায়িত্ব প্রকল্পের কর্মকর্তাদের সাথে সমন্বয়ের মাধ্যমে যথাযথভাবে পালন করে যাচ্ছে। গবেষণা দল মনে করে পরিকল্পনা প্রণয়ন, বাস্তবায়ন কর্মকৌশল ও পদ্ধতি নির্ধারণ সহ বিভিন্ন ধাপে সরকারী-বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের যৌথ অংশগ্রহণ ও জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণ করা গেলে প্রকল্পের সফল বাস্তবায়ন নিশ্চিত করা সম্ভব হবে।

৩.২.৫ মহিলাদের ক্ষমতায়নঃ রস্ক ২য় পর্যায় প্রকল্পের বিভিন্ন কার্যক্রম ও বাস্তবায়নের বিভিন্ন ধাপে মহিলাদের সম্পৃক্ততা নিশ্চিতকরণ ও অধিক সংখ্যায় মহিলাদের অন্তর্ভুক্তিকরণের মাধ্যমে প্রকল্পের কার্যক্রম বাস্তবায়নের পরিকল্পনা করা হয়। দেখা যায় রস্ক ২য় পর্যায় প্রকল্পের বিভিন্ন কার্যক্রম ও বাস্তবায়নের বিভিন্ন ধাপে মহিলাদের সম্পৃক্ত করাসহ অধিক সংখ্যায় অন্তর্ভুক্তিকরণ নিশ্চিত করা হয়েছে। শিক্ষার্থীর অভিভাবক হিসাবে নারীর সম্পৃক্ততা বৃদ্ধি ও নিশ্চিত করতে প্রকল্পে নারীদেরকে প্রাধান্য দেয়া হয়েছে। সরেজমিন গবেষণা থেকে জানা যায় শিখন কেন্দ্রে ভর্তিকৃত শিক্ষার্থীর মধ্যে ৫৮% নারী অভিভাবক রয়েছে। শিখন কেন্দ্রে শিক্ষক নিয়োগের ক্ষেত্রে নারীদেরকে অগ্রাধিকার দেয়া হয়েছে এবং নারীদের জন্য পুরুষের তুলনায় শিক্ষাগতযোগ্যতা শিথিল করা হয়েছে। গবেষণা তথ্য বিশ্লেষণ করে দেখা যায় শিখন কেন্দ্রে কর্মরত মোট শিক্ষকের প্রায় ৮০% নারী শিক্ষক। সিএমসিতে অধিক সংখ্যক মহিলাদেরকে সদস্য হিসেবে অন্তর্ভুক্তকরা সহ সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে মহিলাদেরকে অগ্রাধিকার দেয়া হয়েছে। সংগৃহীত তথ্য পর্যালোচনা করে দেখা যায় ৯ সদস্যের সিএমসিতে মহিলা সদস্যদের প্রাধান্য রয়েছে। নিবিড় সাক্ষাতকার থেকে জানা যায় সিএমসিতে মহিলা সদস্যদের হার প্রায় ৬৫% এবং প্রায় ৬৫% কমিটির চেয়ারপারসন মহিলা। পরিবীক্ষণ

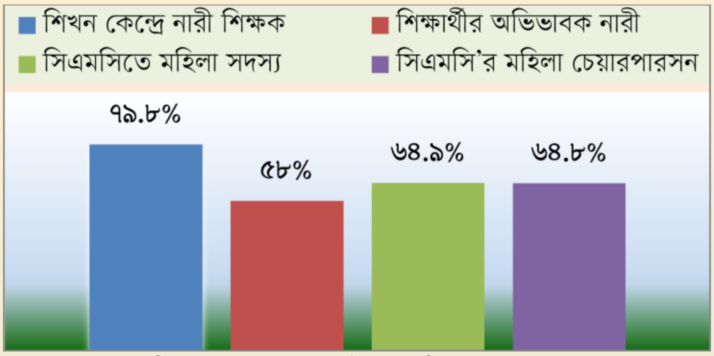

লেখচিত্র ৯ঃ প্রকল্পের কার্যক্রমে মহিলাদের সম্পৃক্ততা

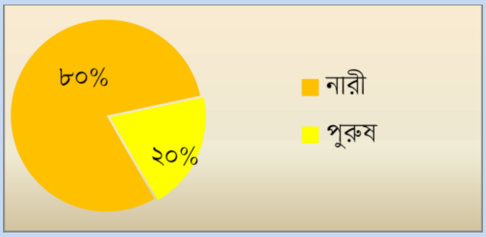

লেখচিত্র ১০ঃ শিখন কেন্দ্রে কর্মরত শিক্ষক (%)

ফলাফল থেকে আরও জানা যায় সিএমসি মিটিংএ মহিলা সদস্যদের উপস্থিতিও ভালো (গড়ে ৪.২ জন) এবং সদস্যরা মিটিংএ উপস্থিত থেকে কেন্দ্র পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনা সম্পর্কিত বিষয়ে আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করে থাকেন। ফলাফল পর্যালোচনা করে দেখা যায় প্রায় ৭৯% মহিলা অভিভাবক রস্ক শিখন কেন্দ্র পরিদর্শন করে সন্তানের লেখাপড়ার ব্যাপারে শিক্ষকের সাথে আলোচনা করে থাকেন। পরিবীক্ষণ তথ্যমতে ৮৮% মহিলা অভিভাবক কেন্দ্র পরিচালনা সম্পর্কে সিএমসি সদস্যদের সাথে আলোচনা করে থাকেন।

৩.২.৬ প্রকল্প বাস্তবায়নের আর্থিক অগ্রগতি

"রিচিং আউট অব স্কুল চিলড্রেন -২য় পর্যায়" প্রকল্পের সংশোধিত অনুমোদিত মোট ১০৮৫.২৫৭৬ কোটি টাকার মধ্যে ২০১৭ সালের মে মাস পর্যন্ত ৫৫১.০০৪৮ কোটি টাকা ব্যয় হয়েছে যা বরাদ্দকৃত টাকার টাকার ৫০.৭৭%।

সারণী ৩.১০ঃ প্রকল্প বাস্তবায়নের আর্থিক অগ্রগতি

ক্রমিক	আইটেম	বরাদ্দ (লক্ষ টাকা)	অগ্রগতি	
			টাকা (লক্ষ টাকা)	%
১.	জনবল	৫৪৯.৫২	৩৩৫.১০	১০০%
২.	অনুদান	৫২,৮৫৮.০৯	৩৩,৫৪৫.৯২	৯০%
৩.	শিক্ষাভাতা	২৬,৯০১.৬৬	১৩,৭৬৪.৬৫	৯৬%
৪.	যানবাহন	১০৮.৭১	১০৮.৭১	১০০%
৫.	যন্ত্রপাতি ও মেরামত	১৫৭.৯৪	৭০.২	৪৪.৪৫%
৬.	ফার্ণিচার	১৩.৭৪	১৩.৭৪	এলএস ১০০%
৭.	প্রিন্টিং, বই ও ষ্টেশনারী	৪৪১.৭৪	১২৪.০১	২৮.০৭
৮.	ট্রেনিং/স্টাডি ট্যুর	৫২২৪.২৩	২,৫১৮.৬৯	৪৮%
৯.	ওয়ার্কশপ/সেমিনার	১,৭৬৫.৬৫	৫৩০.৩৪	এলএস ২৮%
১০.	স্থানীয় পরামর্শক	৪,২৪৮.৯০	৭৪০.০৭	৪৩%
১১.	জ্বালানি খরচ	১২২.৯০	৭৭.৫৮	এলএস ৬১%
১২.	মনিটরিং (এলজিইডি)	৪,৪৫৮.৫২	২,৩৮২.৩০	এলএস ৫৩%
১৩.	সোনালী ব্যাংক সার্ভিস চার্জ	১,৬৩০.০৭	৭২২.৮১	এলএস ৪৪%
১৪.	ট্রাভেল ভাতা	৬২.৪৮	২০.০১	এলএস ৩২ %
১৫.	কন্টিনজেন্সি	৩১১.২৯	১৬৮.১০	এলএস ৫৪%
১৬.	ব্লক এ্যালোকেশন	৯,৬৭০.৩২	-	
মোট		১০৮,৫২৫.৭৬	৫৫,১০০.৪৮	৫০.৭৭

মন্তব্য ৩.২ঃ শিখন কার্যক্রমে ২০,৩১৮টি শিখন কেন্দ্রের আওতায় ৬,৯০,৬৭৪ শিক্ষার্থী ভর্তি হয় যেখানে রস্ক ১ম পর্যায় থেকে স্থানান্তনিত ২৯% কেন্দ্র ও ৩৬% শিক্ষার্থী রয়েছে। শিখন কেন্দ্রে ভর্তি হওয়া ১০০% শিক্ষার্থী অনগ্রসর ও দরিদ্র পরিবারের সন্তান এবং সিটি কর্পোরেশন এলাকার সব শিক্ষার্থী বস্তিতে বসবাস করে। এপ্রিল ২০১৭ পর্যন্ত প্রকল্প এলাকায় মোট ১০,১৩৫টি (৭৮.৬৮%) সচল রয়েছে। শিখন কেন্দ্রে শিক্ষার্থীদের লেখাপড়া চালিয়ে যাওয়ার ভিত্তিতে টিকে থাকা শিক্ষার্থীর হার ৫১.৬%%। পরিবীক্ষণ ফলাফল অনুযায়ী উপজেলা ও সিটি কর্পোরেশন এলাকায় টিকে থাকা শিক্ষার্থীর হার যথাক্রমে ৫১.৪৫% ও ৭২.৯৫%। পরিবীক্ষণ তথ্যের ভিত্তিতে ভিত্তিতে দেখা যায় উপজেলা এলাকায় ৩য় শ্রেণিতে শিক্ষার্থীর টিকে থাকার হার সর্বোচ্চ ৭০.৮২% এবং ৫ম শ্রেণিতে শিক্ষার্থীর টিকে থাকার হার সর্বনিম্ন ৩৯.২৪%। ফলাফল পর্যালোচনা করে দেখা যায় উপজেলা ও সিটি কর্পোরেশন উভয় এলাকাতেই শিক্ষার্থীর ক্লাসে উপস্থিতি ক্রমান্বয়ে কমে যাচ্ছে। উপজেলা এলাকায় শিক্ষার্থীর সংখ্যা কমে যাওয়ার কারণসমূহের মধ্যে পরিবারের জন্য আয়মূলক ও বাড়ির কাজে নিয়োজিত হওয়াকে প্রধান কারণ হিসাবে বিবেচনা করা যায়। এক্ষেত্রে পরিবারের মাইগ্রেশনকে সিটি কর্পোরেশন এলাকার জন্য প্রধান কারণ হিসাবে বিবেচনা করা হয়।

রস্ক ২য় পর্যায় প্রকল্পের আওতায় বর্তমানে ১০,১৩৫ জন যুবক পুরুষ ও মহিলা শিখন কেন্দ্রের শিক্ষক হিসেবে কর্মরত রয়েছেন। শিখন কেন্দ্রের শিক্ষক ও সিএমসি গঠনসহ প্রকল্পের বিভিন্ন কর্মকান্ডে মহিলাদের অগ্রাধিকার প্রদান ও অন্তর্ভুক্তি নিশ্চিত করা হয়েছে তবে প্রকল্প থেকে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করলে সিদ্ধান্ত গ্রহণে গ্রামীণ মহিলাদের দক্ষতা এবং অংশগ্রহণ বৃদ্ধি পাবে। সার্বিকভাবে বলা যায় পরিকল্পনা প্রণয়ন, বাস্তবায়ন কৌশল ও পদ্ধতি নির্ধারণ সহ বিভিন্ন ধাপে সরকারী-বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের যৌথ অংশগ্রহণ ও জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণ করার ক্ষেত্রে কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণ প্রকল্পের সফল বাস্তবায়নে ভূমিকা রাখবে।

৩.৩ কর্মপরিধি ৩ঃ প্রকল্পের উদ্দেশ্য অর্জনের পথে অগ্রগতি পর্যবেক্ষণ ও পর্যালোচনা এবং ফলপ্রসু করার জন্য গৃহীত কার্যাবলী প্রকল্পের উদ্দেশ্যের সাথে সামঞ্জস্যপুর্ণ কিনা তা পর্যালোচনা ও মতামত

৩.৩.১ প্রকল্পের উদ্দেশ্য অর্জনের পথে অগ্রগতি পর্যবেক্ষণ ও পর্যালোচনা

শিখন কার্যক্রম বাস্তবায়নঃ অনগ্রসর এলাকার সুবিধাবঞ্চিত ও গরীব পরিবারের স্কুলবর্হিভূত ৭.২ লক্ষ শিশুর মানসম্মত প্রাথমিক শিক্ষাচক্র সম্পন্ন করার লক্ষ্যে ”রিচিং আউট অব স্কুল চিলড্রেন (রস্ক)-২য় পর্যায়” প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। তথ্য পর্যালোচনা করে জানা যায় রস্ক ২য় পর্যায় প্রকল্পে ২১,৬৩২টি শিখন কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করার লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয় এবং প্রকল্প বাস্তবায়নকালীন সময়ের মধ্যে মোট ২০,৩১৮টি শিখন কেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত হয়। এক্ষেত্রে বলা যায় লক্ষ্যমাত্রা বিবেচনায় অর্জন ৯৪%। নিবিড় পরিবীক্ষণকালীণ সময়ে দেখা যায় ১০,১৩৫টি কেন্দ্র সচল রয়েছে যা রস্ক ২য় পর্যায় প্রকল্পের আওতায় প্রতিষ্ঠিত শিখন কেন্দ্রের ৭৮%।

সারণী ৩.১১ঃ প্রকল্পের আওতায় মোট প্রতিষ্ঠিত ও স্টাডিকালীন সময়ে সচল শিখন কেন্দ্রের বিন্যাস

লক্ষ্যমাত্রা	প্রতিষ্ঠিত শিখন কেন্দ্র			সচল শিখন কেন্দ্র	
		সংখ্যা	অর্জন (%)	সংখ্যা	%
২১,৬৩২	রস্ক ১ম পর্যায় থেকে স্থানান্তর	৭,৩৫৯	৯৪	-	-
	উপজেলা পর্যায়	১২,৮৮০		১০,০৫৬	৭৮
	সিটি কর্পোরেশন এলাকায়	৭৯		৭৯	১০০
	মোট/গড়	২০,৩১৮		১০,১৩৫	৭৮

(সূত্রঃ রস্ক প্রকল্প অফিস ও এমআইএম সেল-এলজিইডি)

নিবিড় পরিবীক্ষণ ফলাফল থেকে জানাা যায় রস্ক ২য় পর্যায় প্রকল্পের আওতায় মোট অন্তর্ভুক্ত শিক্ষার্থীর সংখ্যা ৬,৯০,৬৭৪। ফলাফল পর্যালোচনা করে দেখা যায় লক্ষ্যমাত্রা বিবেচনায় শিক্ষার্থী অন্তর্ভুক্তির ক্ষেত্রে অর্জন ৯৬% যেখানে মেয়ে ও ছেলে শিক্ষার্থীর ক্ষেত্রে অর্জন যথাক্রমে ৯৪% এবং ৯৮%।

সারণী ৩.১২ঃ রস্ক ২য় পর্যায় প্রকল্পর আওতায় অন্তর্ভুক্ত শিক্ষার্থীর বিন্যাস

লক্ষ্যমাত্রা	কর্মসূচি এলাকা	শিক্ষার্থীর অন্তর্ভুক্তি								
		ছাত্র		ছাত্রী		মোট		অর্জন (%)		
		সংখ্যা	%	সংখ্যা	%	সংখ্যা	%	মোট	ছাত্র	ছাত্রী
	রস্ক ১ম পর্যায় থেকে স্থানান্তর	৯৮,৭৬০	৪৯	১০২,০৯৫	৫১	২,০০,৮৫৫	২৯.০৮	৯৬	৯৮	৯৪
	উপজেলা পর্যায়	২,৫২,৩৯৯	৫২	২,৩৪,২৬০	৪৮	৪,৮৬,৬৫৯	৭০.৪৬			
	সিটি কর্পোরেশন এলাকায়	১,৬১০	৫১	১,৫৫০	৪৯	৩,১৬০	০.৪৬			
	মোট	৩,৫২,৭৬৯	৫১	৩,৩৭,৯০৫	৪৯	৬,৯০,৬৭৪	১০০			

পরিবীক্ষণ ফলাফল পর্যালোচনা সাপেক্ষে বলা যেতে পারে স্কুলবহির্ভূত শিশুদের প্রাথমিক শিক্ষা প্রদান করার ক্ষেত্রে অগ্রগতির পরিমান ৪৩%। রস্ক ১ম পর্যায় থেকে স্থানান্তরিত শিক্ষার্থীদের মধ্যে সমাপনী পরীক্ষায় কৃতকার্য হওয়া শিক্ষার্থীদের হার এবং উপজেলা ও শহর এলাকায় বর্তমানে লেখাপড়া চালিয়ে যাওয়া শিক্ষার্থীদেরকে বিবেচনায় রেখে প্রাথমিক শিক্ষা প্রদান অগ্রগতি নির্ণয় করা হয়। পরিবীক্ষণ তথ্য মতে অন্তর্ভুক্ত মেয়ে শিক্ষার্থীর হার মোট অন্তর্ভুক্ত শিক্ষার্থীর ৪৯%। রস্ক ২য় পর্যায় প্রকল্পর আওতায় অন্তর্ভুক্ত সকল শিক্ষার্থী দরিদ্র পরিবারের সন্তান রস্ক ২য় পর্যায় প্রকল্পর আওতায় অন্তর্ভুক্ত শিক্ষার্থীরা বর্তমানে ৩য়, ৪র্থ ও ৫ম শ্রেণিতে অধ্যয়নরত। বিস্তারিত পর্যালোচনা সাপেক্ষে জানা যায় শ্রেণি ভিত্তিক স্কুলে টিকে থাকা শিক্ষার্থীর গড় হার ৫১.৪৫%। রস্ক ২য় পর্যায় প্রকল্পর আওতায় ভর্তি সম্পর্কিত তথ্য পর্যালোচনা করে বলা যায় যে ভর্তিকৃত শিক্ষার্থীরা যথাক্রমে ২০১৭, ২০১৮ ও ২০১৯ সালে সমাপনী পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করবে। তবে রস্ক ১ম পর্যায় থেকে স্থানান্তরিত শিক্ষার্থীদের মধ্যে কৃতকার্য হওয়া শিক্ষার্থীর হার বিবেচনায় রেখে বলা যেতে পারে ২০১৪-২০১৫ সালে শিক্ষা সম্পাদনের হার ২৩%।

সারণী ৩.১৩ঃ প্রকল্পের লক্ষ্যমাত্রা ও অগ্রগতি

নির্দেশক	লক্ষ্যমাত্রা	অগ্রগতি (%)
১. স্কুলবহির্ভূত শিশুদেরকে শিখন কেন্দ্রে অন্তর্ভুক্তি	৭,২০,০০০	৪৩%
২. মেয়ে শিক্ষার্থীর অন্তর্ভুক্তি	৫০%	৪৯%
৩. অনগ্রসর পরিবারের শিক্ষার্থী	৮৫%	১০০%
৪. শ্রেণী ভিত্তিক স্কুলে টিকে থাকা শিক্ষার্থী	৭১-৭৫%	৫১.৪৫%
৫. শিক্ষার্থীদের প্রাথমিক শিক্ষা সম্পাদন	৭৫%	২৩%

রস্ক ১ম পর্যায় হতে স্থানান্তরিত শিক্ষার্থীরা ২০১৫ সাল পর্যন্ত রস্ক ২য় পর্যায় প্রকল্পের আওতায় লেখাপড়া চালিয়ে যায় যায় এবং শিক্ষার প্রাথমিক স্তর সম্পাদনের লক্ষ্যে ২০১৪ ও ২০১৫ সালে সমাপনী পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করে। সমাপনী পরীক্ষায় অংশগ্রহণকারী শিক্ষার্থীর সংখ্যা ৫৬,৯০৪ যা মোট শিক্ষার্থীর ২৮.৩৩% যার মধ্যে ২০১৪ ও ২০১৫ সালে অংশগ্রহণকারী শিক্ষার্থীর সংখ্যা যথাক্রমে ৩০,১৯২ (৩০.৫৬%) ও ২৬,৭১২ (২৬.১৭%)। জানা যায় অংশগ্রহণকারী শিক্ষার্থীর মধ্যে ৮১% পাশ করে যার মধ্যে জিপিএ ৫ প্রাপ্ত শিক্ষার্থীর সংখ্যা ১৮২। ফলাফল পর্যালোচনা করে দেখা যায় ২০১৪ ও ২০১৫ সালে যথাক্রমে ৭১.৭৪% এবং ৯১.৮৫% শিক্ষার্থী উত্তীর্ণ হয় যার মধ্যে জিপিএ ৫ প্রাপ্ত শিক্ষার্থীর সংখ্যা ৮৯ ও ৯৩।

সারণী ৩.১৪ঃ রস্ক ১ম পর্যায় থেকে স্থানান্তরিত হওয়া সমাপনী পরীক্ষায় অংশগ্রহণকারী শিক্ষার্থীর বিন্যাস

স্থানান্তরিত শিক্ষার্থী		অংশগ্রহণ বছর	অংশগ্রহণকারী শিক্ষার্থী		ফলাফল		
			সংখ্যা	%	পাশকৃত শিক্ষার্থী	পাশের হার (%)	জিপিএ ৫ অর্জন
৯৮,৭৮৫		২০১৪	৩০,১৯২	৩০.৫৬	২১,৬৬০	৭১.৭৪	৮৯
১০২,০৭০		২০১৫	২৬,৭১২	২৬.১৭	২৪,৫৩৫	৯১.৮৫	৯৩
মোট	২০০,৮৫৫		৫৬,৯০৪	২৮.৩৩	৪৬,১৯৫	৮১.১৮	১৮২

পরিবীক্ষণ ফলাফল অনুযায়ী প্রতিটি শিখন কেন্দ্রে গড়ে ১৮.৩৫ জন শিক্ষার্থী অধ্যয়ন করছে যেখানে ভর্তিকৃত শিক্ষার্থীর সংখ্যা ছিল ৩৫.৬৭। ফলাফল পর্যালোচনা করে দেখা যায় শিখন কেন্দ্রসমূহে শিক্ষার্থীর টিকে থাকার গড় হার ৫১.৬% যেখানে উপজেলা ও সিটি কর্পোরেশন এলাকায় এই হার যথাক্রমে ৫১.৪৫% ও ৭২.৯৫%। দেখা যায় ছেলে ও মেয়ে শিক্ষার্থীর হার যথাক্রমে ৫১ % ও ৪৯%। অধ্যয়নরত শিক্ষার্থীর শ্রেণিভিত্তিক বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় উপজেলা পর্যায়ে ৫ম শ্রেণিতে শিক্ষার্থীর টিকে থাকার হার সবচেয়ে কম যা মাত্র ৩৯.২৪% এবং ৩য় শ্রেণিতে সর্বোচ্চ ৭০.৮২%। ৪র্থ শ্রেণিতে শিক্ষার্থীর টিকে থাকার হার ৪৬.৩৮%।

সারণী ৩.১৫ঃ শিখন কার্যক্রম চালিয়ে যাওয়া শিক্ষার্থীর বিন্যাস

কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা ও শিক্ষার্থী ভর্তির বছর	সাল অনুযায়ী পরিবীক্ষণ আওতাধীন কেন্দ্রসমূহের তথ্যের ভিত্তিতে ভর্তিকৃত শিক্ষার্থী					
	প্রতি কেন্দ্রে ভর্তিকৃত শিক্ষার্থী	মোট	ছেলে		মেয়ে	
			সংখ্যা	%	সংখ্যা	%
২০১৩	৩৭.০০	৬,৬৬০	৩,৪৫৩	৫১.৮৪	৩,২০৭	৪৮.১৬
২০১৪	৩৭.০০	৬,৬৬০	৩,৩৫৮	৫০.৪২	৩,৩০২	৪৯.৫৮
২০১৪	৩৩.০০	৫,৯৪০	৩,০৬১	৫১.৫৩	২,৮৭৯	৪৮.৪৭
গড়	৩৫.৬৭	৬,৪২০	৩,২৮৯	৫১.২৩	৩,১৩১	৪৮.৭৭

শিক্ষার্থীর বর্তমান অধ্যয়ন	পরিবীক্ষণ আওতাধীন কেন্দ্রসমূহের তথ্যের ভিত্তিতে শ্রেণিভিত্তিক অধ্যয়নরত শিক্ষার্থী						
	প্রতি কেন্দ্রে অধ্যয়নরত শিক্ষার্থী	মোট	ছেলে	মেয়ে	টিকে থাকার হার (%)		
					মোট	ছেলে	মেয়ে
৫ম শেণি	১৪.৫২	২,৬১৪	১,২৯২	১,৩২১	৩৯.২৪	৪৯.৪৫	৫০.৫৫
৪র্থ শেণি	১৭.১৬	৩,০৮৯	১,৫৭১	১,৫১৮	৪৬.৩৮	৫০.৮৭	৪৯.১৩
৩য় শেণি	২৩.৩৭	৪,২০৭	২,১৭৬	২,০৩১	৭০.৮২	৫১.৭৩	৪৮.২৭
গড়	১৮.৩৫	৩,৩০৩	১,৬৯০	১,৬১৩	৫১.৪৫	৫১.১৮	৪৮.৮২

শিক্ষাভাতা প্রদানঃ সুবিধাবঞ্চিত ও গরীব পরিবারের স্কুলবহির্ভূত শিশুদেরকে প্রকল্পের আওতায় শিখন কার্যক্রম চালিয়ে যাওয়ার মাধ্যমে প্রাথমিক শিক্ষা সম্পন্ন করতে সহায়তা করার লক্ষ্যে শিক্ষাভাতা প্রদান করা হয়। নির্ধারিত শর্ত পূরণকৃত সকল শিক্ষার্থী এই শিক্ষাভাতা পেয়ে থাকে। পরিবীক্ষণ তথ্যমতে শিখন কেন্দ্রে শিখন কার্যক্রম চালিয়ে যাওয়া ১০০% শিক্ষার্থী নিয়মিত শিক্ষাভাতা পেয়ে থাকে। জানা যায় শিখন কেন্দ্রসমূহে শিক্ষাভাতা পাওয়ার শর্তগুলি শিক্ষার্থীদের সাথে আলোচনা করা হয় যাতে শিক্ষার্থী বিষয়টি অভিভাবকদেরকে অবহিত করতে পারে। প্রায় ৭৮% শিক্ষার্থীর শিক্ষাভাতা পাওয়ার শর্ত সম্পর্কে জ্ঞান রয়েছে। ফলাফল অনুযায়ী বলা যায় প্রায় ৮৩% অভিভাবক শিক্ষাভাতা পাওয়ার শর্ত সম্পর্কে জানে না। সরেজমিন অনুসন্ধানের ভিত্তিতে বলা যেতে পারে শিক্ষাভাতা পাওয়ার শর্তগুলি গুরুত্ব সহকারে আলোচনা করা হয় না। পরিবীক্ষণ তথ্য আরো সমর্থন করে যে প্রায় অধিকাংশ সিএমসি সদস্যবৃন্দ শিক্ষাভাতার শর্তসমূহ সম্পর্কে যথেষ্ট সচেতন নয়।

সারণী ৩.১৬ঃ উপজেলা এলাকায় শিক্ষাভাতা প্রাপ্ত শিক্ষার্থী বিন্যাস (২০১৩-২০১৫ সালে ভর্তিকৃত)

শিক্ষার্থী ভর্তির বছর	পরিবীক্ষণ আওতাধীন কেন্দ্রসমূহের তথ্যের ভিত্তিতে			
	ভর্তিকৃত শিক্ষার্থী সংখ্যা	২০১৭ সালে শিক্ষার্থীর অধ্যয়ন	শিক্ষাভাতা প্রাপ্ত শিক্ষার্থী	
			সংখ্যা	%
২০১৩	৬,৬৬০	৫ম শেণি	২,৬১৪	১০০
২০১৪	৬,৬৬০	৪র্থ শেণি	৩,০৮৯	১০০
২০১৫	৫,৯৪০	৩য় শেণি	৪,২০৭	১০০
মোট	৬,৪২০		৩,৩০৩	১০০

শিক্ষক প্রশিক্ষণ কার্যক্রমঃ শিখন কার্যক্রম সুষ্ঠভাবে পরিচালনা করা, পেশাদার দক্ষতা ও শিক্ষাদান পদ্ধতি উন্নতির লক্ষ্যে শিক্ষকদের বুনিয়াদি ও সঞ্জীবনী প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

টিচার গ্রুপ মিটিংঃ বিস্তারিত আলোচনার ভিত্তিতে বলা যায় টিচার গ্রুপ মিটিং নিয়মিতভাবে অনুষ্ঠিত হয় না, তাছাড়া অধিকাংশ শিক্ষক বিষয়টি সম্পর্কে ভালভাবে জানে না। জানা যায় মিটিং করার জন্য কোন পরিকল্পনা নাই এবং শিক্ষকরা এক্ষেত্রে তেমন সক্রিয় নয়। পরিবীক্ষণ থেকে জানা যায় অল্প সংখ্যক এলাকায় শিক্ষকরা মাঝে মাঝে নিজেদের মধ্যে অভিজ্ঞতা বিনিময় করার জন্য মিটিং করে থাকেন যা সম্পূর্ণরুপে অনানুষ্ঠানিক হিসেবে বিবেচনা করা যেতে পারে। তবে পাঠদান দক্ষতা বৃদ্ধিতে পদ্ধতিটি বেশ কার্যকর বলে শিক্ষকরা মন্তব্য করেন।

স্কুলবহির্ভূত শিশুদেরকে কারিগরী প্রশিক্ষণ প্রদানঃ প্রাথমিক শিক্ষাস্তর সম্পন্ন করা ১৫ বছরের অধিক বয়সের স্কুলবহির্ভূত শিশুদেরকে জীবিকা অর্জনে সহায়তা করার লক্ষ্যে প্রকল্পের আওতায় কারিগরী প্রশিক্ষণ কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়। রস্ক ২য় পর্যায় প্রকল্পের সংশ্লিষ্ট কর্মতর্কাদের সাথে নিবিড় সাক্ষাতকার পরিচালনার মাধ্যমে জানা যায় রস্ক ২য় পর্যায় প্রকল্পের আওতায় প্রাক ভোকেশনাল প্রশিক্ষণ কার্যক্রম প্রস্তাবিত ৯০টি উপজেলার মধ্যে ৩০টি উপজেলায় শুরু করার ক্ষেত্রে প্রাথমিক কর্মকান্ড সম্পন্ন করা হয়েছে এবং ইতিমধ্যে মবিলাইজেশন কার্যক্রম সম্পন্ন করা হয়েছে; প্রশিক্ষণার্থী নির্বাচন করা হয়েছে; সুপারভাইজার নিয়োগ দেয়া হয়েছে এবং বুথ অপারেশন কার্যক্রম চলমান রয়েছে। প্রকল্পের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের প্রদেয় তথ্যমতে ২০১৭ সালের মে মাসের ১ম বা ২য় সপ্তাহে প্রশিক্ষণার্থীদেরকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হবে যেখানে স্থানীয় চাহিদার ভিত্তিতে প্রশিক্ষণের ট্রেড নির্বাচন করা হবে।

৩.৩.২ প্রকল্পের গৃহীত কার্যাবলী প্রকল্পের উদ্দেশ্যের সাথে সামঞ্জস্যতা পর্যবেক্ষণ ও পর্যালোচনা

বিস্তারিত পর্যালোচনা সাপেক্ষে বলা যায় শিখন কার্যক্রম পরিচালনা করার মাধ্যমে গ্রাম ও শহর এলাকার সুবিধাবঞ্চিত পরিবারের স্কুলবহির্ভূত শিশুদের লেখাপড়ার সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে এবং শিশুরা লেখাপড়া চালিয়ে যাচ্ছে। সার্বিক বিবেচনায় কার্যক্রমটি প্রকল্পের উদ্দেশ্য অর্জনে সহায়তা করছে এবং সে অর্থে কার্যক্রমকে উদ্দেশ্যের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ বলা যায়।

পরিবীক্ষণ ফলাফলের ভিত্তিতে বলা যেতে পারে শিক্ষাভাতা কার্যক্রম গরীব পরিবারের শিক্ষার্থীদের শিক্ষা কার্যক্রম চালিয়ে যাওয়ার মাধ্যমে প্রাথমিক শিক্ষাচক্র সম্পন্ন করে মাধ্যমিক শিক্ষাস্তরে প্রবেশের সুযোগ সৃষ্টি করেছে। শিক্ষক, শিক্ষার্থী ও অভিভাবকগদের মতামত পর্যালোচনা করে দেখা যায় শিক্ষাভাতা প্রদানের ফলে সন্তানকে স্কুলে পাঠাতে অভিভাবকদের মধ্যে আগ্রহ সৃষ্টি হয়েছে। শিক্ষাভাতার শর্তসমূহ সম্পর্কে অভিভাবকদেরকে সচেতন করা গেলে শিখন কেন্দ্রে শিক্ষার্থীর উপস্থিতি বৃদ্ধি করবে এবং শিক্ষার প্রাথমিক স্তর সম্পন্ন করতে ভূমিকা রাখবে।

প্রাথমিক শিক্ষা সম্পন্ন করা ১৫ বছরের অধিক বয়সী শিশুদেরকে কারিগরী প্রশিক্ষণ প্রদান কার্যক্রম স্টাডি পরিচালনাকালীন সময় পর্যন্ত শুরু হয় নাই। কার্যক্রম পরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন পদ্ধতি পর্যালোচনা করে বলা যেতে পারে কার্যক্রমের সফল বাস্তবায়নের ফলে লক্ষভূক্ত শিশুদের কারিগরী দক্ষতা বৃদ্ধি পাবে ফলে শিশুদের আত্মকর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হবে এবং জীবিকা অর্জনে সহায়তা করবে। কারিগরী প্রশিক্ষণ কার্যক্রমটি প্রকল্পের উদ্দেশ্যের সাথে যথেষ্ট সামঞ্জস্যপূর্ণ বলা যায়।

রস্ক ২য় পর্যায় প্রকল্প বাস্তবায়নের বিভিন্ন ধাপে মহিলাদের সম্পৃক্ততা রয়েছে। দেখা গেছে বেশীরভাগ শিক্ষার্থীর অভিভাবক মহিলা। শিখন কেন্দ্রে শিক্ষক নিয়োগের ক্ষেত্রে মহিলাদেরকে অগ্রাধিকার দেয়া হয়েছে এবং মহিলাদের জন্য পুরুষের তুলনায় শিক্ষাগত যোগ্যতা শিথিল করার মাধ্যমে অধিক সংখ্যক মহিলাকে নিয়োগ দেয়া হয়েছে। সিএমসি গঠনের ক্ষেত্রে সংখ্যার ভিত্তিতে অধিকাংশ কমিটিতে তুলনামুলকভাবে মহিলাদের সংখ্যা পুরুষদের থেকে বেশী রয়েছে এবং কমিটির চেয়ারপরসন নির্বাচনের ক্ষেত্রেও বিষয়টি লক্ষ্য করা গেছে। সংখ্যাগরিষ্ঠতার বিবেচনায় সিএমসিতে মহিলাদের প্রাধান্য থাকলেও শিখন কেন্দ্র ব্যবস্থাপনায় সিদ্ধান্ত গ্রহণে মহিলাদের দক্ষতার যথেষ্ট অভাব রয়েছে। জানা যায় দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রকল্পের কর্মকান্ডের সাথে সম্পৃক্ত সকল মহিলাদের জন্য বিশেষ কোন প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয় নাই। এক্ষেত্রে প্রশিক্ষণ প্রদানের মধ্যেমে মহিলাদের দক্ষতা বৃদ্ধি করা গেলে কার্যক্রমটি উদ্দেশ্যের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হতে পারে। পরিবীক্ষণ ফলাফল সাপেক্ষে বলা যায় শিক্ষক প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনা করার ফলে শিক্ষকদের দক্ষতা বৃদ্ধি পেয়েছে। শিক্ষকবৃন্দ শিশুদেরকে সহজ ও শিশুবান্ধব পদ্ধতিতে পাঠদান করছে ফলে শিক্ষাভীতি দূর হয়েছে এবং লেখাপড়ার প্রতি শিশুদের আগ্রহ ও মনোযোগ বৃদ্ধি পেয়েছে। সবদিক দিয়ে বিচার-বিশ্লেষণ করে দেখা যায় শিক্ষক প্রশিক্ষণ কার্যক্রমের ফলে মাঠ পর্যায়ে শিখন কার্যক্রমের উন্নয়ন

হয়েছে, যা লক্ষ্যভুক্ত শিশুদের শিক্ষার প্রাথমিক স্তর সম্পন্ন করতে ভূমিকা রাখবে। এমতাবস্থায় কার্যক্রমকে উদ্দেশ্যের সাথে যথেষ্ট সামঞ্জস্যপূর্ণ বলা যায়।

মন্তব্য ৩.৩ঃ শিখন কার্যক্রম পরিচালনা ও শিক্ষাভাতা কার্যক্রম গরীব পরিবারের স্কুলবহির্ভূত শিশুদের প্রাথমিক শিক্ষা গ্রহণে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে। কারিগরী প্রশিক্ষণ কার্যক্রম লক্ষ্যভুক্ত শিশুদের আত্মকর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি এবং জীবিকা অর্জনের ক্ষেত্রে সহায়তা করবে। শিক্ষক প্রশিক্ষণ কার্যক্রম শিক্ষকের দক্ষতা বৃদ্ধি ও শিক্ষার মান উন্নয়নে কার্যকরী ভূমিকা পালন করছে। সার্বিকভাবে প্রকল্পের বর্তমান অগ্রগতি পর্যবেক্ষণ ও পর্যালোচনা সাপেক্ষে বলা যায় প্রকল্পের আওতায় গৃহীত কার্যাবলী প্রকল্পের উদ্দেশ্যের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ এবং উদ্দেশ্যকে ফলপ্রসু করার ক্ষেত্রে যথেষ্ট অবদান রাখছে।

৩.৪ কর্মপরিধি ৪ঃ প্রকল্পের আওতায় সম্পাদিত বিভিন্ন পণ্য ও মালমাল সংগ্রহের ক্ষেত্রে প্রচলিত আইন ও বিধিমালা (পিপিআর, উন্নয়ন সহযোগীর গাইডলাইন ইত্যাদি) প্রতিপালন বিষয়ে পর্যবেক্ষণ ও পর্যালোচনা

সরেজমিন পর্যবেক্ষণ ও সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের সাক্ষাতকার বিশ্লেষণ সাপেক্ষে বলা যায় যথাযথ প্রকিউরমেন্ট প্রক্রিয়া অনুসরণ করে প্রকল্পের আওতায় বিভিন্ন পণ্য ও মালামাল ক্রয় করা হয়েছে। দেখা যায় দরপত্র আহবান, কমিটি গঠন, যাচাই-বাছাই ও মূল্যায়ন, অনুমোদন, কার্যাদেশ প্রদান, কার্যাদেশের শর্ত অনুযায়ী সময়মত এবং মানসম্মত পণ্য ও মালামাল বুঝে নেয়া, বিধি মোতাবেক বিল প্রদানসহ প্রাসঙ্গিক সকল কার্যক্রম বিশ্ব ব্যাংকের ক্রয় সংক্রান্ত বিধিমালার সাথে সমন্বয় রেখে পিপিআর ২০০৮ অনুযায়ী করা হয়েছে। বিস্তারিত পর্যালোচনা সাপেক্ষে জানা যায় পণ্য ও মালামাল ক্রয় সংক্রান্ত ব্যাপারে কোন ধরণের জটিলতা দেকা দেয় নাই এবং নিরীক্ষা প্রতিবেদনে অনিয়ম সম্পর্কে কিছুই উল্লেখ করা হয় নাই।

৩.৫ কর্মপরিধি ৫ঃ প্রকল্পের আওতায় সংগৃহীত/সংগৃহীতব্য পণ্য ও সেবা পরিচালনা এবং প্রয়োজনীয় জনবলসহ আনুষঙ্গিক বিষয়াদি পর্যবেক্ষণ ও পর্যালোচনা

৩.৫.১ পণ্য ও সেবা সংগ্রহ

প্রকল্পের আওতায় বিভিন্ন সময়ে সরকারী ক্রয়বিধি অনুযায়ী মোট ৩৯টি প্যাকেজে বিভিন্ন পণ্য ও সেবাসমূহ সংগ্রহ করা হয়েছে যার মধ্যে ২২টি প্যাকেজ বিভিন্ন পণ্য এবং ১৭টি প্যাকেজ সেবাসংক্রান্ত (সারণী ৩.১৭)।

সারণী ৩.১৭ঃ সংগৃহীত/সংগৃহীতব্য পণ্য ও সেবাসমূহের বিবরণ

ক্রমিক	প্যাকেজ নং	পণ্য ও সেবাসমূহের বিবরণ	পরিমাণ/সংখ্যা	ক্রয় পদ্ধতি
১.	জি-১	কম্পিউটার, ল্যাপটপ, লেজার প্রিন্টার ও কালার প্রিন্টার ক্রয়	কম্পিউটার-৫ টি, ল্যাপটপ-২ টি, লেজার প্রিন্টার-৫ টি কালার প্রিন্টার-১টি	এনসিবি
২.	জি-১.১	অফিসের জন্য ডেক্সটপ কম্পিউটার ক্রয়	৮টি	আরএফকিউ
৩.	জি-৩	ফটোকপি মেশিন ক্রয়	২টি	এনসিবি
৪.	জি-৪	ফ্যাক্স মেশিন ক্রয়, টেলিফোন লাইন সংযোগ ও পিএবিএক্স সিস্টেম স্থাপন	ফ্যাক্স মেশিন-২টি, টেলিফোন লাইন সংযোগ-৮টি ও পিএবিএক্স সিস্টেম স্থাপন-১টি	আরএফকিউ
৫.	জি-৫	ডিজিটাল ক্যামেরা, ভিডিও ক্যামেরা ও মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টর ক্রয়	ডিজিটাল ক্যামেরা-১টি, ভিডিও ক্যামেরা-১টি ও মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টর ১টি	আরএফকিউ
৬.	জি-৬	এয়ার কন্ডিশনার ক্রয়	৫টি	এনসিবি
৭.	জি-৭	একাউন্টিং সফটওয়্যার এপ্লিকেশন ক্রয়	১টি	আরএফকিউ
৮.	জি-১০.৩	ফার্নিচার ক্রয়	১ সেট	এনসিবি

৯.	জি-১১	জীপ (লট ১) ও মাইক্রোবাস ক্রয় (লট ২)	২টি	এনসিবি
১০.	জি-১১.১	মটরসাইকেল ক্রয়	২টি	আরএফকিউ
১১.	জি-১২	নির্দেশনা উপকরণ ক্রয়	এলএস	এনসিবি
১২.	জি-১৩.১	প্রকল্পের বিভিন্ন ম্যানুয়েল ও ফরম প্রিন্টিং	এলএস	আরএফকিউ
১৩.	জি-১৩.২	প্রকল্পের বিভিন্ন ম্যানুয়েল ও ফরম প্রিন্টিং	এলএস	এনসিবি
১৪.	জি-১৩.৩	প্রকল্পের বিভিন্ন ম্যানুয়েল ও ফরম প্রিন্টিং	এলএস	আরএফকিউ
১৫.	জি-১৫	১০০ উপজেলায় বই সরবরাহ	এলএস	এনসিবি
১৬.	জি-১৮	অফিস মেরামত	এলএস	আরএফকিউ
১৭.	জি-১৯	অফিস ডেকোরেশন	এলএস	আরএফকিউ
১৮.	জি-২১	যানবাহন মেরামত	এলএস	আরএফকিউ
১৯.	জি-২২	বৈদ্যুতিক লাইন উন্নতকরণ ও মালামাল ক্রয়	এলএস	আরএফকিউ
২০.	এনসিএস-১	যানবাহন হায়ার করা	এলএস	আরএফকিউ
২১.	এনসিএস-২	উপজেলায় বই সরবরাহ	এলএস	আরএফকিউ
২২.	এস-৫	দক্ষতা সম্পন্ন অডিড ফার্মের নিয়োগ	এলএস	এফবিএস
২৩.	এস-৬	ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আইইআর বিভাগকে নিয়োগ	এলএস	এসএসএস
২৪.	এস-১.১	প্রজেক্ট ম্যানেজমেন্ট কনসালট্যান্ট নিয়োগ	১	আইসি
২৫.	এস-১.১.বি	প্রজেক্ট ম্যানেজমেন্ট কনট্রাক্ট	১২	আইসি
২৬.	এস-১.২	কোয়ালিটি কনসালট্যান্ট	১	আইসি
২৭.	এস-১.৩	প্রকিউরমেণ্ট কনসালট্যান্ট	১	আইসি
২৮.	এস-১.৩.বি	প্রকিউরমেণ্ট কনসালট্যান্ট	১	আইসি
২৯.	এস-১.৪	ফিনানসিয়াল ম্যানেজমেন্ট কনসালট্যান্ট	১	আইসি
৩০.	এস-১.৪.বি	ফিনানসিয়াল ম্যানেজমেন্ট কনসালট্যান্ট	১	আইসি
৩১.	এস-১.৫	পাইলট প্রোগ্রাম কনসালট্যান্ট নিয়োগ	১	আইসি
৩২.	এস-১.৬	ডিসবার্জমেন্ট কনসালট্যান্ট নিয়োগ	১	আইসি
৩৩.	এস-১.৭.৪	তথ্য প্রযুক্তি জুনিয়র কনসালট্যান্ট নিয়োগ	১	আইসি
৩৪.	এস-১. ৭.বি	আরবান স্লাম চিলড্রেন এডুকেশন কনসালট্যান্ট নিয়োগ	১	আইসি
৩৫.	এস-১.৭.সি	প্রি-ভোকেশনাল এডুকেশন ও ট্রেনিং কনসালট্যান্ট নিয়োগ	১	আইসি
৩৬.	এস-১.৯	জুনিয়র কনসালট্যান্ট নিয়োগ (মনিটিং এন্ড ইভালুয়েশন)	১	আইসি
৩৭.	এস-১.১৩	আরবান স্লাম প্রোগ্রাম সুপারভাইজার নিয়োগ	১১	আইসি
৩৮.	এস-১.১৩	প্রি-ভোকেশনাল প্রোগ্রাম সুপারভাইজার নিয়োগ	২০	আইসি
৩৯.	এস-৭	আরবান ও প্রি-ভোকেশনাল এডুকেশন প্রোগ্রাম স্পেশালাইজ্ড এজেন্সি (এনইউবি-২)	এলএস	এসএসএস

প্রকল্পের আওতায় পণ্য, মালামাল ও সেবাসমূহ সমূহ যথাসময়ে সংগ্রহ এবং সরবরাহ নিশ্চিত করা হয়েছে। জানা যায় সংগৃহীত পণ্য, ও মালামালসমূহ পরিবীক্ষণকলীন সময়ে (এপ্রিল ২০১৭) কার্যকরী রয়েছে।

৩.৫.২ প্রকল্পের জনবল

ক্রমিক	পদবী	সংখ্যা
১.	প্রকল্প পরিচালক	১
২.	উপ-প্রকল্প পরিচালক	১
৩.	সহকারী পরিচালক	৪
৪.	হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা	১
৫.	প্রোগ্রাম অফিসার	৩
৬.	ডাটা এন্ট্রি অপারেটর	৪
৭.	সহকারী হিসাবরক্ষক	১
৮.	ড্রাইভার	৪
৯.	এমএলএসএস	৩
১০.	ক্লিনার	১
মোট		২৩

প্রকাল্পে কর্মরত প্রকল্প পরিচালক, উপ-প্রকল্প পরিচালক এবং সহকারী পরিচালকগণ বিভিন্ন ক্যাডারের সরকারী কর্মকর্তা এবং অন্যান্য সকল পদের জনবল (ক্রমিক ৪-১০) প্রকল্প সময়ের জন্য চুক্তিভিত্তিক নিয়োগপ্রাপ্ত। প্রকল্পের মেয়াদ শেষ হওয়ার সাথে উক্ত পদের জনবলসহ পদ স্বাভাবিকভাবে বিলুপ্ত হয়ে যাবে।

৩.৬ কর্মপরিধি ৬ঃ প্রকল্পের বাস্তবায়ন সম্পর্কিত বিভিন্ন সমস্যাবলী, প্রকল্প ব্যবস্থাপনার মান এবং প্রকল্পের মেয়াদ ও ব্যয় বৃদ্ধিসহ বিভিন্ন দিক পর্যবেক্ষণ ও পর্যালোচনা

আরডিপিপি বরাদ্দ বিবেচনায় পণ্য, কার্য ও সেবা ক্রয়/সংগ্রহের ক্ষেত্রে ব্যয় বৃদ্ধি হয় নাই। বিভিন্ন তথ্য পর্যবেক্ষণ ও পর্যালোচনা সাপেক্ষে দেখা যায় প্রকল্পের পণ্য ক্রয় এবং সেবা সংগ্রহের ক্ষেত্রে কোন সমস্যা হয় নাই এবং অর্থায়নে কোন বিলম্ব হয় নাই। তবে সার্বিক প্রেক্ষাপটে প্রকল্প বাস্তবায়ন সম্পর্কিত কিছু বিষয়সমূহকে সমস্যা হিসেবে বিবেচনা করা যেতে পারে; যেমনঃ (১) কিছু কার্যক্রম সময়মত শুরু করতে না পারা; (২) শিখন কেন্দ্রের জন্য ভালমানের ঘর ভাড়া করতে না পারা; (৩) শিক্ষার্থীদের উপযুক্ত বসার ব্যবস্থা না থাকা; (৪) কিছু কেন্দ্রে বিশুদ্ধ পানি পান এবং বেশীরভাগ কেন্দ্রে স্যানিটারী টয়লেট বিশেষকরে মেয়েদের জন্য পৃথক টয়লেটের ব্যবস্থা না থাকা; (৫) পাঠ্যবইয়ে যুক্তাক্ষরের ব্যবহার বুঝতে না পারার ফলে শিক্ষার্থীদের শিক্ষাভীতির সৃষ্টি হওয়া; (৬) পাঠদান করার ক্ষেত্রে অনেক শিক্ষকের প্রয়োজনীয় দক্ষতার অভাব; (৭) বেতন ভাতা কম হওয়ায় শিখন কেন্দ্রে যোগ্য শিক্ষক না পাওয়া; (৮) একজন শিক্ষকের পক্ষে সকল পাঠ্যবিষয় ভালভাবে বুঝিয়ে পড়ানো সম্ভব হয় না; (৯) ক্লাসে শিক্ষার্থীদের উপস্থিতি দিনে দিনে কমে যাওয়া; (১০) কেন্দ্র পরিচালনা করার ক্ষেত্রে সিএমসি'র দক্ষতার অভাব; (১১) অভিভাবকদের সচেতনতার অভাব; (১২) মাঠ পর্যয়ে মনিটরিং-এর ভিত্তিতে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ না করা। মাঠ পর্যায়ে সরেজমিন পর্যবেক্ষণ এবং বাস্তবায়নকারী সংস্থা, সংশ্লিষ্ট প্রকল্প কর্মকর্তা ও ষ্টেকহোল্ডারদের সাথে যোগাযোগ করে প্রকল্প ব্যবস্থানার মান সম্পর্কিত তথ্য সংগ্রহ করা হয়। প্রকল্পের ব্যবস্থাপনা মান নিয়ন্ত্রণ করার ক্ষেত্রে রস্ক কেন্দ্রীয় ইউনিটের সার্বিক তত্বাবধানে সরকারী ও বেসরকারী সংস্থা এবং স্থানীয় জনসমাজের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা হয়েছে। উপজেলা শিক্ষা অফিসার, ট্রেনিং-কোঅর্ডিনেটর (টিসি) ও সিএমসি মাঠ পর্যায়ে প্রকল্প কার্যক্রম সম্পর্কিত বিষয় ব্যবস্থাপনার জন্য দায়বদ্ধ। দেখা যায় মাঠ পর্যায়ে প্রকল্প ব্যবস্থাপনার মান নিয়ন্ত্রণে উপজেলা শিক্ষা অফিসার ও টিসি ফোকাল পারসন হলেও প্রতিষ্ঠা পরবর্তী কেন্দ্র ব্যবস্থাপনা সম্পর্কিত কার্যক্রম পরিচালনার ক্ষেত্রে উপজেলা শিক্ষা অফিসারের সক্রিয় অংশগ্রহণ দেখা যায় নাই। কিছু

উপজেলার টিসিকে একাধিক উপজেলায় দায়িত্ব পালন করার ফলে সেসব উপজেলায় নিয়মিতভাবে কেন্দ্র পরিদর্শন করা সম্ভব হয় না যা ব্যবস্থাপনা মান নিয়ন্ত্রণে বিরুপ প্রভাব ফেলছে। তাছাড়া মাঠ পর্যায়ে প্রকল্প সংশ্লিষ্ট সকল প্রতিষ্ঠানের সাথে কার্যকর যোগাযোগ ও সমন্বয় না থাকায় প্রকল্পের ব্যবস্থাপনা মান নিয়ন্ত্রণ যথাযথ নিশ্চিত করা হচ্ছে না।

প্রকল্পের ব্যবস্থাপনা মান সম্পর্কিত বিভিন্ন দিক পর্যবেক্ষণ ও সাক্ষাতকার পর্যালোচনা সাপেক্ষে বলা যেতে পারে শিখন কেন্দ্রের গুণগত ও মানসম্মত শিক্ষা নিশ্চিত করতে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাগণ স্ব স্ব দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে তেমন সক্রিয় নয়। শিখন কেন্দ্রের শিক্ষক ও সিএমসির সাথে আলোচনার ফলাফল থেকে বলা যায় যে সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক ও শিখন কেন্দ্রের শিক্ষকদের মধ্যে নিয়মিত মিটিং বা মতবিনিময় হয় না এবং তেমন কোন সমন্বয় নাই। দলীয় আলোচনা ও নিবিড় সাক্ষাতকারে ফলাফল থেকে স্পষ্টভাবে বলা যেতে পারে শিখন কেন্দ্রের শিক্ষকের দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য উপজেলা শিক্ষা অফিস থেকে কার্যকরী কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয় না। অনুসন্ধান তথ্যমতে অধিকাংশ সিএমসি সদস্য শিক্ষকের দক্ষতা মূল্যায়নের বিষয়টি সম্পর্কে সচেতন নয় এবং এক্ষেত্রে সিএমসি'র যোগ্যতা যথেষ্ট নয়। অনুসন্ধান থেকে জানা যায় কিছু সিএমসি সদস্য শিক্ষকের পাঠদান দক্ষতা মূল্যায়নে সক্ষম হলেও বিষয়টি সংবেদনশীল বিধায় মিটিংএ কিংবা সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদেরকে অবহিত করা হয় না। মাঠ পর্যায়ে প্রকল্প বাস্তবায়নের সাথে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের সাক্ষাতের ভিত্তিতে বলা যায় শিক্ষকের দক্ষতা মনিটরিং নিয়মিত করার ক্ষেত্রে কার্যকর কোন পদক্ষেপ বা পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয় নাই।

ব্যবস্থাপনা মান নিশ্চিতকরণে প্রকল্প থেকে গৃহীত পদক্ষেপ এবং পরিবীক্ষণ ফলাফল এর ভিত্তিতে মাঠ পর্যায়ে প্রয়োগঃ

৩.৬.১ **"উপজেলা রস্ক বাস্তবায়ন কমিটি" গঠনঃ** আনন্দ স্কুলের কার্যক্রম ও ব্যবস্থাপনা মান নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তাদের সম্পৃক্ত করে ২০১৬ সালের নভেম্বর মাসে আরডিপিপি অনুযায়ী "উপজেলা রস্ক বাস্তবায়ন কমিটি" গঠন করা হয় এবং কমিটির কার্যপরিধি নির্ধারণ করা হয়।

কমিটির রুপরেখাঃ

১.	উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা	সভাপতি
২.	সোনালী ব্যাংক, উপজেলা শাখার প্রতিনিধি ১ জন	সদস্য
৩.	উপজেলা হেড কোয়াটারে অবস্থিত সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক ১ জন (ইউএনও কর্তৃক মনোনীত)	সদস্য
৪.	আনন্দ স্কুলের শিক্ষক ১ জন (ইউএনও কর্তৃক মনোনীত)	সদস্য
৫.	সিএমসি সভাপতি ১ জন (ইউএনও কর্তৃক মনোনীত)	সদস্য
৬.	ট্রেনিং কো-অর্ডিনেটর	সদস্য
৭.	উপজেলা শিক্ষা অফিসার	সদস্য সচিব

কমিটির কার্যপরিধিঃ

১. সহকারী উপজেলা শিক্ষা অফিসার ও আনন্দ স্কুলের নিকটবর্তী জিপিএস/মাদার স্কুলের প্রধান শিক্ষকগণকে আনন্দ স্কুলের কার্যক্রমে সক্রিয়ভাবে দায়িত্ব পালনে পরামর্শ প্রদান করবেন।

২. প্রকল্পের নীতিমালা অনুযায়ী আনন্দ স্কুলের ভাতা ও অনুদান বিতরণে প্রয়োজনীয় সহায়তা দান করবেন।

৩. এই কমিটি উপজেলা পর্যায়ের সকল আনন্দ স্কুলের শিক্ষার্থীদের পোশাক ও উপকরণ সরবরাহ তত্ত্বাবধান করবেন।

৪. আনন্দ স্কুল পরিচালনার ক্ষেত্রে মাঠ পর্যায়ে উদ্ভুত সমস্যা নিরসন।

ফলাফল পর্যালোচনার ভিত্তিতে বলা যায় পরিবীক্ষণকালীন সময়ে সংশ্লিষ্ট সকল সদস্য নির্ধারিত করণীয়সমূহ পালন করার ক্ষেত্রে তেমন সক্রিয় নয়। পরিবীক্ষণকালীন সময়ের তথ্যের সাপেক্ষে বলা যায় কমিটির দায়িত্বপ্রাপ্ত কিছু সদস্য কমিটির কার্যপরিধি সম্পর্কে ঠিকমত জানে না আবার কেহ কেহ নিজের সীমাবদ্ধতার বিষয় উল্লেখ করেন।

৩.৬.২ **উপজেলা শিক্ষা অফিসারের ভূমিকাঃ** রস্ক ২য় পর্যায় প্রকল্পের কার্যক্রম বাস্তবায়ন ও ব্যবস্থাপনা মান নিশ্চিতকরণে উপজেলা শিক্ষা অফিসারের ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। বিষয়টি বিবেচনায় রেখে ২০১৬ সালের ডিসেম্বর মাসে আরডিপিপি অনুযায়ী উপজেলা শিক্ষা অফিসারের করণীয় নির্ধারণ করা হয়।

করণীয়সমূহঃ

১. আনন্দ স্কুল পরিচালনায় ফোকাল পয়েন্ট হিসেবে কাজ করা;

২. ”উপজেলা রস্ক বাস্তবায়ন কমিটির” সদস্য সচিব হিসেবে কাজ করা;

৩. টিসি কর্তৃক পেশকৃত রস্ক ফরম-১০ নির্ধারিত সময়ের মধ্যে যাচাই পূর্বক প্রকল্প অফিসে প্রেরণ করা;

৪. সহকারী উপজেলা শিক্ষা অফিসারগনকে জিপিএস এর পাশাপাশি মাসে ক্লাস্টারের নূন্যতম ০৪টি আনন্দ স্কুল পরিদর্শন করার পরামর্শ প্রদান করা;

৫. সাব ক্লাস্টার ট্রেনিং পরিচালনায় সহকারী উপজেলা শিক্ষা অফিসারগন ও টিসিকে নির্দেশনা প্রদান;

৬. বছরের শুরুতে শিখন কেন্দ্রসমূহে পাঠ্যবই প্রদানে ব্যবস্থা গ্রহণ;

৭. রস্ক হিসাব খোলা ও টিসি'র সাথে যৌথভাবে হিসাব পরিচালনা করা;

৮. আনন্দ স্কুলের শিক্ষার্থীদের ৫ম শ্রেণির সমাপনী পরীক্ষায় অংশগ্রহণে সহায়তা।

৩.৬.৩ **সহকারী উপজেলা শিক্ষা অফিসারের ভূমিকাঃ** রস্ক ২য় পর্যায় প্রকল্পের কার্যক্রম বাস্তবায়ন ও ব্যবস্থাপনা মান নিশ্চিতকরণে উপজেলা শিক্ষা অফিসের ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। বিষয়টি বিবেচনায় রেখে ২০১৬ সালের ডিসেম্বর মাসে আরডিপিপি অনুযায়ী সহকারী উপজেলা শিক্ষা অফিসারের করণীয় নির্ধারণ করা হয়।

করণীয়সমূহঃ

১. সহকারী উপজেলা শিক্ষা অফিসার জিপিএস এর পাশাপাশি মাসে ক্লাস্টারের নূন্যতম ৪টি আনন্দ স্কুল পরিদর্শন করে কার্যক্রম সম্পর্কে উপজেলা শিক্ষা অফিসার বরাবর মাসিক প্রতিবেদন পেশ করা;

২. শ্রেণিকক্ষে শিখন পদ্ধতি অবলোকন, গুণগতমান যাচাই এবং প্রয়োজনীয় পরামর্শ প্রদান;

৩. প্রকল্পের ট্রেনিং কো-অর্ডিনেটরের সাথে শিক্ষা কার্যক্রম সমন্বয়করণ;

৪. বিষয়ভিত্তিক প্রশিক্ষণ প্রদানের ক্ষেত্রে জিপিএস এর প্রধান শিক্ষকগণকে নির্দেশনা প্রদান।

ফলাফল পর্যালোচনার ভিত্তিতে বলা যায় পরিবীক্ষণকালীন সময়ে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের জন্য নির্ধারিত করণীয়সমূহ পালন করার ক্ষেত্রে বাস্তব প্রতিফলন দেখা যায় নাই। জানা যায় গত এক বছরে উপজেলা শিক্ষা অফিসার ও সহকারী শিক্ষা অফিসার মাত্র ১৪% শিখন কেন্দ্র পরিদর্শন করে কেন্দ্র ব্যবস্থাপনা ও শিক্ষকের দক্ষতা বৃদ্ধি সম্পর্কে পরামর্শ প্রদান করেছেন। সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তার নিবিড় সাক্ষাতকারের তথ্য বিশ্লেষণ সাপেক্ষে বলা যেতে পারে শিখন কেন্দ্রের সুষ্ঠ পরিচালনা, ব্যবস্থাপনা, উন্নয়ন ও শিক্ষকের পাঠদান দক্ষতা বৃদ্ধির ক্ষেত্রে উপজেলা শিক্ষা অফিসের সুনির্দিষ্ট কোন কর্মপরিকল্পনা নাই। প্রকল্পের ট্রেনিং কো-অর্ডিনেটরের সাথে শিক্ষা কার্যক্রম সমন্বয়করণের ক্ষেত্রে তেমন কোন অগ্রগতি দেখা যায় নাই। প্রকল্পের কার্যক্রম এবং লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে স্থানীয় জনসাধারণকে সচেতন কিংবা প্রকল্পের কার্যক্রম বাস্তবায়নে স্থানীয় সুধীজনকে সম্পৃক্ত করার ক্ষেত্রে উপজেলা শিক্ষা অফিস থেকে কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয় নাই।

৩.৬.৪ **পার্শ্ববর্তী সরকারী প্রাইমারী স্কুলের প্রধান শিক্ষকের ভূমিকাঃ** রস্ক ২য় পর্যায় প্রকল্পের কার্যক্রম বাস্তবায়ন ও ব্যবস্থাপনা মান নিশ্চিতকরণে ২০১৬ সালের ডিসেম্বর মাসে আরডিপিপি অনুযায়ী তালিকাভুক্ত নিকটবর্তী সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের/মাদার স্কুলের প্রধান শিক্ষক/সহকারী শিক্ষকের করণীয় নির্ধারণ করা হয়।

করণীয়সমূহঃ

১. দায়িত্বপ্রাপ্ত জিপিএস প্রধান শিক্ষক/সহকারী শিক্ষক মাসে অন্তত দুই বার আনন্দ স্কুলটি পরিদর্শন করে যথাযথ মনিটরিং সাপেক্ষে রস্ক ফরম-১০ নির্ধারিত সময়ের মধ্যে যাচাই পূর্বক মন্তব্য ও স্বাক্ষর প্রদান;

২. আনন্দ স্কুলের শিক্ষকগণের দক্ষতা বৃদ্ধিতে পাঠদানের সহায়তা করা;

৩. শিক্ষার্থীদের মাদার স্কুলে পরীক্ষা গ্রহণের ব্যবস্থা করা এবং শিক্ষার্থীদের পরীক্ষার খাতা মূল্যায়ন করা;

৪. শিক্ষার্থীদের ফলাফল সংরক্ষণে আনন্দ স্কুলের শিক্ষককে সহায়তা করা;

৫. আনন্দ স্কুলে আয়োজিত অভিভাবক সভায় অংশগ্রহণ করে অভিভাবকদের উদ্বুদ্ধ করা যাতে শিক্ষার্থী ঝরে না পড়ে;

পরিবীক্ষণকালীন সময়ের তথ্যের ভিত্তিতে বলা যায় বাস্তবিক অর্থে অধিকাংশ আনন্দ স্কুলে করণীয়সমূহ যথাযথ কার্যকরী হচ্ছে না। জানা যায় পার্শ্ববর্তী সরকারী প্রাইমারী স্কুলের প্রধান শিক্ষক মাঝে মাঝে কেন্দ্র পরিদর্শন করে শিক্ষার্থীদের পাঠদান করেন এবং পাঠদান সম্পর্কে শিক্ষকদের পরামর্শ প্রদান করে থাকেন। ফলাফল পর্যালোচনা করে দেখা যায় মাত্র ১৯.৯% রস্ক শিখন কেন্দ্রের শিক্ষককে পাঠদান সম্পর্কে পরামর্শ প্রদান করেছেন এবং ৬.৪% শিখন কেন্দ্রে পাঠদান করেছেন। শিক্ষার্থীদের মাদার স্কুলে পরীক্ষা গ্রহণ ও পরীক্ষার খাতা মূল্যায়ন করার কোন অগ্রগতি লক্ষ্য করা যায় নাই। বিস্তারিত সাক্ষাতকার ও তথ্য পর্যালোচনা করে বলা যেতে পারে রস্ক শিখন কেন্দ্রের শিক্ষকের দক্ষতা ও শিক্ষার মান বৃদ্ধির ক্ষেত্রে পার্শ্ববর্তী সরকারী প্রাইমারী স্কুলের প্রধান শিক্ষকের সম্পৃক্ততা খুব বেশী নয়। এক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট পার্শ্ববর্তী সরকারী প্রাইমারী স্কুলের প্রধান শিক্ষকবৃন্দের বক্তব্য থেকে জানা যায় নিজস্ব স্কুলে ক্লাস নেয়ার পাশাপাশি সরকারী প্রাইমারী স্কুলের প্রধান শিক্ষকদের কিছু প্রশাসনিক কাজ কাজ করতে হয়। তাছাড়া সরকারী প্রাইমারী স্কুল ও রস্ক শিখন কেন্দ্রের ক্লাসের সময় একই হওয়ায় এবং রস্ক শিখন কেন্দ্রের ক্লাস আগে শেষ হওয়ায় এক্ষেত্রে সমন্বয় করা একটি বড় ধরণের চ্যালেঞ্জ।

৩.৬.৫ **পুল শিক্ষকের ভূমিকাঃ** শিখন কার্যক্রম নিরবিচ্ছিন্ন ও গুণগত শিক্ষা নিশ্চিত করতে রস্ক ২য় পর্যায় প্রকল্পের আওতায় পুল শিক্ষক নিয়োগ করা হয়েছে। উদ্দেশ্য হলো পুল শিক্ষক রুটিন মাফিক শিখন কেন্দ্র পরিদর্শন, পাঠদান পর্যবেক্ষণ ও শ্রেণিকক্ষে পাঠদান করা; কেন্দ্রের শিক্ষকদের পাঠদান দক্ষতা বৃদ্ধিতে সহায়তা প্রদান করা এবং প্রয়োজনে শিখন কেন্দ্রের কার্যক্রমে সহায়তা প্রদান করা। রস্ক ২য় পর্যায় প্রকল্পের কার্যক্রম বাস্তবায়ন ও ব্যবস্থাপনা মান নিশ্চিতকরণে পুল শিক্ষকের সম্পৃক্ততার গুরুত্ব বিবেচনায় রেখে আরডিপিপি ২০১৭ সালে অনুযায়ী মাসে তালিকাভুক্ত পুল শিক্ষকের করণীয় নির্ধারণ করা হয়।

করণীয়সমূহঃ

১. বিকল্প শিক্ষক হিসেবে দায়িত্ব পালন এবং প্রয়োজনে দূর্বল শিক্ষার্থীদের বাড়তি পাঠদান করা,

২. মাসিক পরিকল্পনা তৈরি করে প্রতিদিন ১-২টি শিখন কেন্দ্র পরিদর্শন করে পাঠ পরিকল্পনা প্রস্তুত করতে সহায়তা, শ্রেণী কক্ষে শিখন পদ্ধতি অবলোকন করা,

৩. শিখন কেন্দ্রের শিক্ষকদের পাঠদান (Lesson Delivery) করার সক্ষমতা বৃদ্ধি করা,

৪. শিক্ষার্থীদের ঝরে পড়া হ্রাস করণে অভিভাবকগণকে উদ্বুদ্ধ করা,

৫. রস্ক ফরম-১০ সময় মত সংগ্রহ করে দায়িত্বপ্রাপ্ত জিপিএস শিক্ষকের প্রত্যয়ন গ্রহণ পূর্বক টিসির নিকট প্রেরণ করা,

৬. শ্রেণীকক্ষে অনুপস্থিত শিক্ষার্থীদের খোঁজ খবর নেয়া এবং শিক্ষার্থীদের নিয়মিত উপস্থিত নিশ্চিত করা,

৭. শিখন কেন্দ্র পরিদর্শনের আলোকে মন্তব্য, সুপারিশ ও কাঙ্খিত ফিডব্যাকসহ প্রতিবেদন তৈরি করে টিসি এর নিকট জমা দেয়া এবং মাসিক সভায় পর্যালোচনা করা,

৮. প্রতিমাসে একবার শিখন কেন্দ্র ভিত্তিক অভিভাবক সমাবেশ এবং সিএমসি সভা করা।

সাক্ষাতকার ও তথ্য বিশ্লেষণ ফলাফলের ভিত্তিতে জানা যায় শিখন কেন্দ্র পরিদর্শন; ক্লাস নেয়ার পাশাপাশি আনন্দ স্কুলের শিক্ষককের পাঠদান দক্ষতা ও সক্ষমতা বৃদ্ধি করার ক্ষেত্রে সহযোগিতা করার ক্ষেত্রে পুল শিক্ষক সক্রিয় ভূমিকা পালন করছেন। দেখা যায় গত এক বছরে দায়িত্বরত পুল শিক্ষক ৬৯% আনন্দ স্কুল পরিদর্শন করেছেন। তথ্য বিশ্লেষণ ভিত্তিতে দেখা যায় বছরে একজন পুল শিক্ষক একটি শিখন কেন্দ্রে গড়ে চার (৪) বার পরিদর্শন করেছেন যার মধ্যে ছিল অতিরিক্ত ক্লাস নেয়া এবং শিক্ষকের ছুটিজনিত কারণে ক্লাস নেয়া। পরিবীক্ষণ তথ্যমতে বলা যায় শিক্ষার্থীদের ঝরে পড়া হ্রাস করণে অভিভাবকগণকে উদ্বুদ্ধ করা, শিক্ষার্থীদের খোঁজ খবর নেয়া এবং শিক্ষার্থীদের নিয়মিত উপস্থিত নিশ্চিতকরণ ও প্রতিমাসে একবার শিখন কেন্দ্র ভিত্তিক অভিভাবক সমাবেশ নিয়মিতভাবে করা হচ্ছে না। ফলাফল পর্যালোচনা করে বলা যায় পুল শিক্ষকের সহযোগিতার ফলে শিক্ষক ও শিক্ষার্থীরা উপকৃত হয়েছে। সার্বিকভাবে বলা যেতে পারে পুল শিক্ষক কর্তৃক শিখন কেন্দ্র পরিদর্শন ও সহযোগিতা প্রদানের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট শিক্ষকের অভিজ্ঞতা ও পাঠদান দক্ষতার উন্নয়ন হয়েছে যা মানসম্মত শিক্ষা নিশ্চিত করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে।

৩.৬.৬ **শিক্ষার্থীর বাড়ি পরিদর্শনঃ** শিক্ষার্থীর বাড়ি পরিদর্শন করে শিক্ষার্থীর লেখাপড়ার অগ্রগতি বিষয়ে অভিভাবকদের অবহিত করার বিষয়টি কার্যত বাস্তবায়ন হচ্ছে না। শিক্ষক, সিএমসি, শিক্ষার্থী ও অভিভাবকদের সাক্ষাতকার থেকে প্রাপ্ত তথ্য পর্যালোচনা সাপেক্ষে বলা যায় পরিকল্পিতভাবে শিক্ষার্থীর বাড়ি গিয়ে লেখাপড়ার অগ্রগতি বিষয়ে অভিভাবকদের অবহিত করা হয় না।

৩.৬.৭ **স্থানীয় সুধীজনদের শিখন কেন্দ্র পরিদর্শনঃ** নিবিড় পরিবীক্ষণে রস্ক শিখন কেন্দ্রের শিক্ষকের সাক্ষাতকার হতে প্রাপ্ত তথ্য পর্যালোচনা করে জানা যায় পরিকল্পনামাফিক সিএমসির সদস্য ও স্থানীয় সুধীজন যৌথভাবে কখনও শিখন কেন্দ্র পরিদর্শন করেন নাই। নিবিড় সাক্ষাতকার থেকে জানা যায় ট্রেনিং কো-অর্ডিনেটরের রস্ক শিখন কেন্দ্র পরিদর্শনের সময় সিএমসির সাথে কখনও কখনও কয়েকজন অভিভাবক ও এলাকার সুধীজন কেন্দ্রে উপস্থিত হয়ে থাকেন।

৩.৬.৮ **শিখন কেন্দ্র এলাকায় সুধীসমাবেশঃ** পরিবীক্ষণ ফলাফল থেকে জানা যায় রস্ক শিখন কেন্দ্রের পরিচালনা, ব্যবস্থাপনা এবং মানসম্মত শিক্ষা নিশ্চিতকরণ বিষয়ে শিখন কেন্দ্র এলাকায় সুধীসমাবেশ করার জন্য কোন পক্ষ থেকে আনুষ্ঠানিক উদ্যোগ গ্রহণ করা হয় নাই। তবে কেন্দ্রে কোন সমস্যা দেখা দিলে শিখন কেন্দ্রের শিক্ষক, সিএমসি ও এলাকার সুধীজন মিটিং করে তা সমাধান করে থাকেন।

মন্তব্য ৩.৬ঃ প্রকল্প ব্যবস্থানার মান নিয়ন্ত্রণ ও নিশ্চিতকরণে মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তাদের তেমন সংশ্লিষ্টতা লক্ষ্য করা যায় নাই। এক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের দায়িত্ব পালনে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ প্রতিয়মান হয় নাই। প্রকল্প বাস্তবায়নের সাথে সংশ্লিষ্ট সংস্থাসমূহের মধ্যে অভ্যন্তরিণ সমন্বয় বৃদ্ধি ও ফলপ্রসু করার জন্য নিয়মিতভাবে কার্যকর যোগাযোগ রক্ষা করা প্রয়োজন। মনিটরিং কার্যক্রম নিয়মিত করাসহ মনিটরিং ফলাফলের ভিত্তিতে যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ প্রকল্প ব্যবস্থানার মান নিয়ন্ত্রণ ও নিশ্চিতকরণে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখতে সহায়তা করবে।

৩.৭ কর্মপরিধি ৭ঃ বিদ্যালয় বহির্ভুত শিক্ষার্থীদেরকে প্রকল্পের আওতায় শিখন প্রণালীর পর্যবেক্ষণ ও কার্যকারিতা নিরুপণ

৩.৭.১ শিখন প্রণালীর পর্যবেক্ষণ

নিবিড় পরিবীক্ষণের তথ্য পর্যালোচনা সাপেক্ষে দেখা যায় কেন্দ্রে শিখন সহায়ক পরিবেশে সৃষ্টি ও সহজ পদ্ধদ্ধিতে পাঠদান করার ক্ষেত্রে শিক্ষকবৃন্দ আন্তরিকভাবে প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন। শিশুদেরকে শেখানোর ক্ষেত্রে শিখন কেন্দ্রে শিশুবান্ধব শিখন পদ্ধতির প্রয়োগ করতে দেখা গেছে। ফলাফল পর্যালোচনা করে দেখা যায় প্রশিক্ষণ গ্রহণকারী শিক্ষকগণ তুলনামূলকভাবে দক্ষতার সাথে পাঠদান করছে। ৪র্থ ও ৫ম শ্রেণির ইংরেজী ও গণিত বিষয় ভালোভাবে বুঝিয়ে পড়ানোর ক্ষেত্রে অনেক শিক্ষক যথেষ্ট দক্ষ নয়। পাঠদান পরবর্তী পর্যালোচনা ও মূল্যায়ন সম্পর্কে শিক্ষকবৃন্দ তেমন দক্ষ নয়। পাঠদান পরবর্তী পর্যালোচনা ও মূল্যায়ন সম্পর্কে শিক্ষকবৃন্দের জ্ঞান যথেষ্ট নয়। ফলে পাঠদান পরবর্তী শিক্ষার্থীর শিক্ষণীয় সম্পর্কে জানা যায় না।

অধিকাংশ কেন্দ্র ও শ্রেণিকক্ষে ভীতিমুক্ত ও আনন্দময় পরিবেশ বিরাজমান। পরিবীক্ষণ ফলাফলের ভিত্তিতে বলা যায় লেখাপড়ায় শিক্ষার্থীদের মধ্যে আগ্রহ সৃষ্টি ও শিখন কেন্দ্রে ধরে রাখার ক্ষেত্রে গৃহীত উল্লেখযোগ্য ব্যবস্থাসমূহ হলো- (১) একঘেয়েমি দূর করতে ক্লাসের ফাঁকে খেলাধুলার সুযোগ দেয়া; (২) গান-বাজনার আয়োজন করা; (৩) পাঠদান করার সময় প্রদর্শণী উপকরণ ব্যবহার করা; (৪) পাঠদান করার সময় সহজ ও স্থানীয় ভাষার ব্যবহার করা; (৫) অতিরিক্ত পড়া না দেয়া ও পড়া করার ক্ষেত্রে চাপ সৃস্টি না করা; (৬) পড়া করতে না পারলে শাস্তি না দেয়া; (৭) পড়া বুঝতে না পারলে বার বার বুঝিয়ে দেয়া; (৮) সাফল্যের জন্য বেশী বেশী প্রশংসা করা; (৯) লেখা-পড়ার প্রতি আগ্রহ সৃষ্টি করতে ক্লাসে পাঠদান করার সময় মজা করা ও আনন্দদায়ক গল্প বলা; (১০) দূর্বল ও অমনোযোগী শিক্ষার্থীদের প্রতি বিশেষ নজর দেয়া ইত্যাদি।

শিখন উপকরণ ব্যবহারঃ ফলাফল থেকে জানা যায় সব শিখন কেন্দ্রে লেখার বোর্ড আছে। দেখা যায় অল্প সংখ্যক কেন্দ্রে চার্ট ও পোষ্টার ব্যতীত আর কোন উপকরণ নাই। মাত্র ৩৩% শিখন কেন্দ্রের শ্রেণিকক্ষে পাঠদান করার সময় শিখন উপকরণ ব্যবহার করা হয়ে থাকে।

শিখন কেন্দ্রের ক্লাসের সময় নির্ধারণঃ ফলাফল পর্যালোচনা করে দেখো যায় অধিকাংশ শিখন কেন্দ্রে প্রতিদিন নির্ধারিত সময়ে ক্লাস শুরু করা হয়ে থাকে। পর্যালোচনা ফলাফল থেকে জানা যায় যে ৯৭.৪% রস্ক শিখন কেন্দ্রে প্রতিদিন ক্লাস শুরু ও শেষ হওয়ার সময় নির্ধারিত যেখানে নির্দিষ্ট সময়ে ক্লাস শুরু হয়ে নির্দিষ্ট সময়ে ক্লাস শেষ হয়।

শিখন অগ্রগতির প্রতিবেদন তৈরী ও অভিভাবকদের অবহিতকরণঃ নিবিড় পরিবীক্ষণে দেখা যায় লেখাপড়ার অগ্রগতি বিষয়ক প্রতিবেদন প্রস্তুত করার সম্পর্কে অধিকাংশ শিক্ষকের কোন ধারণা নাই এবং এক্ষেত্রে শিক্ষকের জ্ঞান ও দক্ষতার সীমাবদ্ধতা রয়েছে। শিক্ষকবৃন্দের সাক্ষাতকারে প্রাপ্ত তথ্য বিশ্লেষণ করে জানা যায় প্রায় ৮১% শিখন কেন্দ্রে লেখাপড়ার অগ্রগতি বিষয়ক প্রতিবেদন প্রস্তুত করা হয় না। শিক্ষক সাক্ষাতকারের ভিত্তিতে জানা যায় ১৯% শিখন কেন্দ্রে লেখাপড়ার অগ্রগতি বিষয়ক প্রতিবেদন নিয়মিতভাবে প্রস্তুত করা হয়ে থাকে যদিও অগ্রগতি বিষয়ক প্রতিবেদন তৈরীর উপযুক্ত ডকুমেন্ট সংশ্লিষ্ট কেন্দ্রে দেখা যায় নাই। সরেজমিন অনুসন্ধান করে জানা যায় প্রায় ৯৬% শিখন কেন্দ্রে লেখাপড়ার অগ্রগতি সম্পর্কে শিক্ষার্থীর অভিভাবকদের অবহিত করা হয় না। দেখা যায় ৩.৭% শিখন কেন্দ্র হতে লেখাপড়ার অগ্রগতি সম্পর্কে শিক্ষার্থীর অভিভাবকদের অবহিত করা

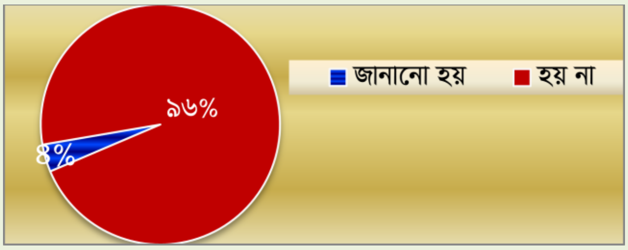

লেখচিত্র ১১ঃ লেখাপড়া সম্পর্কে অভিভাবককে অবহিতকরণ (%

হয় মর্মে দাবী করা হলেও সংশ্লিষ্ট কেন্দ্রে এ ধরণের কোন প্রতিবেদন দেখা যায় নাই। বিস্তারিত পর্যালোচনা সাপেক্ষে বলা যায় যে লেখাপড়ার অগ্রগতি প্রতিবেদন তৈরী ও সে সম্পর্কে শিক্ষার্থীর অভিভাবকদের অবহিত করার বিষয়টি গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করা হয় না ।

৩.৭.২ শিখন প্রণালীর কার্যকারিতা

তথ্য পর্যালোচনা সাপেক্ষে জানা যায় শিশুবান্ধব পদ্ধতিতে পাঠদান করার ফলে শিক্ষা গ্রহণে শিশুদের মধ্যে আগ্রহ সৃষ্টি হয়েছে। সরেজমিন পরিদর্শন ও শিক্ষার্থীদের সাক্ষাতকার পর্যালোচনার ভিত্তিতে বলা যায় শিক্ষকের ব্যবহার ও শিখন পদ্ধতি যেমন- পড়ানোর সময় শিক্ষকের মজার গল্প বলা; খেলাধুলা বা বিনোদন করার সুযোগ প্রদানের মাধ্যমে ভীতিমুক্ত শিক্ষার পরিবেশ সৃষ্টি, পোস্টার দেখিয়ে ও সহজ ভাষায় উদাহরণসহ পড়া বুঝিয়ে দেয়া এবং সার্বিক পরিবেশ বিবেচনায় রস্ক শিখন কেন্দ্রে পড়তে শিক্ষার্থীদের ভাল লাগে। প্রায় ৮৪-৮৯% শিক্ষার্থীর মতে ক্লাসের ফাঁকে খেলাধুলা ও আনন্দ-বিনোদন করার সুযোগ ও শিক্ষকের মজার গল্প বলার মধ্যমে পাঠদান করার ফলে তারা ভীতিমুক্ত পরিবেশে শিক্ষা গ্রহণ করতে পারছে। ৭৩-৭৭% শিক্ষার্থী ক্লাসে পড়া বুঝতে পারে এবং বুঝতে না পারলে শিক্ষককে প্রশ্ন করে এবং আবার আলোচনা করার জন্য বলে থাকে।। ৫৫.৫% শিক্ষার্থীর মতে ক্লাসে পড়ানোর সময় হয় উদাহরণসহ আবার কখনও পোস্টার দেখিয়ে পড়া বুঝিয়ে দেয়া হয়। শিক্ষার্থীদের মানসিক বিকাশ ও আনন্দ বিনোদনের জন্য অধিকাংশ শিখন কেন্দ্রে ক্রীড়া প্রতিযোগিতা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। ফলাফল থেকে জানা যায় প্রায় ৭৫% শিখন কেন্দ্রে বার্ষিক ক্রিড়া প্রতিযোগিতা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হয়ে থাকে। সিএমসি ও স্থানীয় সুধীজনের সহযোগিতায় এ ধরণের বিনোদনমূলক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়ে থাকে।

সারণী ৩.১৮ঃ শিশুবান্ধব শিখন প্রণালীর ফলাফল পর্যালোচনা

শিখন কার্যক্রমে ব্যবহৃত শিখন প্রনালী	পক্ষে মতামত (% শিক্ষার্থী)
রস্ক শিখন কেন্দ্রে পড়তে ভালো লাগে	৯৩.৬
পড়ানোর সময় মজার গল্প বলা হয়	৮৯.৪
ক্লাসের ফাঁকে খেলাধুলা বা বিনোদন করার সুযোগ	৮৮.৫
ভীতিমুক্ত পরিবেশে শিক্ষা গ্রহণ	৮৩.৮%
ক্লাসে পড়া বুঝতে পারে	৭৭.২
পড়া বুঝতে না পারলে শিক্ষককে প্রশ্ন করা	৭৩
পোস্টার দেখিয়ে ও সহজ ভাষায় উদাহরণসহ পড়া বুঝিয়ে দেয়া হয়	৫৫.৫

শিক্ষার্থীর শিখন জ্ঞানঃ শিক্ষার্থীদের শিখন জ্ঞান মূল্যায়ন করাা জন্য শিখন কেন্দ্র ও পাঠ সম্পর্কিত বিভিন্ন বিষয়ে শিক্ষার্থীদের প্রশ্ন করা হয়। ফলাফল পর্যালোচনা দেখা যায় পাঠ্য বইয়ের শিক্ষা, শিখন পদ্ধতি, শিখন কেন্দ্রের নিয়ম-নীতি এবং প্রাসঙ্গিক বিষয়ের বিবেচনায় প্রায় ৭০-৭৬% শিক্ষার্থীর জ্ঞান সন্তোষজনক।

মন্তব্য ৩.৭ঃ রস্ক শিখন কেন্দ্রে শিখন পরিবেশ সৃষ্টি ও শিশুদেরকে শিক্ষা প্রদান করার ক্ষেত্রে শিক্ষকদের ভুমিকা সন্তোষজনক। রস্ক শিখন কেন্দ্রের শিক্ষা পদ্ধতির ওপর শিক্ষার্থীদের আগ্রহ সৃষ্টি হয়েছে সেক্ষেত্রে শিক্ষকবৃন্দের গুরুত্বপূর্ণ অবদান রয়েছে। দেখা যায় মানসম্মত পাঠদান করার ক্ষেত্রে কিছু সংখ্যক শিক্ষকের দক্ষতার অভাব রয়েছে। পাঠদানে শিশুবান্ধব শিখন প্রণালীর ব্যবহার বৃদ্ধি পেয়েছে। কিছু সংখ্যক কেন্দ্রে শিক্ষকের দক্ষতার অভাব এবং প্রয়োজনীয় শিখন উপকরণ না থাকায় শিশুবান্ধব প্রণালীর যথাযথ প্রয়োগ সম্ভব হচ্ছে না। শিশুবান্ধব পদ্ধতির প্রসার ও যথাযথ প্রয়োগ শিশুদের মানসম্মত প্রাথমিক শিক্ষা সম্পন্ন করাসহ প্রকল্পের উদ্দেশ্য অর্জনে সহায়ক ভূমিকা পালন করবে।

৩.৮ কর্মপরিধি ৮ঃ প্রকল্পের আওতায় স্থাপিত শিক্ষা কেন্দ্রসমূহের অবস্থান, কার্যকারিতা ও উপযোগিতা বিশ্লেষণ/পর্যালোচনা

৩.৮.১ শিখন কেন্দ্রের অবস্থান

উপজেলায় পর্যায়ে প্রতিষ্ঠিত অধিকাংশ শিখন কেন্দ্র শিক্ষার্থীর বাসস্থান থেকে কাছাকছি এবং যোগাযোগ সুবিধা ভালো। পরিবীক্ষণ ফলাফল থেকে দেখা যায় উপজেলা এলাকার সকল শিখন কেন্দ্র শিক্ষার্থীর বাসস্থান থেকে ১-২ কিলোমিটারের মধ্যে অবস্থিত। পর্যালোচনা ফলাফল থেকে আরো জানা যায় উপজেলা পর্যায়ে ৯৪.২% ও ৩৫.৩% শিখন কেন্দ্র যথাক্রমে নিকটস্থ প্রাইমারী স্কুল ও উপজেলা সদর থেকে থেকে ১-২ কিলোমিটারের মধ্যে অবস্থিত (সারণী ৩.১৯)। আবার কিছু সংখ্যক শিখন কেন্দ্র (৫.৮%) নিকটস্থ প্রাইমারী স্কুল থেকে ৩-৪ কিলোমিটার দুরে অবস্থিত। দেখা যাচ্ছে ৪৮% শিখন কেন্দ্র উপজেলা সদর থেকে ৫ কিলোমিটারের অধিক দুরে অবস্থিত। উপজেলা পর্যায়ে ৬৬% শিখন কেন্দ্রের যোগাযোগ সুবিধা ভাল।

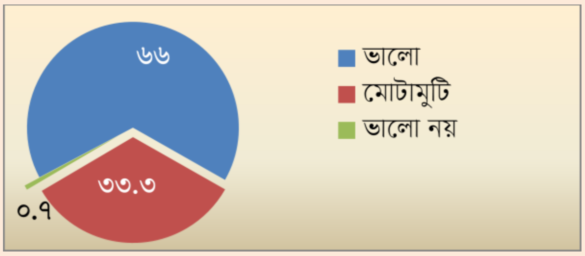

লেখচিত্র ১২ঃ শিখন কেন্দ্রের যোগাযোগ সুবিধা (% কেন্দ্র)

সারণী ৩.১৯ঃ দুরত্ব বিবেচনায় শিখন কেন্দ্রের বিন্যাস

দুরত্ব পরিমাপের নির্দেশক	দুরত্ব (% শিখন কেন্দ্র)		
	১-২ কিলোমিটার	৩-৪ কিলোমিটার	=> ৫ কিলোমিটার
শিক্ষার্থীর বাসস্থান থেকে	১০০	-	-
নিকটস্থ প্রাইমারী স্কুল থেকে	৯৪.২	৫.৮	-
উপজেলা সদর থেকে	৩৫.৩	১৬.৭	৪৮

৩.৮.২ শিখন কেন্দ্রের অবকাঠামো, কার্যকারিতা ও উপযোগিতা

শিখন কেন্দ্রের ঘর, দরজা, জানালা, মেঝের অবস্থা ও মান; শ্রেণিকক্ষের আয়তনের বিবেচনায় সরেজমিন পরিদর্শন এবং সংগৃহীত তথ্য পর্যালোচনা সাপেক্ষে বলা যায় উপজেলা পর্যায়ে অবস্থিত শিখন কেন্দ্রসমূহ নিম্ন মধ্যম থেকে মধ্যম মানের। উপজেলা পর্যায়ে ৭৫% শিখন কেন্দ্র টিনের ঘরে অবস্থিত এবং ১৩.৫% ও ১১.৫% শিখন কেন্দ্র যথাক্রমে দালান ও সেমিপাকা। দেখা যায় ৫৩.২% শ্রেণিকক্ষের আয়তন ১৫১-৩০০ বর্গফুটের মধ্যে, ৩৪.৬% শ্রেণিকক্ষের আয়তন ১৫০ বর্গফুটের থেকে কম এবং ১২.২% শ্রেণিকক্ষের আয়তন ৩০০ বর্গফুটের থেকে বেশী। তথ্য পর্যালোচনা করে জানা যায় ৭৫% শ্রেণিকক্ষের মেঝে কাচা এবং ২৫% শ্রেণিকক্ষের মেঝে পাকা। শিক্ষনীয় উপকরণ দিয়ে সাজানো আছে এমন কেন্দ্রের সংখ্যা ৩২.৪%। সারণী ৩.২০ থেকে আরও জানা যায় উপজেলা পর্যায়ে ৫০% শিখন কেন্দ্রের শিক্ষার্থীদের বসার জন্য বেঞ্চ আছে এবং ৫০% শিখন কেন্দ্রের শিক্ষার্থীরা খোলা মেঝে কিংবা মাদুরে বসে ক্লাস করে।

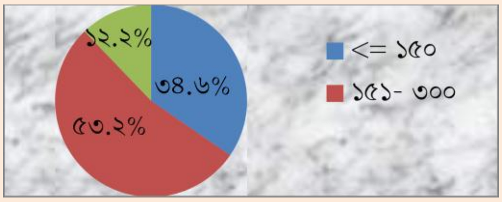

লেখচিত্র ১৩ঃ শিখন কেন্দ্রের আয়তন (% কেন্দ্র)

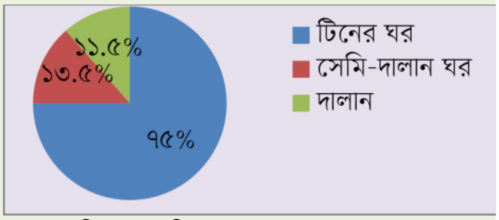

লেখচিত্র ১৪ঃ শিখন কেন্দ্রের ঘর (% কেন্দ্র)

আলো-বাতাসের পর্যাপ্ততা, পরিস্কার পরিচ্ছনতা এবং শিখন কেন্দ্রের অভ্যন্তরীণ ও পার্শ্ববর্তী পরিবেশ বিবেচনায় অধিকাংশ শিখন কেন্দ্রের পরিবেশ মোটামুটি সন্তোষজনক বলা যায়। ফলাফল থেকে দেখা যায় ৬৭.৩% শিখন কেন্দ্রের শ্রেণিকক্ষ পর্যাপ্ত আলো-বাতাসযুক্ত এবং সার্বিক দিক বিবেচনায় ৬৪.৬% শ্রেণিকক্ষকে স্বাস্থ্যসম্মত হিসেবে বিবেচনা করা যায়। ফলাফল পর্যালোচনা করে জানা যায় গড়ে ৮৭.২% ও ৮২.৭% শিখন কেন্দ্রের পার্শ্ববর্তী পরিবেশ যথাক্রমে কোলাহল মুক্ত ও পার্শ্ববর্তী পরিবেশ পরিচ্ছন্ন। তথ্য পর্যালোচনা করে আরও বলা যায় ৮৮.৪% শিখন কেন্দ্রে শিক্ষার্থীদের বিশুদ্ধ পানি পান করার জন্য ব্যবস্থা আছে। সরেজমিন তথ্য থেকে জানা যায় উপজেলা পর্যায়ে অবস্থিত শিখন কেন্দ্রের মধ্যে মাত্র ৬.৬% কেন্দ্রে মেয়েদের জন্য স্বাস্থ্যসম্মত পৃথক টয়লেট টয়লেট রয়েছে। বেশীরভাগ কেন্দ্রে মেয়েদের জন্য স্বাস্থ্যসম্মত টয়লেট না থাকায় স্যানিটেশন বিবেচনায় শিখন কেন্দ্রের পরিবেশ মেয়ে শিক্ষার্থী বান্ধব নয়। শিখন কেন্দ্রে মেয়েদের জন্য কোন টয়লেট ব্যবস্থা না থাকায় প্রয়োজনে পাশের বাড়ির টয়লেট ব্যবহার করতে হয় যা খুবই বিব্রতকর বলে মেয়ে শিক্ষার্থীরা অভিমত ব্যক্ত করে। ৩৯.৪% শিখন কেন্দ্রে শিশুদের খেলা করার মত মাঠ আছে।

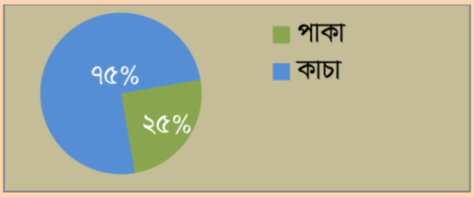

লেখচিত্র ১৫ঃ শিখন কেন্দ্রের মেঝে (% কেন্দ্র)

সরেজমিন পর্যবেক্ষণ ও পর্যালোচনা করে বলা যায় উপজেলা এলাকার অধিকাংশ শিখন কেন্দ্রের অবকাঠামো উন্নত মানের না হলেও সার্বিক বিবেচনায় কেন্দ্রসমূহ কার্যকরী বলা যায়। সংগৃহীত তথ্যমতে বেশ কিছু শিখন কেন্দ্রের অবস্থা খুব নিম্নমানের এবং শিক্ষার্থীদের জন্য উপযোগী নয়। বেশ কিছু শিখন কেন্দ্রের জানালা দরজা ভাঁঙ্গা, শ্রেণিকক্ষের মেঝে কাচা ও আয়তন খুব কম যেখানে শিক্ষার্থীদের বসার জন্য প্রয়োজনীয় জায়গা নাই এবং শিক্ষার্থীদের বসার কোন উপকরণ নাই। প্রত্যন্ত এলাকায় অনেক শিখন কেন্দ্রের যোগাযোগ ব্যবস্থা খুবই খারাপ যেখানে বৃষ্টি মৌসুমে অল্প বৃষ্টিতেই কেন্দ্রে যাওয়ার পথ চলাচলের অনুপোযোগী হয়ে পড়ে।

সারণী ৩.২০ঃ উপযোগিতা বিবেচনায় শিখন কেন্দ্রের বিন্যাস

বিবেচ্য বিষয়		% শিখন কেন্দ্র
১	শ্রেণিকক্ষে বসার ব্যবস্থা	
	১.১ বেঞ্চ	৫০.০
	১.২ মাদুর	৩৭.২
	১.৩ খোলা মেঝে	১২.৮
২	শিক্ষনীয় উপকরণ দিয়ে সাজানো শ্রেণিকক্ষ	৩২.৪
৩	আলো-বাতাস যুক্ত শ্রেণিকক্ষ	৬৭.৩
৪	স্বাস্থ্যসম্মত শ্রেণিকক্ষ	৬৪.৬
৫	বিশুদ্ধ পানি পান করার জন্য ব্যবস্থা	৮৮.৪
৬	স্বাস্থসম্মত টয়লেটের ব্যবস্থা	৬৪.৪
৭	মেয়েদের জন্য পৃথক স্বাস্থসম্মত টয়লেট	৬.৬
৮	খেলার মাঠ আছে	৪৯.৪
৯	পার্শ্ববর্তী পরিবেশ কোলাহল মুক্ত	৮৭.২
১০	শিখন কেন্দ্রের পার্শ্ববর্তী পরিবেশ পরিচ্ছন্ন	৮২.৭

মন্তব্য ৩.৮ঃ অধিকাংশ শিখন কেন্দ্র শিক্ষার্থীর বাড়ির কাছাকাছি এবং শিখন কেন্দ্রের সাথে ভাল যোগাযোগ সুবিধা রয়েছে। সুযোগ-সুবিধা বিবেচনা সাপেক্ষে শিখন কেন্দ্রসমূহকে খুব ভালো মানের বলা যায় না, তবে সার্বিক বিবেচনায় বেশীরভাগ শিখন কেন্দ্রসমূহকে শিখন সহায়ক বলা যেতে পারে। অবকাঠামোগত অবস্থা ও সার্বিক বিবেচনায় প্রত্যন্ত এলাকায় বেশ কিছু শিখন কেন্দ্র শিক্ষা কার্যক্রম চালানোর জন্য মোটেও উপযুক্ত নয়। শিশুদের মানসিক দিক বিবেচনা সাপেক্ষে উপজেলা পর্যায়ে ভাল মানের অবকাঠামোযুক্ত ঘরে শিখন কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করা প্রয়োজন যেখানে শিশুদের মৌলিক সুযোগ-সুবিধা ও শিখন সহায়ক পরিবেশ বিদ্যমান।

৩.৯ কর্মপরিধি ৯ঃ প্রকল্প বাস্তবায়নে এনজিও, স্থানীয় প্রশাসন, এলজিইডি, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আইইআর এবং প্রকল্পের জনবলের মধ্যকার সমন্বয় এবং পারফরম্যান্স পর্যবেক্ষণ ও পর্যালোচনা

নিবিড় পরিবীক্ষণে দেখা যায় রস্ক ২য় পর্যায় প্রকল্পের কার্যক্রম সফলভাবে বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট বাস্তবায়নকারী পার্টনার (এমআইএস-এলজিইডি, আইইআর-ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, সোনালী ব্যাংক); এবং স্পেশালাইজড এজেন্সি (সেভ দ্য চিলড্রেন) প্রত্যেকে আলাদাভাবে বাস্তবায়নকারী সংস্থার সাথে যোগাযোগ রেখে কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে। এপ্রেক্ষিতে বলা যেতে পারে প্রকল্প বাস্তবায়নের সাথে সংশ্লিষ্ট সকল বাস্তবায়নকারী পার্টনার ও স্পেশালাইজড এজেন্সি মিটিং, টেলিফোন, ইমেইল, আনুষ্ঠানিক ও অনানুষ্ঠানিক মতবিনিময় সভা, কর্মশালা আয়োজন করার মাধ্যমে যোগাযোগ রক্ষা করে চলেছে। পাশাপাশি তথ্য আদান-প্রদানের ক্ষেত্রে কার্যকরী সমন্বয় রক্ষার পদ্ধতি হিসেবে নিয়মিতভাবে প্রতিবেদন প্রদান করা হচ্ছে। তথ্য যোগাযোগের প্রবাহ নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে সমন্বয় প্রতিষ্ঠা ও কার্যকর করা দরকার। জানা যায় সমন্বয় প্রতিষ্ঠা ও কার্যকর করার ক্ষেত্রে তেমন কোন পরিকল্পনা নাই। তবে কার্যক্রমের গুরুত্ব বিবেচনা সাপেক্ষে কখনও কখনও পরিকল্পনা করা হয়ে থাকে।

জানা যায় যে প্রকল্পের সহকারী পরিচালক ও পরামর্শকগণ প্রকল্পের সাথে সংশ্লিষ্ট সকল প্রতিষ্ঠানের সাথে সমন্বয় করে থাকেন। অনুসন্ধান ফলাফল থেকে জানা রস্ক ২য় পর্যায় প্রকল্পের বাস্তবায়নকারী পার্টনার এজেন্সি ও সহযোগী সংস্থার সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের বদলী বা কর্মস্থল পরিবর্তনের কারণে সমন্বয় রক্ষা করার ক্ষেত্রে চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হতে হয়। বলা যেতে পারে সমন্বয় সাধন করার জন্য সংশ্লিষ্ট বাস্তবায়নকারী পার্টনার ও সংশ্লিষ্ট সহযোগী সংস্থায় কর্মকর্তা নিয়োজিত থাকলেও উর্দ্ধতন কর্মকর্তার নির্দেশের বা অনুমতির অপেক্ষায় সমন্বয়ের ব্যাঘাত ঘটে। নিবিড় পরিবীক্ষণ কার্যক্রমের অংশ হিসাবে প্রতিটি সংস্থার সাথে নিবিড় সাক্ষাতকার পরিচালনা ও তথ্য প্রাপ্তির অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে পরামর্শকদের কাছে প্রতিয়মান হয়েছে যে প্রকল্প বাস্তবায়নকারী লিড এজেন্সি, বাস্তবায়নকারী পার্টনার এজেন্সি ও সহযোগী সংস্থা প্রত্যেকেরই অভ্যন্তরীণ সমন্বয়ের ঘাটতি রয়েছে।

বাস্তবায়নকারী পার্টনার (এমআইএস-এলজিইডি, আইইআর-ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, সোনালী ব্যাংক); প্রকল্পের সাথে সংশ্লিষ্ট স্থানীয় প্রশাসন এবং স্পেশালাইজড এজেন্সির মধ্যে অভ্যন্তরীণ সমন্বয়ের ঘাটতি রয়েছে। দেখা যায় প্রকল্প বাস্তবায়ন ইউনিটের সাথে মাঠ পর্যায়ে প্রকল্প বাস্তবায়ন ও ব্যবস্থাপনায় দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের মধ্যে সমন্বয় ঘাটতির পাশাপাশি উপজেলা রস্ক বাস্তবায়ন কমিটির সদস্যদের মধ্যে অভ্যন্তরীণ সমন্বয়ের যথেষ্ট ঘাটতি রয়েছে। পরিবীক্ষণ ফলাফলের ভিত্তিতে বলা যেতে পারে উপজেলা পর্যায়ে প্রকল্পের সাথে সংশ্লিষ্ট সকল ষ্টেকহোল্ডারদের নিয়মিত যোগাযোগ ও কার্যকরী সমন্বয় প্রতিষ্ঠা করার ক্ষেত্রে বেশ ঘাটতি রয়েছে। সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের সাথে নিবিড় সাক্ষাতকারের ভিত্তিতে বলা যেতে পারে যে উপজেলা পর্যায়ে কার্যকরী সমন্বয় প্রতিষ্ঠা করার ক্ষেত্রে সুনির্দিষ্ট কোন পরিকল্পনা নাই।

নিবিড় পরিবীক্ষণের ফলাফল পর্যালোচনা করে দেখা যায় প্রত্যেক বাস্তবায়নকারী পার্টনার প্রকল্প সম্পর্কিত কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে। তথ্য ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে সংস্থার জনবলের মধ্যে সমন্বয়ের অভাব রয়েছে বলে প্রতিয়মান হয়। নিবিড় কার্যক্রম সম্পর্কিত তথ্য প্রদান করার জন্য বাস্তবায়নকারী পার্টনার এজেন্সি দীর্ঘ সময় নেয়া এবং কোন কোন সংস্থা সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তার অনুপস্থিতর বিষয়টি উল্লেখ করার প্রেক্ষিতে অভ্যন্তরীণ সমন্বয়ের ঘাটতি নির্দেশত হিসেবে বিচেবনা করা যায়।

মন্তব্য ৩.৯ঃ বাস্তবায়নকারী লিড এজেন্সি, পার্টনার এজেন্সি ও সহযোগী সংস্থার মধ্যে কার্যকরী সমন্বয়ে ঘাটতি রয়েছে। তথ্য প্রবাহ সময়মত নিশ্চিত করতে বাস্তবায়নকারী সংস্থা ও পার্টনার সংস্থার মধ্যে সমন্বয় সাধন করার পাশাপাশি অভ্যন্তরীণ সমন্বয় জোরদার করা অপরিহার্য। যথাযথ যোগাযোগ নিশ্চিত করার কার্যকর মাধ্যমে সমন্বয় প্রতিষ্ঠা হবে যা প্রকল্পের সফল বাস্তবায়নে সহায়তা করবে।

৩.১০ কর্মপরিধি ১০ঃ শিক্ষাদান পদ্ধতি উন্নয়ন ও পেশাদার দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রকল্পের আওতায় শিক্ষক প্রশিক্ষণ কর্মসূচির কার্যকারিতা পর্যালোচনা

৩.১০.১ মৌলিক ও রিফ্রেশার প্রশিক্ষণ প্রদান

বিষয় ভিত্তিক জ্ঞান ও দক্ষতা বৃদ্ধি; কেন্দ্র শিশুবান্ধব পরিবেশ সৃষ্টি করা এবং ও শিশুবান্ধব শিখন পদ্ধতি সম্পর্কে শিক্ষকদের বিস্তারিত ধারণা প্রদান ও দক্ষতা বৃদ্ধি করার উদ্দেশ্যে শিক্ষকবৃন্দকে শিক্ষক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। ১২-১৫ দিনের মৌলিক ও ৬ দিনের রিফ্রেশার প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা গবেষণা ইন্সটিটিউট প্রশিক্ষণ কারিকুলাম ও মড্যুল তৈরী করাসহ প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনা করে। প্রশিক্ষণের উল্লেখযোগ্য বিষয়সমূহ হলো- (১) পাঠ্যবইয়ের বিষয়বস্তু সম্পর্কে আলোচনা; (২) একঘেয়েমি দূর করার কৌশল; (৩) সহজ ও স্থানীয় ভাষায় পাঠদান করা; (৪) শিখন সহায়ক উপকরণ ব্যবহার; (৫) শিক্ষার্থীদের মধ্যে ভীতিমুক্ত ও আনন্দময় পরিবেশ সৃষ্টিকরার কৌশল; (৬) দূর্বল ও অমনোযোগী শিক্ষার্থীদেরকে আগ্রহী করার কৌশল।

জানা যায় প্রকল্পের আওতায় মোট ১২,৮৮০ জন শিক্ষককের মধ্যে ১১,২২৯ জনকে মৌলিক প্রশিক্ষণ ও ৯,৪২১ জনকে রিফ্রেশার প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। তথ্য পর্যালোচনা করে দেখা যায় ২০১৩ ২০১৫ সালে নিয়োগপ্রাপ্ত শিক্ষকদের মধ্যে ৭১% ও ৩২% শিক্ষককে যথাক্রমে মৌলিক ও রিফ্রেশার প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। দেখা যায় নিয়োগপ্রাপ্ত শিক্ষকদের মধ্যে মাত্র ২৯% শিক্ষককে মৌলিক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। তথ্যমতে ১৩% শিক্ষক কোন ধরণের প্রশিক্ষণ পায় নাই। মাঠ পর্যায়ে পরিচালিত পরিবীক্ষণ থেকে নিয়োগপ্রাপ্ত শিক্ষকদের ৭৮%শিক্ষককে মৌলিক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে এবং দেখা যায় ২২% শিক্ষককে কোন প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয় নাই। তথ্যের বিস্তারিত পর্যালোচনা থেকে জানা যায় উপজেলা শিক্ষা অফিস কোন প্রশিক্ষণ প্রদান করে নাই।

সারণী ৩.২১ঃ শিক্ষক প্রশিক্ষণের পরিসংখ্যান (২০১৩-২০১৫ সালে নিয়োগ প্রাপ্ত)

সাল	সেকেন্ডারী উৎস							পরিবীক্ষণ উৎস				
	কর্মরত শিক্ষক	মৌলিক প্রশিক্ষণ		রিফ্রেশার প্রশিক্ষণ		প্রশিক্ষণ পায় নাই		মৌলিক প্রশিক্ষণ		রিফ্রেশার প্রশিক্ষণ		প্রশিক্ষণ পায় নাই
		সংখ্যা	%	সংখ্যা	%	সংখ্যা	%	সংখ্যা	%	সংখ্যা	%	%
২০১৩	৩,১৪২	৯০০	২৯	-	-	২,২৪২	২৯	১৩	৩০	-	-	২২
২০১৪	৭,৩৬৪	৬,০০০	৮১	২,১৪৫	২৯	১,৩৬৪		৯৫	৯২	৩২	৩১	
২০১৫	২,৩৭৪	২,২৯৯	৯৭	১,৯৬৬	৮৩	৭৫		৩৩	১০০	২৭	৮০	
মোট	১২,৮৮০	৯,১৯৯	৭১	৪,১১১	৩২	৩,৬৮১		১৪০	৭৮	৫৯	৩৩	

৩.১০.২ শিক্ষক প্রশিক্ষণ কর্মসূচির কার্যকারিতা

নিবিড় পরিবীক্ষণের তথ্য পর্যালোচনা করে দেখা যায় প্রশিক্ষণ গ্রহণকারী শিক্ষকদের পাঠদান দক্ষতার উন্নয়ন হয়েছে। অধিকাংশ শিক্ষক পাঠদান পরিকল্পনা তৈরী করতে সক্ষম। ইংরেজী ও গনিত বিষয়ে শিক্ষকদের পাঠদান দক্ষতা অপেক্ষাকৃত বৃদ্ধি পেয়েছে। শিশুবান্ধব শিখন পদ্ধতিতে পাঠদান করার ফলে শিক্ষার প্রতি শিক্ষার্থীদের আগ্রহ বেড়েছে। পরিবীক্ষণ তথ্য পর্যালোচনা করে জানা যায় ৫৩% শিক্ষক পাঠদান পরিকল্পনা করতে পারে। অনুসন্ধান করে জানা যায় ইংরেজী ও গণিত বিষয়ে শিক্ষকের দক্ষতা কিছুটা বৃদ্ধি পেলেও অনেক শিক্ষক এখনও দক্ষতার সাথে পড়াতে সক্ষম নয়। শিক্ষকের সাক্ষাতকার পর্যালোচনা সাপেক্ষে বলা যায় প্রশিক্ষণ গ্রহণকারী শিক্ষকদের মধ্যে যথাক্রমে ৫৩% ও ৬৪% শিক্ষকের ইংরেজী ও গণিত পাঠদান করার ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় দক্ষতা রয়েছে। ৮২% শিক্ষক শ্রেণিকক্ষে পাঠদান করার ক্ষেত্রে সন্তোষজনক মাত্রায় পারদর্শী বলে পরিবীক্ষণ দলকে অবহিত করা হয়। জানা যায় ৫৮.৫% শিক্ষক শ্রেণিকক্ষে পাঠদান করার ক্ষেত্রে উদাহরণসহ বুঝানোর পাশাপাশি সহজ ভাষা ব্যবহার করে থাকেন। পর্যবেক্ষণ ও আলোচনা সাপেক্ষে বলা যায় অধিকাংশ শিখন কেন্দ্রে শিশুবান্ধব পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে। শিখন কেন্দ্রে পাঠদান করার ক্ষেত্রে শিশুবান্ধব শিখন পদ্ধতির প্রয়োগ বৃদ্ধি পেয়েছে। শিক্ষকবৃন্দ কবিতা, ছড়া, অভিনয়, গল্প বলা ও ছবি দেখিয়ে সহজ ও স্থানীয় ভাষায় পাঠদান করছে। শিশুরা ক্লাসের পড়া আগের তুলনায় ভাল বুঝতে পারছে। সার্বিক বিবেচনায় বলা যায় শিশুরা লেখাপড়ার প্রতি আগের থেকে বেশী আগ্রহী ও মনোযোগী হয়েছে এবং শিশুদের শিক্ষাভীতি অনেকাংশে কমে গেছে। জানা যায় ৫৮.৫% শিক্ষক শ্রেণিকক্ষে পাঠদান করার ক্ষেত্রে উদাহরণসহ বুঝানোর পাশাপাশি সহজ ভাষা ব্যবহার করে থাকেন। ৯৩% শিক্ষক শ্রেণিকক্ষে শিক্ষার্থীদেরকে মনোযোগী করার জন্য বিভিন্ন পদ্ধতি ও কৌশল প্রয়োগ করছেন।

মন্তব্য ৩.১০ঃ প্রশিক্ষণ কার্যক্রমের ফলে শিক্ষকদের পেশাগত ও পাঠদান দক্ষতা বৃদ্ধি পেয়েছে। প্রশিক্ষণ গ্রহণকারী শিক্ষকবৃন্দ শ্রেণিকক্ষে পাঠদান করতে তুলনামূলক পারদর্শী। শিশুবান্ধব পাঠদান পদ্ধতি সম্পর্কে শিক্ষকবৃন্দের জ্ঞান ও দক্ষতা বৃদ্ধি পেয়েছে। শিশুবান্ধব পদ্ধতিতে পাঠদান করার ফলে শিশুদের শিক্ষাভীতি অনেকাংশে কমে গেছে। লেখাপড়ার প্রতি শিশুরা আগের থেকে বেশী আগ্রহী ও মনোযোগী হয়েছে। উল্লেখযোগ্য সংখ্যক শিক্ষক কোন ধরণের প্রশিক্ষণ না পাওয়ার ফলে সংশ্লিষ্ট কেন্দ্রসমূহে মানসম্মত শিক্ষা নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে একটি বাধা। সার্বিক বিশ্লেষণ সাপেক্ষে বলা যায় শিক্ষক প্রশিক্ষণ কার্যক্রম বাস্তবায়নের ফলে শিক্ষাদান পদ্ধতির যথেষ্ট উন্নয়ন হয়েছে যা শিক্ষার গুণগতমান নিশ্চিতকরণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখাতে পারে।

৩.১১ কর্মপরিধি ১১ঃ প্রাইমারী স্কুলের কোন শিক্ষার্থী রস্ক শিক্ষা কেন্দ্রে আছে কিনা তা অনুসন্ধান করা

প্রাইমারী স্কুলের কোন শিক্ষার্থী রস্ক শিখন কেন্দ্রে অধ্যয়নরত আছে কিনা সে বিষয়টি খুব সতর্কতার সাথে অনুসন্ধান করা হয়। অনুসন্ধান করার ক্ষেত্রে রস্ক শিখন কেন্দ্রের শিক্ষক, রস্ক শিখন কেন্দ্রে অধ্যয়নরত শিক্ষার্থী, শিক্ষার্থীর অভিভাবকগণ, সিএমসি সদস্যবৃন্দদের সাক্ষাতকার গ্রহণ করা হয়। তথ্যের সত্যতা নিশ্চিতকরণ ও অসামঞ্জস্যতা দুর করতে ক্রসচেক করা হয়। রস্ক শিখন কেন্দ্রের শিক্ষকদের সাক্ষাতকার থেকে প্রাপ্ত তথ্যমতে প্রায় ৪.৫% শিখন কেন্দ্রে রয়েছে প্রাইমারী স্কুলে অধ্যয়নরত শিক্ষার্থী রস্ক শিখন কেন্দ্রে অধ্যয়নরত রয়েছে। শিক্ষকদের প্রদত্ত তথ্য বিশ্লেষণের ফলফলের ভিত্তিতে বলা যায় রস্ক শিখন কেন্দ্রে অধ্যয়নরত ০.৫২% শিক্ষার্থী একইসাথে সরকারী প্রাইমারী স্কুলে অধ্যয়নরত রয়েছে। এক্ষেত্রে রস্ক শিখন কেন্দ্রে অধ্যয়নরত শিক্ষার্থীর সাক্ষাতকার পর্যালোচনা করে দেখা যাচ্ছে ৩.৫% রস্ক শিখন কেন্দ্রে অধ্যয়নরত শিক্ষার্থী একইসাথে

সরকারী প্রাইমারী স্কুলে অধ্যয়ন করছে। অন্যদিকে শিক্ষার্থীদের অভিভাবকদের স্বাক্ষাতকারের ভিত্তিতে বলা ১.৬% শিক্ষার্থী একই সাথে রস্ক শিখন কেন্দ্রে ও সরকারী প্রাইমারী স্কুলে লেখাপড়া করে। শিক্ষার্থীর দ্বৈততা রোধকল্পে সিএমসি সদস্যবৃন্দ তাঁদের অবস্থান এবং প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ সম্পর্কে ব্যাখা করেন। এ প্রসঙ্গে উপজেলা শিক্ষা অফিস পরিবীক্ষণ দলকে জানান নিকটস্থ সরকারী প্রাইমারী স্কুলের শিক্ষকদেরকে বিষয়টি দেখার জন্য বলা হয়েছে। পরিবীক্ষণ দলের কাছে প্রতিয়মান হয় যে উপজেলা শিক্ষা অফিস এ ব্যাপারে কার্যত কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করে নাই। প্রকল্পের ট্রেনিং কো-অর্ডিনেটর জানান যে রস্ক শিখন কেন্দ্রে অধ্যয়নরত শিক্ষার্থী একইসাথে যাতে সরকারী বা অন্য প্রাইমারী স্কুলে অধ্যয়ন করতে না পারে সেজন্য কমিউনিটি পর্যায়ে সচেতনতামূলক কার্যক্রম চালানোর জন্য শিক্ষক ও সিএমসি সদস্যদেরকে কার্যকরী পদক্ষেপ নেয়ার জন্য বলা হয়েছে।

মাঠ পর্যায়ে পরিবীক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনা করার সময় স্পষ্টত জানা যায় যে রস্ক শিক্ষার্থীর দ্বৈত ছাত্রত্বের ব্যাপারে স্থানীয় পর্যায়ের সংশ্লিষ্ট শিক্ষক, সিএমসি ও ট্রেনিং কো-অর্ডিনেটর সচেতন রয়েছে। অন্য কোন প্রাইমারী স্কুলের শিক্ষার্থী যাতে রস্ক শিখন কেন্দ্রের শিক্ষার্থী হয়ে দ্বৈত ছাত্রত্বের সুযোগ নিতে না পারে সেজন্য অনেক কেন্দ্রে পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। এ প্রসঙ্গে অনেক কেন্দ্রের শিক্ষক ও সিএমসি জানান যে প্রাইমারী স্কুলের ক্লাসের সময়ের সাথে মিল রেখে রস্ক শিখন কেন্দ্রের ক্লাসের সময় নির্ধারণ করা হয়েছে। পাশাপাশি কেন্দ্রের আশেপাশের সুধিজনসহ অভিভাবকদেরকে বিষয়টি অবহিত করা হয়েছে।

সারণী ৩.২২ঃ প্রাইমারী স্কুলে অধ্যয়নরত রস্ক শিক্ষার্থীর পরিসংখ্যান

তথ্যের উৎস / সূত্র	% শিক্ষার্থী
শিখন কেন্দ্রের শিক্ষক	০.৫২
শিখন কেন্দ্রের শিক্ষার্থীর নিজস্ব স্বীকারোক্তি	৩.৫
শিক্ষার্থীর অভিভাবক	১.৬

মন্তব্য ৩.১১ঃ সরেজমিন অনুসন্ধান করে দেখা যায় কিছু সংখ্যক শিক্ষার্থী একই সাথে রস্ক স্কুল ও প্রাইমারী স্কুলে অধ্যয়নরত রয়েছে। আনুমানিক ০.৫২% - ৩.৫% শিক্ষার্থী রস্ক স্কুলে পড়ার পাশাপাশি প্রাইমারী স্কুলেও লেখাপড়া করছে। শিখন কেন্দ্রের শিক্ষকদের তথ্যমতে রস্ক কেন্দ্রে ০.৫২% শিক্ষার্থী আছে যারা একইসাথে উভয় স্কুলে অধ্যয়নরত। অন্যদিকে শিখন কেন্দ্রের শিক্ষার্থীর নিজস্ব স্বীকারোক্তি মতে এই সংখ্যা ৩.৫%। সিটি কর্পোরেশন এলাকায় কোন শিক্ষার্থীর দ্বৈত ছাত্রত্বের স্বপক্ষে কোন বক্তব্য পাওয়া যায় নাই। পর্যালোচনা সাপেক্ষে শিক্ষার্থীর নিজস্ব স্বীকারোক্তির ভিত্তিতে বলা যেতে পারে বাস্তবে রস্ক শিখন কেন্দ্রে কিছু শিক্ষার্থীর দ্বৈত ছাত্রত্ব রয়েছে। শিখন কেন্দ্রের শিক্ষক, সিএমসি, ট্রেনিং কো-অর্ডিনেটরর ও সংশ্লিষ্ট উপজেলা শিক্ষা অফিস এর কার্যকর সমন্বয় ও পদক্ষেপ শিক্ষার্থীর দ্বৈত ছাত্রত্ব রোধ করতে পারে।

৩.১২ কর্মপরিধি ১২ঃ প্রাক বৃত্তিমূলক দক্ষতা প্রশিক্ষণের অর্জন সম্পর্কে পর্যবেক্ষণ ও পর্যালোচনা

নিবিড় পরিবীক্ষণ ফলাফল থেকে জানা যায় প্রাক বৃত্তিমূলক কার্যক্রমের আওতায় ৭টি ট্রেডে মোট ১,২৮৭ জন শিক্ষার্থীকে ৩ মাস মেয়াদে দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। জানা যায় প্রশিক্ষণার্থীদের মধ্যে ৬৫৩ জন চাকরীতে যোগদান করেছে যা মোট মোট সংখ্যার প্রায় ৫১%। মাঠ পর্যায়ে থেকে সংগৃহীত তথ্যমতে প্রায় ৫.১৬% শিক্ষার্থী দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ গ্রহণ করার পর স্ব-কর্মে নিয়োজিত হয়েছে। সরেজমিন অনুসন্ধান করে দেখা গেছে প্রায় প্রশিক্ষণ গ্রহণ পরবর্তী স্ব-কর্মে নিয়োজিতদের মধ্যে মেয়েদের সংখ্যা সর্বাধিক। পরিবীক্ষণ তথ্যের ভিত্তিতে বলা যায় স্ব-কর্মে নিয়োজিতদের মেয়েদের মধ্যে

৭৩% বিউটি পার্লার ব্যবসার মাধ্যমে নিজেদেরকে প্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টা করছে। পরিবীক্ষণ ফলাফল থেকে আরও জানা যায় যে প্রশিক্ষণ পরবর্তী ফলো-আপ ও যথাযথ দিক নির্দেশনা না থাকায় প্রশিক্ষণার্থীরা প্রশিক্ষণলব্ধ জ্ঞান প্রয়োগ করতে পারছে না।

মন্তব্য ৩.১২ঃ প্রশিক্ষণ লব্ধ জ্ঞান কাজে লাগিয়ে প্রশিক্ষণার্থীদের স্ব-কর্মে নিয়োজিত হওয়ার ক্ষেত্রে আর্থিক অনুদান ও প্রশিক্ষণ পরবর্তী ফলো-আপ কার্যক্রমের বৃত্তিমূলক কার্যক্রমের লক্ষ্য অর্জনে সহায়তা করবে।

৩.১৩ কর্মপরিধি ১৩ঃ প্রকল্পের সবল ও দুর্বল দিক এবং সুযোগ ও ঝুঁকি (SWOT) বিশ্লেষণ

প্রকল্পের সবল ও দুর্বল দিক এবং সুযোগ ও ঝুঁকি (SWOT) বিশ্লেষণ করার লক্ষ্যে মাঠ পর্যায় থেকে এ সম্পর্কিত বিষয়ে সংগৃহীত তথ্যসমূহ পর্যালোচনার জন্য ৩ মে ২০১৭ তারিখ কুমিল্লা বিভাগের কুমিল্লা সদর দক্ষিণ উপজেলায় কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। বাস্তবায়নে পরিকল্পনা প্রণয়ন; কার্যক্রম বাস্তবায়ন পদ্ধতি ও কৌশল; সরকারী-বেসরকারী অংশিদারিত্ব; প্রকল্পের ব্যয় ও সেবা এবং প্রাসঙ্গিক বিষয়ের আলোকে প্রকল্পের সবল ও দুর্বল দিক এবং সুযোগ ও ঝুঁকিসমূহ চিহ্নিত এবং ঝুঁকিসমূহ মোকাবেলায় সম্ভাব্য করণীয়সমূহ সুপারিশ আকারে পেশ কর্মশালায় উপস্থাপন করা হয়। পরবর্তীতে বিস্তারিত পর্যালোচনা সাপেক্ষে সর্বসম্মতিক্রমে প্রকল্পের সবল ও দূর্বল দিক; সুযোগ ও ঝুঁকি এবং সম্ভাব্য করণীয় সম্পর্কে সুপারিশসমূহ চুড়ান্ত করা হয়। আইএমইডি, রস্ক ২য় পর্যায় প্রকল্পের কর্মকর্তা, উপজেলা নির্বাহী অফিসার, স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তরের নির্বাহী প্রকৌশলী, উপজেলা পরিষদের প্রতিনিধি, স্থানীয় সরকারের প্রতিনিধি, জেলা ও উপজেলা শিক্ষা অফিসার, শিক্ষানুরাগী, স্থানীয় এনজিও প্রতিনিধি, সাংবাদিক, প্রাইমারী স্কুলের শিক্ষক, ট্রেনিং কো-অর্ডিনেটর, সিএমসি সভাপতি ও সদস্য, রস্ক শিখন কেন্দ্রের শিক্ষক ও শিক্ষার্থী এবং শিক্ষার্থীর অভিভাবকগন কর্মশালায় অংশগ্রহণ করেন।

সবল দিকসমূহ

১. দুঃস্থ ও সুবিধাবঞ্চিত পরিবারের স্কুলবর্হিভূত শিশুদের শিক্ষার সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে;
২. মেয়ে শিক্ষার্থীদের হার কমপক্ষে ৫০% নিশ্চিতকরণের ক্ষেত্রে গুরুত্বারোপ করার ফলে মেয়ে শিশুদের শিক্ষার হার বৃদ্ধির সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে;
৩. শিক্ষার্থীদেরকে শিক্ষা উপকরণ, পোষাক ও ভাতা প্রাদন করা;
৪. অনগ্রসর ও দুর্গম এলাকায় স্কুল প্রতিষ্ঠা করে শিখন কার্যক্রম পরিচালনা করা;
৫. শিখন কেন্দ্র পরিচালনায় স্থানীয় প্রশাসন ও শিক্ষার্থীর অভিভাবকদের সম্পৃক্ততা;
৬. শিখন কেন্দ্র ব্যবস্থাপনা কমিটিতে মহিলাদের অন্তর্ভূক্তি করার ফলে মহিলাদের ক্ষমতায়নের সুযোগ সৃষ্টি;
৭. শিখন কেন্দ্রে স্থানীয় শিক্ষিত বেকার যুব মহিলা ও পুরুষদের শিক্ষক হিসেবে চাকরির সুযোগ সৃষ্টি;
৮. শিক্ষক প্রশিক্ষণ কার্যক্রমের মাধ্যমে শিশুবান্ধব এবং মানসম্মত শিক্ষার সুযোগ সৃষ্টি;
৯. অবসরপ্রাপ্ত প্রাথমিক বিদ্যালয়ের অভিজ্ঞ শিক্ষকদের পুল শিক্ষক হিসাবে নিয়োগ করা যা শিখন কেন্দ্রের শিক্ষার মান উন্নয়নে সহায়তা করছে;
১০. প্রাক বৃত্তিমূলক দক্ষতা প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনা করার মাধ্যমে আত্মকর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা;
১১. প্রকল্প বাস্তবায়নে সরকারী-বেসরকারী এবং এনজিও’র সম্পৃক্ততা;
১২. সময়মত পণ্য ও সেবা সরবরাহের ফলে প্রকল্প বাস্তবায়নে গতির সৃষ্টি হওয়া।

দুর্বল দিকসমূহ

১. আরডিপিপি অনুমোদনে অনেক বিলম্ব হওয়া;

২. প্রকল্পের কার্যক্রম সম্পর্কে স্থানীয় জনগন তেমন সচেতন নয়;

৩. শিখন কেন্দ্র পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্টদের দক্ষতা ও যথাযথ সমন্বয়ের অভাব;

৪. নির্দিষ্ট সময়ে প্রকল্পের কাজ শুরু করতে না পারা;

৫. সময়মত সব শিখন কেন্দ্র চালু করতে না পারা এবং অনকে শিখন কেন্দ্র চালু হওয়ার পর বন্ধ হয়ে যাওয়া;

৬. ভর্তিকৃত অনেক শিক্ষার্থীর শিখন কেন্দ্র থেকে ঝরে পড়া;

৭. লক্ষ্যমাত্রার থেকে কমসংখ্যক শিক্ষার্থী অন্তর্ভুক্ত হওয়া;

৮. কমপক্ষে ৫০% মেয়ে শিক্ষার্থীদের অন্তর্ভুক্তি নিশ্চিত করতে না পারা;

৯. শিখন কেন্দ্রের ঘর ভাড়ার টাকা প্রয়োজনের তুলনায় কম হওয়া;

১০. শিখন কেন্দ্রে প্রয়োজনীয় শিখন উপকরণের অভাব;

১১. শিক্ষকদের জন্য পর্যাপ্ত এবং শ্রেণিভিত্তিক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা না থাকা;

১২. একজন শিক্ষক দিয়ে সকল বিষয় পড়ানোর পরিকল্পনা করা;

সুযোগ ও সম্ভাবনা

১. অনগ্রসর ও দুর্গম এলাকার গরীব পরিবারের শিশুদের প্রাথমিক শিক্ষা অর্জন করা;

২. দরিদ্র পরিবারের শিশুদের বিনা খরচে প্রাথমিক শিক্ষা সম্পন্ন করে মাধ্যমিক স্তরে প্রবেশের সুযোগ সৃষ্টি;

৩. অনগ্রসর পরিবারের শিশুদের দক্ষতা বৃদ্ধির মাধ্যমে কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি;

৪. অধিকসংখ্যক নারীকে শিখন কেন্দ্রের শিক্ষক ও সিএমসিতে সদস্য হিসাবে অন্তর্ভুক্তির ফলে নারীর ক্ষমতায়নের সুযোগ সৃষ্টি;

৫. সরকারী-বেসরকারী অংশিদারিত্ব প্রতিষ্ঠিত হওয়ার ফলে বহুমাত্রিক অভিজ্ঞতার সমন্বয় সৃষ্টির মাধ্যমে সফলভাবে প্রকল্পের কার্যক্রম বাস্তাবয়ন করা।

সম্ভাব্য ঝুঁকিসমূহ

১. নির্দিষ্ট সময়ে প্রকল্পের কাজ শুরু করতে না পারায় লক্ষ্য অর্জনে অনিশ্চয়তা;

২. বর্তমানে ৩য় ও ৪র্থ শ্রেণিতে অধ্যয়নরত শিক্ষার্থীদের প্রাথমিক শিক্ষা সম্পন্ন করার ক্ষেত্রে অনিশ্চয়তা;

৩. পাঠবইয়ের সকল বিষয়ে পাঠদান করতে অনেক শিক্ষকের প্রয়োজনীয় যোগ্যতার অভাব থাকায় মানসম্মত শিক্ষা নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে অনিশ্চয়তা;

৪. অভিভাবকের অভিভাষণগত কারণে শিক্ষার্থীর শিখন কেন্দ্র ত্যাগ করার সম্ভাবনা;

৫. লক্ষ্যমাত্রার থেকে কম শিক্ষার্থী অন্তর্ভুক্ত হওয়ায় ৫০% মেয়ে শিক্ষার্থীদের শিক্ষা প্রদানের লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের ক্ষেত্রে অনিশ্চয়তা;

৬. প্রাক বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ কার্যক্রম নির্দিষ্ট সময়ে শুরু করতে না পারায় কাঙ্খিত লক্ষ্য অর্জনের ক্ষেত্রে অনিশ্চয়তা;

৭. কার্যকরী সমন্বয় প্রতিষ্ঠার অভাবে সরকারী-বেসরকারী অংশিদারিত্ব ফলপ্রসু করার ক্ষেত্রে ব্যত্যয় ঘটতে পারে;

৮. পিপিআর, উন্নয়ন সহযোগীর গাইডলাইন এর সমন্বয় করে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে সেবা সংগ্রহ করার চ্যালেঞ্চ মোকাবেলা;

৯. সিএমসি দক্ষ না হওয়ায় কেন্দ্র পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনা মান নিশ্চিতকরণে ব্যত্যয় ঘটতে পারে।

৩.১৪ কর্মপরিধি ১৪ঃ প্রকল্পের সম্ভাব্য বহির্গমন পরিকল্পনা (Exit Plan) সম্পর্কে পর্যালোচনা ও মতামত প্রদান

প্রকল্পের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণের সাথে আলোচনার ভিত্তিতে জানা যায় প্রকল্পের সম্ভাব্য বহির্গমন সম্পর্কে এখনও কোন পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয় নাই। তবে অসমাপ্ত কার্যক্রম ও কর্মকান্ড সম্পাদন করার মাধ্যমে প্রকল্পের লক্ষ্য অর্জনের ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট স্টেকহোল্ডারদের নিয়ে করণীয় নির্ধারণের বিষয়টি বিবেচনায় রয়েছে।

প্রকল্প মেয়াদে শিখন কার্যক্রমের আওতায় ২০১৪-১৫ সালে ভর্তিকৃত শিক্ষার্থীদের প্রাথমিক শিক্ষাচক্র সম্পন্ন করা সম্ভব নয়। এসব শিক্ষার্থীদেরকে প্রাথমিক সমাপনী পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করার সুযোগ নিশ্চিত করতে সংশ্লিষ্ট সকল শিক্ষার্থীদেরকে নিকটবর্তী সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে অধীভূক্ত করতে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেয়ার জন্য প্রকল্প থেকে পদক্ষেপ গ্রহণ করা প্রয়োজন। ফলাফল থেকে আরও জানা যায় আরবান চিলড্রেন এডুকেশন প্রোগ্রাম ও প্রাক ভোকেশনাল প্রশিক্ষণ কার্যক্রম শুরু করতে দেরী হওয়ায় প্রকল্প মেয়াদে কার্যক্রম সম্পন্ন করা বা লক্ষ্যমাত্রা অর্জন সম্ভব নয়। এক্ষেত্রে কার্যক্রমের গুরুত্ব বিবেচনায় সংশ্লিষ্ট কার্যক্রম এলাকায় প্রকল্প কার্যক্রম চালু রাখার জন্য বাস্তবায়নকারী সংস্থা ও সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় থেকে যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ প্রকল্পের লক্ষ্য অর্জনের ক্ষেত্রে সহায়ক ভূমিকা পালন করতে পারে।

পরিবীক্ষণকালীন সময়ে জানা যায় স্কুল থেকে ঝরে পড়া এবং যে সকল শিশুরা কখনও স্কুলে যায় নাই সেসব শিশুদের শিক্ষা প্রদানের লক্ষ্যে প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের অধীন তৃতীয় প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন কর্মসূচির আওতায় ”শিক্ষায় ২য় সুযোগ বিভাগ” নামে একটি স্থায়ী কাঠামো তৈরী করা হয়েছে। এ বিভাগের অধীনে স্কুলে ভর্তি না হওয়া ও ঝরে পড়া শিশুদেরকে মূল শিক্ষা ব্যবস্থায় ফিরিয়ে আনার লক্ষ্যে উপযুক্ত মডেল নির্বাচনের জন্য ইতোমধ্যে পাইলট প্রোগ্রাম বাস্তবায়নের কার্যক্রম শুরু করা হয়েছে। জনা যায় পাইলট প্রোগ্রামের অভিজ্ঞতা ও শিক্ষনীয় দিক বিবেচনায় রেখে মূল কর্মসূচি প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করা হবে। বাস্তবতার নিরিখে বলা যেতে পারে একটি ক্যাচমেন্ট এলাকার স্কুলে ভর্তি না হওয়া ও স্কুল থেকে ঝরে পড়া শিশুদের সঠিক তথ্য সংগ্রহ ও তাদেরকে শিক্ষার মূল ধারায় ফিরিয়ে আনতে সংশ্লিষ্ট এলাকার প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকরা সর্বোচ্চ ও কার্যকরী ভূমিকা রাখতে পারেন। মডেল নির্বাচনের ক্ষেত্রে বিষয়টি বিবেচনায় রেখে ”শিক্ষায় ২য় সুযোগ বিভাগ” কাঠমো গঠন প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন কর্মসূচি বাস্তবায়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে সহায়তা করবে মর্মে প্রতীয়মান হয়। এমতাবস্থায় বলা যায় যেহেতু রস্ক ২য় পর্যায় প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য শিক্ষায় ২য় সুযোগ প্রদান সেক্ষেত্রে রস্ক ২য় পর্যায় প্রকল্পের অসমাপ্ত শিখন কার্যক্রমের সফল বাস্তবায়ন নিশ্চিত করার লক্ষ্যে ‘শিক্ষায় ২য় সুযোগ’ বিভাগের আওতায় বাস্তবায়নের পদক্ষেপ গ্রহণ করা যেতে পারে।

অধ্যায় ৪
ফাইন্ডিংস ও সুপারিশ

নিবিড় পরিবীক্ষণ কার্যক্রমের আওতায় পরিচালিত ব্যাক্তিগত সাক্ষাতকার, পর্যবেক্ষণ, দলীয় আলোচনা ও নিবিড় সাক্ষাতকার হতে প্রাপ্ত তথ্য যথাযথ পর্যালোচনা সাপেক্ষে প্রকল্পের চিহ্নিত কিছু ফাইন্ডিংস ও সুপারিশসমূহ তুলে ধরা হলোঃ

৪.১ ফাইন্ডিংসসমূহ

১. বর্তমানে ৩য় ও ৪র্থ শ্রেণিতে অধ্যয়নরত শিক্ষার্থীদের প্রাথমিক শিক্ষা প্রকল্প মেয়াদে সম্পন্ন হবে না;

২. আরডিপিপি অনুমমোদনে বিলম্ব হওয়ায় সিটি কর্পোরেশন এলাকায় শিক্ষা কার্যক্রম ও প্রাক-বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ কার্যক্রম সময়মত শুরু করা যায় নাই;

৩. স্বল্প টাকায় বর্ণিত শর্ত পূরণ করে শিখন কেন্দ্রের জন্য ভালমানের ঘর ভাড়া পাওয়া যায় না;

৪. শিখন কেন্দ্রে শিক্ষার্থীদের উপযুক্ত বসার ব্যবস্থা না থাকা ও শিক্ষার্থীদের মৌলিক সুযোগ-সুবিধার অভাব;

৫. কিছু কেন্দ্রে বিশুদ্ধ পানি পান করা ও অধিকাংশ কেন্দ্রে স্বাস্থ্যসম্মত টয়লেট নাই এবং মেয়েদের জন্য কোন ব্যবস্থা নাই;

৬. পাঠ্যবইয়ে যুক্তাক্ষরের ব্যবহার অনেক শিশুরা বুঝতে পারে;

৭. অনেক শিক্ষকের প্রয়োজনীয় দক্ষতার অভাব এবং শিখন কেন্দ্রে প্রয়োজনীয় শিখন উপকরণ না থাকায় শিশুবান্ধব পদ্ধতির প্রয়োগ সম্ভব হচ্ছে না;

৮. পাঠদান করার ক্ষেত্রে কিছু সংখ্যক শিক্ষকের প্রয়োজনীয় দক্ষতার অভাব থাকায় সংশ্লিষ্ট কেন্দ্রের শিক্ষার্থীরা ভালভাবে শিখতে পারছে না;

৯. বেতন ভাতা কম হওয়ায় যোগ্য শিক্ষক পাওয়া যায় না এবং অনকে ক্ষেত্রে যোগ্য শিক্ষক ধরে রাখা যায় না;

১০. একজন শিক্ষকের পক্ষে সকল বিষয়ে দক্ষতা না থাকায় শিক্ষার্থীদেরকে পাঠ্যবিষয় ভালভাবে বুঝিয়ে শিক্ষা প্রদান করা সম্ভব হয় না;

১১. পাঠদানের ক্ষেত্রে সময়ের স্বলপ্তার জন্য শিক্ষার্থীদেরকে যথাযথ পাঠদান করার ক্ষেত্রে সমস্যা হয়;

১২. ”শিক্ষায় ২য় সুযোগ বিভাগ” এর সাথে যথাযথ সমন্বয় রক্ষা না থাকার ফলে অসমাপ্ত শিক্ষা সম্পন্ন করার ক্ষেত্রে ঝুঁকি দেখা দিয়েছে।

১৩. শিক্ষার্থীদেরকে বাড়ির কাজ ও আয়মূলক কাজে সম্পৃক্ত হওয়ার ফলে ক্লাসে শিক্ষার্থীদের উপস্থিতি কমে যাওয়া;

১৪. সিএমসি’র সকল সদস্য সমানভাবে সক্রিয় না থাকায় কেন্দ্রের কার্যক্রম পরিচালনা করার ক্ষেত্রে সমস্যা হয়;

১৫. সরকারি-বেসরকারি সংস্থার মধ্যে কার্যকর সমন্বয়ের অভাব;

১৬. শিক্ষাথীর লেখাপড়ার বিষয়ে অভিভাবকদের সচেতনতার অভাব থাকায় শিখন কেন্দ্রে শিক্ষার্থী ধরে রাখ ও শিখন কার্যক্রমে যথাযথ অগ্রগতি হচ্ছে না;

১৭. মাঠ পর্যায়ে জনবল কম থাকায় মনিটরিং-এর ভিত্তিতে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করা সম্ভব হচ্ছে না।

৪.২ সুপারিশসমূহ

১. **ভর্তিকৃত সকল শিক্ষার্থীর প্রাথমিক সমাপনী পরীক্ষায় অংশগ্রহণ নিশ্চিতকরণের ব্যবস্থা গ্রহণ করাঃ** প্রকল্পের শিখন কার্যক্রমের আওতায় যে সকল কেন্দ্রে শিক্ষার্থীরা তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণিতে অধ্যয়ন করছে সেসব কেন্দ্রে শিখন কার্যক্রম অব্যহত রাখার ব্যবস্থা গ্রহণ করা;

২. **পাঠ কারিকুলামে জীবনমানের উন্নয়ন সম্পর্কিত বিষয় সংযোজন করাঃ** পাঠ কারিকুলামে জীবনমানের উন্নয়ন সম্পর্কিত বিষয় সংযোজন করা হলে মানসম্মত জীবনযাপন সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের জ্ঞান বৃদ্ধি পাবে;

৩. **শিখন কেন্দ্রে শিক্ষার্থীদের ধরে রাখতে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণঃ** শিখন কেন্দ্রসমূহে শিক্ষার্থীর সংখ্যা কমে যাওয়ার কারণ চিহ্নিত করা এবং রোধকল্পে উপজেলা শিক্ষা অফিস, ট্রেনিং কো-অর্ডিনেটর, সিএমসি ও শিক্ষকের যৌথ পদক্ষেপ গ্রহণ করা প্রয়োজন।

৪. **শিখন কেন্দ্রের ঘর ভাড়ার টাকা যৌক্তিকহারে বৃদ্ধিকরণঃ** শিখন কেন্দ্র স্থাপনের ক্ষেত্রে ৪০০ (চারশত টাকা) টাকায় শিক্ষার্থীদের প্রয়োজনীয় সুযোগ-সুবিধাসহ ভালমানের ঘর পাওয়া যায় না। অবকাঠামোগত সুযোগ-সুবিধা সম্বলিত ভালমানের ঘরে শিখন কেন্দ্র প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে এলাকা বিবেচনায় ঘর ভাড়ার টাকা যৌক্তিকহারে বৃদ্ধি করা প্রয়োজন।

৫. **শিখন কেন্দ্রে শিক্ষার্থীদের মৌলিক সুযোগ সুবিধা নিশ্চিতকরণঃ** শিখন কেন্দ্রে বিশুদ্ধ পানি পান করা ও স্বাস্থ্যসম্মত টয়লেলেটসহ শিশুদের জন্য প্রয়োজনীয় সুযোগ সুবিধা নিশ্চিত করার জন্য পদক্ষেপ গ্রহণ প্রয়োজন।

৬. **পাঠ্যবইয়ে যুক্তাক্ষরের ব্যবহার কমাতে পদক্ষেপ গ্রহণঃ** পাঠ্যবইয়ে যুক্তাক্ষরের মাত্রাতিরিক্ত ব্যবহার কমানোর বিষয়ে মন্ত্রণালয়ের অধীনে বিশেষ কমিটি গঠন করা যেতে পারে।

৭. **শিক্ষকের বেতন ও ভাতা বৃদ্ধি করাঃ** বেতন ভাতা কম হওয়ায় শিখন কেন্দ্রের জন্য দক্ষ ও অভিজ্ঞ শিক্ষক পাওয়া যায় না। এক্ষেত্রে বেতন ভাতা বৃদ্ধি করলে দক্ষ শিক্ষক নিয়োগ প্রদান করা সম্ভব হবে যা শিক্ষার মান উন্নয়নে সহায়ক হবে।

৮. **শিখন কেন্দ্রে একাধিক শিক্ষক নিয়োগ প্রদান করাঃ** পাঠ্যবইয়ের সকল বিষয়ে একজন শিক্ষকের দক্ষতা না থাকার বিষয়টি বিবেচনা করে শিখন কেন্দ্রে একাধিক শিক্ষক নিয়োগ প্রদান করা যেতে পারে।

৯. **শিক্ষকদের অধিক সংখ্যকবার প্রশিক্ষণ প্রদান করাঃ** অধিক সংখ্যকবার প্রশিক্ষণ প্রদান করা হলে শিক্ষকদের দক্ষতা বৃদ্ধি পাবে ফলে পাঠদান পদ্ধতি উন্নত হবে।

১০. **সিএমসি'র দক্ষতা বৃদ্ধি ও সক্রিয়করণঃ** সিএমসি'র দক্ষতা বৃদ্ধি ও সক্রিয়করণ করতে কৌশলী পদক্ষেপ গ্রহণ করা প্রয়োজন যাতে কেন্দ্র পরিচালনা এবং কেন্দ্রের উন্নয়নে কার্যকরী ভূমিকা পালন করে।

১১. **সরকারি-বেসরকারি সংস্থার মধ্যে সমন্বয় জোরদার করাঃ** বাস্তবায়নকারী ও পার্টনার সংস্থার মধ্যে কার্যকরী সমন্বয় প্রকল্প সফলভাবে বাস্তবায়নে সহায়ক ভূমিকা পালন করবে।

১২. **প্রকল্পে বিত্তবান ও ব্যবসায়ী সমাজের সম্পৃক্তকরণঃ** সমাজের বিত্তবান ও ব্যবসায়ী সমাজের সম্পৃক্ততা নিশ্চিত করা এবং কার্যকরী সমন্বয় প্রতিষ্ঠা করা হলে বিভিন্ন সহায়তা পাওয়ার সম্ভাবনা সৃষ্টি হবে। এধরণের সহায়তার মাধ্যমে মেধাবী শিক্ষার্থীদের বৃত্তি প্রদান এবং স্কুলসূহে বিভিন্ন ধরণের ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক কার্যক্রম পরিচালনা করা যেতে পারে যা ড্রপ আউট নিরসনে অবদান রাখতে পারে।

১৩. **‘শিক্ষায় ২য় সুযোগ’ বিভাগের সাথে সমন্বয় সৃষ্টি করাঃ** যেহেতু রস্ক ২য় পর্যায় প্রকল্পের সাথে শিক্ষায় ২য় সুযোগ সৃষ্টির উদ্দ্যেশ্যের সাথে সামঞ্জস্যতা আছে, সে বিবেচনায় শিক্ষায় ২য় সুযোগ সৃষ্টি বিভাগের সাথে যথাযথ সমন্বয় সৃষ্টি করার ক্ষেত্রে কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণ করা যেতে পারে।

১৪. **শিখন কেন্দ্রসমূহের ব্যবস্থাপনা জোরদার ও মান নিশ্চিতকরণঃ** কেন্দ্রের কার্যক্রম যথাযথ পরিচালনা এবং কেন্দ্রে মানসম্মত শিক্ষা প্রদান করা হচ্ছে কিনা সে বিষয়ে মনিটরিং সুপারিশসমূহ যথাযথ অনুকরণ ও বাস্তবায়ন নিশ্চিত করা প্রয়োজন।

১৫. **সমধর্মী নতুন প্রকল্প প্রণয়নে নিবিড় পরিবীক্ষণের সুপারিশসমূহ বিবেচনা করাঃ** সরকারের বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ ভবিষ্যতে এ ধরণের প্রকল্প প্রণয়নের ক্ষেত্রে সুপারিশসমূহ বিবেচনায় রাখার জন্য গুরুত্বারোপ করা যাচ্ছে।

১৬. **নিবিড় পরিবীক্ষণের ফাইন্ডিংসসমূহ পর্যালোচনা ও প্রতিপালন করাঃ** আইএমইডি'র তত্ত্বাবধানে পরিচালিত নিবিড় পরিবীক্ষণের ফাইন্ডিংসসমূহ বাস্তবায়নকারী সংস্থা/মন্ত্রণালয়কে পর্যালোচনা ও প্রতিপালন করার জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য সুপারিশ করা যাচ্ছে। এক্ষেত্রে আইএমইডি'র পক্ষ থেকে যথাযথ ফলো-আপের মাধ্যমে এর অগ্রগতি পরিবীক্ষণ করার জন্য কার্যকরী ভূমিকা পালন করার জন্য সুপারিশ করা যাচ্ছে।

৪.৩ প্রকল্প প্রণয়নে রস্ক ১ম পর্যায়ের সমাপ্তি মূল্যায়নের সুপারিশ প্রয়োগ সম্পর্কিত পর্যালোচনা

আইএমইডি কর্তৃক রস্ক প্রকল্পের- ১ম পর্যায়ের সমাপ্তি মূল্যায়নের সুপারিশসমূহঃ

১. একসাথে সকল শিক্ষার্থী ভর্তির ক্ষেত্রে নমনীয়তা প্রদর্শণ করা।

২. এলাকা ভিত্তিক শিক্ষার্থীর প্রাপ্যতা অনুযায়ী শিক্ষার্থীর সংখ্যা ১৫-২০ হলে স্কুল চালু করা।

৩. দশ বছরের বেশী বয়সী স্কুলবহির্ভূত শিশুদেরকে প্রাক-ভোকেশনাল প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে আয়মূলক কাজে সম্পৃক্ত করা।

৪. প্রাক-ভোকেশনাল প্রশিক্ষণের ক্ষেত্রে একজন শিক্ষকের পাশাপাশি অতিরিক্ত অভিজ্ঞ শিক্ষক দ্বারা প্রশিক্ষণ প্রদান করা।

৫. এলাকায় আনন্দ স্কুলের প্রয়োজনীতা বিষয়ে জরিপ করা এবং এলাকায় অধিক সংখ্যক স্কুলবহির্ভূত শিশু রয়েছে সে বিষয়ে নিশ্চিত হওয়া।

৬. স্কুলে সময়মত ইনপুট সরবরাহ করা।

৭. বিষয়সমূহ সকল স্টেকহোল্ডারদের অবহিতকরণ যাতে করে সংশ্লিষ্টদের সহযোগিতা পাওয়া যায়।

“রিচিং আউট অব স্কুল চিলড্রেন-২য় পর্যায়” প্রকল্পটি প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে রস্ক প্রকল্পের-১ম পর্যায়ের সমাপ্তি মূল্যায়নের সুপারিশসমূহের মধ্যে ১নং ব্যতীত অন্যান্যগুলি বিবেচনা করা হয়েছে। সুপারিশ ১ এর ক্ষেত্রে বলা যেতে পারে যে নির্দিস্ট সময়ের মধ্যে সকল শিক্ষার্থী ভর্তি করার ব্যাপারে গুরুত্বারোপ করা হয়। নির্দিষ্ট সময়ের পরে শিক্ষার্থী ভর্তি করা হলে শিক্ষা প্রদান কার্যক্রম ব্যহত হতে পারে।

কোন শিখন কেন্দ্রে সর্বনিম্ন ৫জন শিক্ষার্থী থাকলে কেন্দ্র চালু থাকবে যা সুপারিশ ২ এর প্রতিফলন হিসেবে বিবেচনা করা যায়। বিশেষজ্ঞ সংস্থা নিয়োগের মাধ্যমে অভিজ্ঞ প্রশিক্ষক দ্বারা প্রাথমিক শিক্ষা সম্পন্ন করা ১৫ বছরের বেশী বয়সী স্কুলবহির্ভূত শিশুদের দক্ষতা বৃদ্ধি করে আয়মূলক কাজে সম্পৃক্ত করতে প্রকল্পের আওতায় প্রাক-ভোকেশনাল প্রশিক্ষণ প্রদান কার্যক্রম বাস্তবায়নের পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে যা সুপারিশ ৩-৪ এর প্রতিফলন হিসেবে বিবেচনা করা যায়।

ক্যাচমেন্ট এরিয়া নির্ধারণ করে জরিপের মাধ্যমে স্কুলবহির্ভূত শিশুদের তালিকা প্রণয়ন করা হয়। এলাকার গুরুত্ব বিবেচনায় এবং অধিক সংখ্যক স্কুলবহির্ভূত শিশু রয়েছে এমন এলাকায় স্কুল প্রতিষ্ঠা করা হয় যা সুপারিশ ৫ এর প্রতিফলন হিসেবে বিবেচনা করা যায়। প্রতিটি আনন্দ স্কুলে সময়মত পাঠ্যবই, শিখন উপকরণ, শিক্ষার্থীদেরকে শিক্ষণীয় উপকরণ (খাতা, কলম), শিক্ষার্থীদেরকে স্কুল ইউনিফর্ম প্রদান করা হয় যা সুপারিশ ৬ এর প্রতিফলন হিসেবে বিবেচনা করা যায়। প্রকল্প বাস্তবায়নে অভিজ্ঞতা সম্পন্ন প্রতিষ্ঠানকে প্রকল্পের ষ্টেকহোল্ডার করা হয় যা সুপারিশ ৭ এর প্রতিফলন হিসেবে বিবেচনা করা যায়।

উপসংহার

'রিচিং আউট অব স্কুল চিলড্রেন-২য় পর্যায় (সংশোধিত)' প্রকল্পটির বাস্তবায়ন অগ্রগতি ও গুণগতমান, বাস্তবায়ন সম্পর্কিত সমস্যা-ত্রুটি-বিচ্যুতি চিহ্নিতকরণ ও সমাধান এবং ভবিষ্যৎ করণীয় সম্পর্কে বাস্তবায়নকারী প্রতিষ্ঠানকে সঠিক পরামর্শ প্রদানপূর্বক প্রকল্পের সফল বাস্তবায়নে সহযোগিতা করার লক্ষ্যে প্রকল্পটির নিবিড় পরিবীক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়। প্রাইমারী ও সেকেন্ডারী উৎস হতে প্রকল্প সম্পর্কিত পরিমাণগত ও গুণগত তথ্য সংগ্রহ এবং বিশ্লেষণ করা হয়। দেশের বর্তমান প্রেক্ষাপট বিবেচনায় প্রকল্পটি প্রাথমিক শিক্ষার হার বৃদ্ধির ক্ষেত্রে যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ। প্রকল্পটি দেশের গরীব পরিবারের স্কুলবহির্ভূত শিশুদের প্রাথমিক শিক্ষা সম্পন্ন ও মাধ্যমিক স্তরে প্রবেশের ক্ষেত্রে অবদান রাখতে সক্ষম। প্রকল্পটি মেয়ে শিশুদের শিক্ষার হার বৃদ্ধির ক্ষেত্রে কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারে। নির্দিষ্ট ক্যাটেগরীর শিশুদের আত্ম-কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির মাধ্যমে জীবনমানের উন্নয়নের উন্নয়নে প্রকল্পটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে। প্রকল্প বাস্তবায়নের মাধ্যমে মহিলাদের কর্মসংস্থান ও ক্ষমতায়নের সুযোগ ও সম্ভাবনা সৃষ্টি হয়েছে। সরকারী-বেসরকারী সংস্থার যৌথ অংশিদারিত্ব ও অভিজ্ঞতার সমন্বয় প্রকল্পের কার্যক্রম বাস্তবায়নে সহায়তা করবে। কিছু কার্যক্রম সময়মত শুরু করতে না পারায় প্রকল্পের লক্ষ্য অর্জন করার ক্ষেত্রে ঝুঁকি রয়েছে। সমন্বিত পরিকল্পনা এবং বাস্তবায়নে যথাযথ পদক্ষেপ প্রকল্পের সফল বাস্তবায়ন ও লক্ষ্য অর্জন নিশ্চিত করতে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখবে।

স্বাবলম্বী সমাজ উন্নয়ন সংস্থা

বাড়ী নং- ৮১৭, রোড নং- ০৪, বায়তুল আমান হাউজিং সোসাইটি,
আদাবর, ঢাকা-১২০৭।
মোবাইলঃ ০১৭১১-৪৬১৪৯০, ০১৫৫২-৫৬১৬৮০, ই-মেইলঃ swabasus@gmail.com